৩০ জুন ২০১৬, ১৬ আষাঢ় ১৪২৩, ২৫ রমজান ১৪৩৭, বর্ষ ২ বৃহস্পতিবার সংখ্যা ৩৮, পৃষ্ঠা ১৬, দাম ২ কাতারি রিয়াল, ৩০০ বাহরাইনি ফিলস

ঈদ সংখ্যা

بروتوم آلو النسخة الخليجية الأسبوعية

সাপ্তাহিক উপসাগরীয় সংস্করণ

# প্রথম আলো

The Most Popular Bangladeshi Newspaper **Prothom Alo Weekly Gulf Edition** Printed & Distributed by Dar Al Sharq, Qatar

ঘুরব একেবারে একা
পৃষ্ঠা : ১৫

ব্যাংকের বিরুদ্ধে গ্রাহক অভিযোগ বাড়ছেই
পৃষ্ঠা : ৭

নাচের শিল্পী রাঁধেন ভালো
পৃষ্ঠা : ১২

www.prothom-alo.com Thursday, 30 June 2016, 16 Ashar 1423, 25 Ramzan 1437, Year 2, Issue 38, Page 16, Price - Qatar: QR. 2, Bahrain: 300 Fils /DailyProthomAlo /ProthomAlo

‘রুনাকে দাও, বিনিময়ে ফারাক্কার সব পানি নিয়ে যাও’

২

এখন অনেকে বাড়িতে আসে

৩

মেয়ের আয়নায় মা একান্ত সুচিত্রা

৫

অন্য পাতায়

**পৃষ্ঠা-৬ :** রমজানে বেশি দান করেন অভিবাসীরা ▮ **পৃষ্ঠা-৮ :** নারী ফুটবলারদের গ্রাম ▮ **পৃষ্ঠা-৯ :** রোগীর কাছে ‘লন্ডনি হাসপাতাল’ ▮ **পৃষ্ঠা-১২ :** এবারের ঈদটা পরিবারের জন্যই ▮ **পৃষ্ঠা-১৪ : মুস্তাফিজ তাহলে যাচ্ছেন সাসেক্সে!**

পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে প্রথম আলো উপসাগরীয় সংস্করণের পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা এজেন্ট ও শুভানুধ্যায়ীকে জানাই

শুভেচ্ছা

প্রথম আলো

## ঈদের সাজে রঙিন কাতার

**কাতার প্রতিনিধি**

কাতারজুড়ে পবিত্র ঈদুল ফিতরের সাজ সাজ রব। বিপণিবিতান ও দোকানগুলোতে ক্রেতাদের ভিড় বলে দেয়, ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে ঈদের আনন্দ সবাইকে উদ্বেলিত করে তুলছে। প্রচুর অভিবাসী নিজেদের পরিবার ও স্বজনদের সঙ্গে ঈদ করতে মাতৃভূমির উদ্দেশে কাতার ছাড়ছেন। হামাদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তাই এখন বছরের অন্য যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি ভিড় লক্ষ করা যাচ্ছে। ঈদুল ফিতর উপলক্ষে দোহার কর্নিশসহ গুরুত্বপূর্ণ সড়ক এবং সরকারি-বেসরকারি দৃষ্টিনন্দন ভবনগুলো সাজানো হয়েছে বর্ণিল আলোকসজ্জায়।

প্রতিবছরের মতো এবারও কাতারজুড়ে বিপুল আনন্দ ও উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে উদ্‌যাপিত হচ্ছে ঈদুল ফিতর। কাতারের রীতি ও ঐতিহ্য অনুযায়ী ভোরে ফজরের নামাজ শেষে সূর্যোদয়ের ১৫ মিনিট পর অনুষ্ঠিত হচ্ছে ঈদের জামাত। কাতারজুড়ে শতাধিক বড় মসজিদ ও খোলা ঈদগাহে এসব জামাত অনুষ্ঠিত হবে। এতে অংশ নেবেন কাতারি নাগরিক ও মুসলিম অভিবাসীরা। প্রবাসী বাংলাদেশিরাও যে যাঁর এলাকায় অথবা বন্ধু ও স্বজনেরা মিলে কোনো মসজিদ বা খোলা মাঠে ঈদের জামাতে শরিক হবেন।

কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আলথানি, বাবা আমির শেখ হামাদ বিন খলিফা আলথানি ও আলথানি পরিবারের সদস্যরা আলওয়াজবা ঈদগাহে ঈদের নামাজ আদায় করবেন। এরপরই সাধারণত আমির সর্বসাধারণের সঙ্গে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করে থাকেন।

কাতারজুড়ে বসবাসরত প্রায় তিন লাখ বাংলাদেশি নিজ নিজ এলাকায় ঈদের নামাজে অংশ নেন। এদিন সন্ধ্যায় ওয়াকরায় ইনডোর

এরপর পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

বৃহস্পতিবার, ৩০ জুন ২০১৬
Prothom Alo Weekly Gulf Edition,
Thursday, 30 June 2016, Page: 2

# ছেলেবেলার ঈদ

শামসুজ্জামান খান

আমি জন্মেছি তৎকালীন ঢাকা জেলার এক নিভৃত গ্রামে। মাথার ওপরে বিশাল আকাশে ক্ষণে ক্ষণে রং বদলানোর খেলা। কখনো প্রশান্ত নীল, কখনো নীলচে আভা আবার কখনো-বা বজ্রবিদ্যুতের প্রচণ্ড শব্দ ও বর্ণচ্ছটায় মনে হতো আকাশ বুঝি চৌচির হয়ে ভেঙে পড়বে। ঝড়-বৃষ্টির উন্মত্ততা, নদীনালায় দুই কূলপ্লাবী টইটম্বুর অবস্থা আমাদের আনন্দিত-শিহরিত এবং কিছু পরিমাণে দামাল করে তুলত। গ্রামবাংলায় এখন সেই অবস্থা আর নেই।

আমি তৎকালীন ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জ মহকুমার নিচু অঞ্চল সিঙ্গাইর থানার চারিগ্রামের কথা বলছি। ঢাকা শহর থেকে মাত্র ২০-২২ মাইল দূরে এই গ্রাম। গ্রামটি বর্ধিষ্ণু কিন্তু যাতায়াতব্যবস্থা সেকালে ছিল অতি দুর্গম। এই গ্রামেই আমার জন্ম এবং আকৈশোর বেড়ে ওঠা। প্রাথমিক ও হাইস্কুলের পড়াশোনাও এই গ্রামেই। গ্রামে সেকালে জীবনযাত্রা, আনন্দ-উৎসব, পালা-পার্বণ কম ছিল না। ফুটবল খেলা হতো খুব ধুমধামের সঙ্গে। বিশাল শিল্ড উপহার দেওয়া হতো বিজয়ী দলকে। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে এই ফুটবল খেলা তো গ্রামীণ বাংলাদেশের বড় বিনোদন। বড় দুই উৎসব ছিল হিন্দুদের পূজা-পার্বণ আর মুসলমানদের ঈদ উৎসব। আমরা পূজা-পার্বণে যোগ দিয়েছি নিজ গ্রাম এবং আশপাশের গ্রামে। সেই উৎসবে গানবাজনা এবং নানা যাত্রাগানের আয়োজন হতো। রামযাত্রা, অশ্বমেধযজ্ঞ, কৃষ্ণলীলা এসবও দেখেছি প্রচুর। আমাদের গ্রামীণ কৃষিভিত্তিক মুসলমান সমাজে ঈদ উৎসবও হতো আনন্দময় পরিবেশে। রোজার সময়েই ঈদের প্রস্তুতি শুরু হয়ে যেত। মা-খালা-চাচিরা সেমাই কাটতেন এবং মসলাপাতিসহ ঈদের দিনে খাওয়াদাওয়ার জিনিসপত্র জোগাড় করতেন। আমরা রোজা থাকি বা না-থাকি আর কয় দিন পরেই ঈদ, সেটা গোনার প্রতিযোগিতাতেই বেশি ব্যস্ত থাকতাম। আর আসল মজাটা ছিল কে কী জামা নেব, সে বিষয়ে। কেউ কাউকে বলতাম না কোন দরজির দোকানে কোন রঙের কাপড় দিয়ে ঈদের জামা বানাতে দিয়েছি। অনেক কৌতূহল নিয়ে এবং গোয়েন্দাগিরি করেও একজন অন্যজনের জামার রঙের বিষয়টা জানা যেত না। সব্বাই চাইত ঈদের দিন চমক দিতে হবে। আগে যেন কেমন জামা, কী জামা তা ফাঁস না হয়ে যায়। পাকা মসজিদে আমরা মুরব্বিদের হাত ধরে নামাজ পড়তে যেতাম। মসজিদে গিয়ে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা হওয়ায় বড়ই আনন্দ হতো। মসজিদে হাস্যরস এবং দুষ্টুমি করার জন্য মুরব্বিদের গালিও খেতে হতো। দারুণ লাগত তখন।

গ্রামে ঈদের দিনের নতুন জামাকাপড়, খাওয়াদাওয়া, ফুটবল প্রতিযোগিতার আনন্দ-উৎসব ছাড়াও আর একটি আনন্দ উপকরণের আবির্ভাব ঘটেছিল গত শতকের পঞ্চাশের দশকের সূচনায়। আমাদের পাশের বাড়ির মামাদের বাড়িতে তখন সবে কলের গান (গ্রামোফোন) এসেছে। আজব বাক্সের ভেতর থেকে গান বেরিয়ে আসছে সে এক অবাক কাণ্ড। রবীন্দ্র, নজরুলের গান, কে মল্লিকের গান, আব্বাসউদ্দীনের পল্লিগীতি, আর যতদূর মনে পড়ে জগন্ময় মিত্রের গান শোনা গেছে। আব্বাসউদ্দীনের পল্লিগীতি আর নজরুলের ইসলামি গানের প্রতি মুরব্বিদের দুর্বার আকর্ষণ। আর আমরা শুনতে চাই রূপকথার কাহিনির একটা রেকর্ড। সেটা শোনার জন্য আমাদের প্রবল আগ্রহ। রূপকথার গল্পটা এখন পুরো মনে নেই। এক রাজকুমারীকে আটকে রেখেছিল এক রাক্ষস। তার ভাইয়েরা এসে বীর বিক্রমে উদ্ধার করে তাকে। আমরা প্রবল উৎকণ্ঠায় উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করতাম, কখন ভাইয়ের কণ্ঠে শোনা যাবে সেই সংলাপ: 'কোথায়, কোথায় পালাবে রাক্ষসী, কোথায় তোর জাদুবিদ্যা' এই বলেই তাদের তরবারির আঘাতে প্রচণ্ড আর্তনাদ করে রাক্ষসীর মৃত্যুকাতরতা শুনে বিপুল উল্লাস-উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে গিয়ে আমরা হাততালি দিয়ে উঠতাম।

বর্ষাকালে ঈদ হলে আরেক ধরনের আনন্দ-উপভোগের সুযোগ ঘটত। নৌকাবাইচ হতো চারিগ্রামের নূরুনিগঙ্গায় অথবা পাশের গ্রাম পারিলের খালে। ছইওয়ালা নৌকার ওপরে বসে চিনাবাদাম চিবোতে চিবোতে নদীতে ভেসে নানা ধরন, সাইজ ও রঙের নৌকার প্রতিযোগিতা দারুণ আনন্দ দিত। দৌড়ের নৌকার ঢাকঢোল, কাঁসর ঘণ্টা, কখনো-বা আলী আলী রণহুংকার বা রাধাকৃষ্ণের গান এবং কখনো আবার বিপক্ষ দলের উদ্দেশে ব্যঙ্গাত্মক গানের সুরে কলহাস্যমুখরিত হয়ে উঠত পরিবেশ। নৌকাবাইচের এই আড়ংয়ের উৎসবটি ছিল বড়ই মনোরম ও চিত্তসুখকর। এই নৌকাবাইচের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ছিল শ্রীকৃষ্ণের মতো ঘোর কৃষ্ণবর্ণের একহারা গড়নের শালপ্রাংশু অবয়বের ইয়াছিন হাজমের অতিদর্শনীয় বাইচের নৌকা। নৌকার গলুইয়ের ওপর দাঁড়িয়ে ইয়াছিনের বাবরি ঝুলিয়ে বাহারি নাচ আর কিছু রং-তামাশার ভিয়ান দেওয়া পাচালিতে মন ভরে যেত। সন্ধ্যাবেলায় আমরা নাটকের অভিনয় করতাম। কখনো *টিপু সুলতান*, কখনো-বা তারাশঙ্করের *দুই পুরুষ* বা *সিরাজউদ্দৌলা* নাটক ইত্যাদি অভিনীত হতো। এই ছিল আমাদের ছোটবেলার ঈদ।

# 'রুনাকে দাও, বিনিময়ে ফারাক্কার সব পানি নিয়ে যাও'

## মুখোমুখি রুনা লায়লা ও মতিউর রহমান

**মতিউর রহমান :** উপমহাদেশের একজন কিংবদন্তি লতা মঙ্গেশকর। তাঁর সঙ্গে আপনার প্রথম দেখা হয়েছিল কত সালে?

**রুনা লায়লা :** ১৯৭৪ সালের জানুয়ারিতে আমি ঢাকায় আসি। ১৯৭৪ সালের নভেম্বরে আইসিসিআর (ইন্ডিয়ান কালচারাল সেন্টার ফর রিলেশনস) আমাকে আমন্ত্রণ জানায়। তাদের আমন্ত্রণে ভারতে তিনটি অনুষ্ঠান করেছিলাম। প্রথমটি দিল্লিতে, দ্বিতীয়টি মুম্বাইয়ে, আর শেষটা কলকাতায়। এ সময় আয়োজকেরা জানতে চান, এমন কেউ কি আছেন, যাঁর সঙ্গে আপনি দেখা করতে চান? তাদের বললাম, আমার একটা প্রত্যাশা আছে—যদি কোনোভাবে লতাজির সঙ্গে দেখা করা যায়...। তাঁরা জানালেন, 'তিনি তো কোথাও যান না। তা ছাড়া তিনি তো খুব চুজি। তবু আমরা চেষ্টা করব।' আমি ধরে নিয়েছিলাম, হয়তো দেখা হবে না।

যা-ই হোক, অনুষ্ঠানের আগে ব্যাক স্টেজে রিহার্সাল করছিলাম। হঠাৎ করে দেখি, কয়েকজন মহিলা ঢুকলেন। এর মধ্যে দেখি, লাল গোলাপ হাতে সত্যি সত্যি লতাজি আমার দিকে আসছেন। সঙ্গে সঙ্গে আমি গিয়ে তাঁকে সালাম করলাম। তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরলেন, ফুল দিলেন। পরের দিন পত্রিকাগুলোয় শিরোনাম হয়েছিল, 'ওয়ান নাইটিঙ্গেল মিটস অ্যানাদার'।

লতাজিকে বললাম, আপনি আমার গান তো কখনো শোনেননি বোধ হয়। তিনি বললেন, 'পাকিস্তান রেডিওতে আপনার গান বাজানো হয়, আমরা নিয়মিত আপনার গান শুনি। আপনি এসেছেন। আমার সঙ্গে দেখা করতে চান শুনে আমি নিজেই চলে এসেছি।' লতাজির সঙ্গে ওটাই প্রথম দেখা।

**মতিউর :** এবারও [মার্চ ২০১৬] তো গেলেন। সর্বশেষ লতা মঙ্গেশকরকে কেমন দেখলেন?

**রুনা :** যাওয়ার আগেই তাঁর ভাতিজা বৈজনাথ মঙ্গেশকরের সঙ্গে যোগাযোগ করি। তাঁর সঙ্গে আমার প্রায়ই যোগাযোগ হয়। তাঁকে বললাম, আমি তো আসছি। ১৫, ১৬, ১৭ [মার্চ ২০১৬]—তিন দিন থাকব। এর মধ্যে ১৫ তারিখ আমি ফাঁকা আছি। দিদির সঙ্গে কি একটু দেখা করা যাবে? বৈজনাথ বললেন, তিনি কয়েক দিন খুব অসুস্থ ছিলেন। তবু পরের দিন মেসেজ পাঠালেন, লতাজি দেখা করবেন। আসলে ডাক্তারের নিষেধাজ্ঞা ছিল। কিন্তু যখন শুনেছেন আমি দেখা করতে চাই, বলেছেন, ও এলে কোনো অসুবিধা নেই। সেদিন অনেকক্ষণ বসে গানসহ অনেক বিষয়ে গল্প করলাম। পরে খুবই সুন্দর একটি শাড়ি উপহার দিলেন। আর আলমগীরের জন্য খুবই সুন্দর—কাঠের ফ্রেমের ভেতর বসানো একটি ছোট কোরআন শরিফ উপহার দিলেন। যতবারই গিয়েছি, ততবারই একটা-না-একটা উপহার দিয়েছেন।

**মতিউর :** আশা ভোসলে ও লতা মঙ্গেশকর দুজনের সম্পর্ক ভালো কি মন্দ—এসব নিয়ে অনেক মুখরোচক কথা শোনা যেত। এ বিষয়ে আপনি কী মনে করেন? আশা ভোসলে এখন কেমন আছেন? গায়িকা হিসেবে তাঁকে কেমন দেখেন?

**রুনা :** হয়তো ছিল। এখন কোনো সমস্যা নেই, ঠিকই আছে। একই বাড়িতে থাকেন। আশাজির সঙ্গে অনেকবার দেখা হয়েছে। একই মঞ্চে গান করেছি। তিন বছর আগে 'সুরক্ষেত্র' নামে ভারতে একটি রিয়্যালিটি শোতে বিচারক হিসেবে গিয়েছিলাম। সেখানে আশাজি ছিলেন, আমি ছিলাম আর পাকিস্তানের আবিদা পারভিন ছিলেন। সেই অনুষ্ঠানের সুবাদে তাঁর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। সেই অনুষ্ঠানের জন্য দীর্ঘ সময় ধরে শুটিং হতো। শুটিংয়ের ফাঁকে প্রতিটি রুমে বিশ্রাম নিতাম। কিন্তু তিনি আমার রুমে নক করে বলতেন, 'কেয়া কার রাহি হ্যায়।' উত্তরে বলতাম, 'কিছু না, বিশ্রাম নিচ্ছি।' তিনি বলতেন, 'ম্যায় আউঁ?' আমি বলতাম, 'আরে, আপনার কি অনুমতির প্রয়োজন আছে?' অনেকক্ষণ আড্ডা দিতেন। সেটেও আমরা খুব আড্ডাবাজি করতাম। এসব দেখে অনুষ্ঠানের প্রযোজক একদিন বললেন, আপনাদের আলাদা বসতে হবে। আশাজি বললেন, রুনাজিকে আমার পাশে বসাতে হবে, তা না হলে শুটিংই করব না।

**মতিউর :** আপনার মায়ের পরিবারে কি গানের চর্চা ছিল? আপনি আসলে কার দ্বারা প্রভাবিত হলেন? মায়ের দ্বারা গানের প্রতি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, না অন্য কোনোভাবে?

**রুনা :** মায়ের প্রভাব তো থাকেই। আসলে বোনের পাশে বসতাম। আস্তে আস্তে শিখতাম। একদিন ওস্তাদ বললেন, ওর তো গানের গলা ভালো। ওকে গানের দিকেই দেন। এ জন্য গানের প্রতি আরও ভালোবাসা তৈরি হয়। গান শিখতে শিখতেই নয় বছর বয়সে করাচির সব স্কুলের মধ্যে আন্তস্কুল সংগীত প্রতিযোগিতায় প্রথম হই। আর বয়স যখন ১২, একজন প্রযোজক, একজন পরিচালক ও একজন সংগীত পরিচালক এলেন লাহোর থেকে। তাঁরা একটা ছবি বানাবেন, ১২ বছরের ছেলে কণ্ঠ মেলাবে পর্দায়। সিনেমাটার নাম *জুগনু*। তাঁরা বাবাকে ফোন করলেন। বাবা রাজি হলেন না। বাবা ভাবতেন, ছবিতে গান গাওয়াটা সম্ভবত ভালো না। কিন্তু তাঁরা বললেন, একটু দেখা করতে চাই। তবে আমার একটু শখ ছিলই—সিনেমায় গান করব, রেডিওতে আমার নাম বলবে। ভাবছিলাম, একটা গান যদি গাই, তাহলে আমার স্বপ্নটা পূরণ হয়। তাঁরা বলছেন, আমরা একটু শুনি—দুই লাইন। শুনেই পছন্দ করলেন। বললেন, ওর ভয়েস কোয়ালিটি তো খুব ভালো। আমরা অন্তত একটা গান করি। তারপর আর না গাইল। বাবা বললেন, ওরও যেহেতু শখ আছে, তাহলে একটা গান করুক।

**মতিউর :** পাকিস্তানের বিখ্যাত একজন শিল্পী নুরজাহান। তাঁর সঙ্গে কি আপনার যোগাযোগ বা জানাশোনা ছিল?

**রুনা :** হ্যাঁ, যোগাযোগ ছিল, তবে সেটা খুব বেশি নয়। আমাদের সময়ে ম্যাডাম নুরজাহান একটা আলাদা স্তরে ছিলেন। তিনি লতাজির চেয়েও সিনিয়র। লতাজি খুব সম্মান করেন তাঁকে। লতাজি পাকিস্তানে যেতে পারবেন না বলে ম্যাডাম নুরজাহানকে দেখতে যেতেন সীমান্তে। ম্যাডাম নুরজাহান লাহোরের কাছাকাছি ওয়াগা সীমান্তে আসতেন, আর লতাজি মুম্বাই থেকে যেতেন।

**মতিউর :** বাংলাদেশে ফিরে আসার প্রেক্ষাপটটা একটু বলবেন?

**রুনা :** ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাবাকে বিকল্প দেওয়া হলো—পাকিস্তানে থাকবেন, নাকি বাংলাদেশে চলে যাবেন? বাবা বললেন, চলে যাব। বড় বোন দীনা লায়লার ওখানে বিয়ে হয়েছে। ওরা আমাকে বলল, তোমার ক্যারিয়ার তো এখন তুঙ্গে। তুমি চাইলে বোনের সঙ্গে থেকে যেতে পারো। তবু কেন যেন মনে হলো, এখানে থাকব না। চলে যাব। ওদের চলচ্চিত্রের অধিকাংশ গান আমিই গাইতাম। ওরা কর্তৃপক্ষের কাছে গিয়ে বলল, 'রুনা লায়লা চলে গেলে চলচ্চিত্রশিল্পের বিরাট ক্ষতি হয়ে যাবে, সব গান আমরা তাঁকে দিয়েই গাওয়াচ্ছি ইত্যাদি। যেভাবেই হোক, রুনা লায়লাকে রাখতেই হবে।' কিন্তু কর্তৃপক্ষ বলল, 'আমরা জোর করে রাখতে পারব না।' তারপর ১৯৭৪ সালের জানুয়ারিতে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ফ্লাইটে আমরা সবাই চলে এলাম।

**মতিউর :** করাচিতে 'বাজমে লায়লা' নামে একটা অনুষ্ঠান ছিল।

**রুনা :** করাচি টেলিভিশনে আমার একটি জনপ্রিয় অনুষ্ঠান ছিল 'বাজমে লায়লা'। সেটি ছিল নতুন একটা কনসেপ্ট। ভিন্ন ধাঁচের পাঁচটি গান থাকত। প্রতিটি গানের ছিল আলাদা সুরকার। প্রতিটি গানের জন্য পোশাক, মেকআপ, হেয়ার স্টাইল, গয়না ইত্যাদি বদলাতে হতো। পরিকল্পনাটা আমারই ছিল এবং সেটা ছিল সম্পূর্ণ নতুন। অনুষ্ঠানটি ব্যাপক জনপ্রিয় হয়েছিল।

**মতিউর :** বাংলাদেশ টেলিভিশনেও কি একই স্টাইলে গান করতেন?

**রুনা :** এখানেও মানুষ ভীষণ উচ্ছ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করল।

**মতিউর :** দমা দম মাস্ত কালান্দার—এই নেচে নেচে গান করা। আপনার মধ্যে এটা কোত্থেকে এল?

**রুনা :** এটা স্বাভাবিকভাবেই চলে আসে। গানের মুডের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে সবকিছু তৈরি হয়। আরেকটা কারণ হতে পারে, আমি অনেক পশ্চিমা শিল্পীর গান শুনতাম, ভিডিও দেখতাম। ওই সময়ে ইরানে একজন অত্যন্ত আধুনিক শিল্পী ছিলেন। নাম গুগুশ খানুম। তখন ইরান খুব আধুনিক। গুগুশ খানুম খুবই অত্যাধুনিক পোশাক পরে গান করতেন। তখন ইরানের সঙ্গে একটি সাংস্কৃতিক বিনিময় কর্মসূচি হয়েছিল। আমার কিছু গান ইরানে পাঠানো হয়েছিল, আর ইরানের গুগুশ খানুমের কিছু গান আমাদের এখানে পাঠানো হয়েছিল। আমি তাঁর পারফরম্যান্সে খুব অভিভূত ছিলাম।

**মতিউর :** একসময় একটা কথা শুনেছিলাম, কাশ্মীরের শেখ আবদুল্লাহ বলেছিলেন, তোমরা রুনা লায়লাকে আমাদের দাও আর কাশ্মীর নিয়ে নাও। এই কথার কি আসলে কোনো ভিত্তি ছিল?

**রুনা :** এটা শেখ আবদুল্লাহ বলেননি। বলেছিলেন খুশবন্ত সিং—*ইলাস্ট্রেটেড উইকলি অব ইন্ডিয়ার* সম্পাদক। তিনি কিন্তু খুব কম সময়ই প্রশংসা করতেন। একবার আমার একটা কনসার্টে এসেছিলেন—সম্ভবত দিল্লিতে। পুরো অনুষ্ঠানে ছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, 'রুনা লায়লার গান শুধু শোনারই বিষয় না, দেখারও ব্যাপার। আমি শুধু একটা কথাই বলব বাংলাদেশ সরকারকে, প্লিজ, গিভ আস রুনা লায়লা, অ্যান্ড টেক অল দ্য ওয়াটার অব ফারাক্কা।'

শেখ আবদুল্লাহকে নিয়ে আরেকটি ঘটনা আছে। ওই সময় কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তিনি। একবার নিজের হাতে আমাকে চিঠি লিখলেন, 'শ্রীনগরে একটা হাসপাতালের জন্য তহবিল গঠন করতে চাই। আপনি একটা গানের অনুষ্ঠান করে দেবেন? আপনার যা পারিশ্রমিক, তা আমাকে জানিয়ে দেবেন—আমি সেভাবে আয়োজন করব।'

> উপমহাদেশের হৃদয় জয় করে নেওয়া এ দেশের প্রথম শিল্পী রুনা লায়লা। সিলেটে জন্ম, করাচিতে বেড়ে ওঠা, ১৯৭৪ সালে আবার বাংলাদেশে ফেরা। ১২ বছর বয়সে প্রথম ছায়াছবিতে গান। এর পর শুধু অগ্রযাত্রা। গত বছর সংগীতজীবনের ৫০ বছর পূর্ণ করলেন। সাক্ষাৎকারের নির্বাচিত অংশ ছাপা হলো এখানে।

উত্তরে লিখলাম, 'এটা আমার জন্য অনেক আনন্দের। আমি কোনো পারিশ্রমিক নেব না। আমি আপনার হাসপাতালের জন্য অনুষ্ঠানে গান করব।' উত্তরে লিখলেন, 'ইউ অ্যান্ড ইয়োর হোল ফ্যামিলি আর করডিয়েলি ইনভাইটেড টু কাম অ্যাজ মাই গেস্ট।' তিনি আরও লিখলেন, 'এখানকার অনেক শিল্পীকে আমি বলেছি, কেউ পারিশ্রমিক ছাড়া অনুষ্ঠান করতে রাজি হননি। আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ আপনার কাছে।' এরপর আমরা সবাই গেলাম। আমাদের লালগালিচা অভ্যর্থনা জানালেন।

সেখানে দুই দিন অনুষ্ঠান করলাম। প্রথম অনুষ্ঠানটি ছিল একটা মিলনায়তনে। সেই মঞ্চে এত সুন্দর করে আমার সম্পর্কে তিনি বললেন, তা কখনো চিন্তা করতে পারিনি। দ্বিতীয় অনুষ্ঠানটি হলো স্টেডিয়ামে। সেখানে অনেক লোকসমাগম হলো। সেই অনুষ্ঠান এবং আমার নিরাপত্তার জন্য চৌদ্দ শ মাউন্টেইন পুলিশ নিয়োজিত ছিল। এখনো কলকাতায় যাঁরা কাশ্মীরি শাল বিক্রি করেন, তাঁদের কেউ কেউ আমাকে দেখে বলেন, 'আপনাকে আমরা অনেক দোয়া দিই।' তাঁরাই বলেছেন, 'আপনি যে আমাদের জন্য হাসপাতাল করে দিয়েছেন। আপনার নামটা সেই হাসপাতালে লেখা আছে। আমরা যখনই সেখানে যাই, খুব দোয়া দিই।'

**মতিউর :** কিন্তু ১৯৭৪ সালে এখানে আসার পর পাকিস্তানে আর গেলেন না...।

**রুনা :** হ্যাঁ, গিয়েছি। কী সম্মান যে আমাকে দেখিয়েছিল, সেটা বলে বোঝানো যাবে না। আমার সেরা ছয়টি গান নিয়ে একটি মেডলি করা হয়েছিল। একজন নায়িকা ছিলেন। তিনি গানের ওপর নাচলেন। অগণিত দর্শক ছিল অনুষ্ঠানে। গান শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সব দর্শক দাঁড়িয়ে আমাকে সম্মান জানাল। আমার চোখে পানি এসে গিয়েছিল সেদিন। কিছু কিছু ব্যাপার থাকে, মন ছুঁয়ে যায়। মানুষ জীবনে অনেক টাকাপয়সা উপার্জন করে। কিন্তু সম্মানটা, কেউ টাকা দিয়ে কিনতে পারবে না।

**মতিউর :** আপনাকে নায়িকা হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন কে যেন?

**রুনা :** ভারতের কয়েকজনই প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে আছেন বি আর চোপড়া, রাজ কাপুর প্রমুখ। রাজ কাপুর সাহেব একবার ফোন করেছিলেন। বলেছিলেন, 'আপনাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ফোন করলাম। বোম্বেতে আসেন।' বললাম, আসব, কিন্তু কী ব্যাপারে! গান করাবেন? বললেন, 'গানও করবেন, আবার অন্য একটা আলাপও করব—সেটা ছবির ব্যাপারে।' তাঁকে বললাম, ছবিতে তো অভিনয় করব না। তবে গানটান হলে আসতে আপত্তি নেই।

**মতিউর :** পৃথ্বীরাজ কাপুর, রাজ কাপুর, শাম্মি কাপুর, শশী কাপুর—এঁদের সঙ্গে কখনো দেখা হয়েছে?

**রুনা :** শশী কাপুরের সঙ্গে ভালো খাতির ছিল। আসলে শশী কাপুর খুব পছন্দের ছিলেন ছোটবেলা থেকেই, যাকে বলে ক্রাশ! আমি ভাবিনি কখনো দেখা হবে। একবার ভারতে ফিল্মফেয়ার অ্যাওয়ার্ডে বিশেষ অতিথি হিসেবে আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হলো। ফিল্মফেয়ার অ্যাওয়ার্ড তখন তো বেশ বড় অ্যাওয়ার্ড। কারণ, তখন একটাই অ্যাওয়ার্ড ছিল। ওই অনুষ্ঠানে প্রথমে গান গাইলাম। এরপর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। আমি অতিথিদের সারিতে সামনে বসে আছি। অমিতাভ বচ্চন, রাজেশ খান্না—যত সেলিব্রিটি আছেন, সবাই সামনের দর্শকসারিতে পাশাপাশি বসা। হঠাৎ ঘোষণা করা হলো সেরা গায়ক কিশোর কুমার। তিনি দেশে নেই। তাঁর পুরস্কার গ্রহণ করবেন অশোক কুমার দাদামণি এবং পুরস্কারটি দেবেন রুনা লায়লা! এর মধ্যে শশী কাপুরসহ যাঁরা পুরস্কার পেয়েছেন, তাঁরা মঞ্চে বসা। আমার বিস্ময় তখনো কাটেনি, আমি পুরস্কার দেব! তবু উঠে গেলাম। দাদামণিকে পুরস্কারটি দিলাম। তিনি কিছু বললেন। এরপর যখন আমি মঞ্চ থেকে নেমে আসছি, হঠাৎ কে যেন আমার হাত ধরে টান দিলেন! ঘুরে দেখি শশী কাপুর! আমি তো ফিট হয়ে যাওয়ার অবস্থা! আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি। বললেন, আপনি কোথায় যাচ্ছেন? বললাম, সিটে যাচ্ছি। বললেন, 'চেয়ার লাও!' পরে তাঁর পাশে বসালেন। আমি তো পাথর হয়ে গেলাম, নড়াচড়া করতে পারছি না, এমন অবস্থা! [হাসি] সেই স্বপ্নের মানুষ, এখন এত কাছে!

**মতিউর :** আপনার গান গাওয়ার বয়স ৫০ তো বছর হয়ে গেছে। ৫০ বছর পরও আপনার এত জনপ্রিয়তার কারণ বা ভিত্তিটা কী?

**রুনা :** জীবনের শুরুতে এত যে মেহনত করেছি, এত যে চেষ্টা করেছি, এত যে চর্চা করেছি, যেটা এখনো করে চলেছি, সেটার ফল এটা। আল্লাহরও বিরাট রহমত এটা। এতে কোনো সন্দেহ নেই। মা-বাবার দোয়া, আমার পুরো পরিবারের সমর্থন-অনুপ্রেরণা—এসবের কারণেই এখনো মানুষ আমাকে সমানভাবে গ্রহণ করেন।

# সারা বছর অপেক্ষা করতাম ঈদের জন্য

**তৌহিদা শিরোপা**

আজকাল ছোটবেলার কথা খুব মনে পড়ে শাহীন সামাদের। ভাইবোন, মা-বাবার সঙ্গে কাটানো সময়গুলোতে ফিরে যান মাঝে মাঝে। 'সেই সময়টা অন্য রকম ছিল। লালবাগ কেল্লার সামনে একটি বাড়িতে থাকতাম আমরা। হই-হুল্লোড় আর আনন্দে কেটেছে প্রতিটি দিন। বিশেষ করে ঈদের সময় খুব আনন্দে কাটত। আমি তো ডানপিটে ছিলাম। সারা বছর অপেক্ষা করতাম ঈদের জন্য।' ঈদ নিয়ে কথা বলতে হাজির হয়েছিলাম নজরুলসংগীত শিল্পী শাহীন সামাদের বাসায়। রান্না করার ফাঁকে ফাঁকে ঈদের নানা গল্প বললেন তিনি।

ঈদ তাঁর কাছে তিনভাবে ধরা দিয়েছে। ছোটবেলার ঈদ, ঢাকার ঈদ ও লন্ডনের ঈদ। তিনটার মজা তিন রকম। ঢাকা শহরে আগে লোকসংখ্যা খুবই কম ছিল। রাস্তাঘাট ফাঁকা থাকত। ঈদের দিন আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে ঘোরাই মূল আকর্ষণ ছিল শাহীন সামাদের। নতুন পোশাক পরে সকালের দিকে পাড়া-প্রতিবেশীদের সঙ্গে দেখা করতেন। এরপর সবার সঙ্গে বসে খাবার খাওয়া। মায়ের হাতের রুই মাছের কোর্মা ও আনারস দিয়ে ইলিশ তাঁর প্রিয় খাবার। ঈদে তাঁর জন্য এই পদ মা রান্না করতেনই। এরপর ছোট্ট শাহীনের অপেক্ষা—কখন মা সাজতে শুরু করবেন। মায়ের সাজ মানেই ঘুরতে যাওয়ার প্রস্তুতি। ভাইবোন, মা-বাবা সবাই মিলে চার-পাঁচটি রিকশা করে ঘুরতে বের হতেন তাঁরা। মায়ের খোঁপার দিকে তাকিয়ে থাকতেন। 'এত সুন্দর খোঁপা আর কেউ করতে পারেন না, এটা এখনো আমার মনে হয়।'—বললেন শাহীন সামাদ।

ঈদে সালামিও পেতেন শাহীন সামাদ। ২০-২৫ টাকা তো হতোই। কিন্তু সেই টাকা তো তাঁর কাছে শেষ পর্যন্ত থাকত না। বড় দুই ভাই সুযোগ বুঝে তাঁর টাকা চুরি করতেন। ব্যস, তখন তাঁর কান্না কে থামায়। নতুন পোশাকের থেকে নতুন জুতার প্রতি বেশি ঝোঁক ছিল তাঁর। জুতা কেনা হলে তা লুকিয়ে রাখতেন। কোনোভাবেই যেন কেউ দেখে না ফেলে। বড় হওয়ার পরও ঈদে ঘোরা ও সালামি তিনি নিতেন।

> নজরুল সংগীতশিল্পী শাহীন সামাদের কাছে ঈদ ধরা দিয়েছে তিনভাবে। এর মধ্যে আবার বিদেশে ঈদ করার অভিজ্ঞতাও রয়েছে। ঈদের নানা অভিজ্ঞতার ঝাঁপি খুলেছেন 'প্রথম আলো'-এর কাছে। আর পাঠকদের জন্য প্রিয় দুটি খাবারের রেসিপিও দিয়েছেন

বিয়ের পর বাড়ির বড় বউয়ের ভূমিকায় কাটতে থাকে ঈদের দিন। শ্বশুরবাড়ির সবার সঙ্গে একই ভবনে থাকতেন। অন্য আত্মীয়দের সঙ্গে ঈদের দিন দেখা করতে যেতেন। দুপুরে বা রাতে এক বেলা সবাই মিলে খাবার খাওয়ার প্রচলন ছিল। এখনো তা পালন করতে চেষ্টা করেন। ঈদের দিন সব রান্না নিজে করেন। তাঁর হাতের মুরগির কাবাব ও ঝুরঝুরে সেমাই খেতে খুব পছন্দ করেন সবাই। রান্নার হাত ভালো, কাছের মানুষেরা এটা জানেন। বিয়ের পর লন্ডনে প্রায় ২২ বছর ছিলেন। প্রবাসজীবনের ঈদের অভিজ্ঞতাও তাঁর আছে। 'ওখানে তো ঈদে সাধারণত বন্ধ হয় না। কেউ কেউ ছুটি নেন। আমার বড় বোন বাঙালিদের নিয়ে অনেক বড় করে আয়োজন করেন। ঈদে আমরা আপার ওখানে চলে যেতাম। কত ধরনের পদ যে তিনি রান্না করতেন। আমিও সাহায্য করতাম। সবার সঙ্গে দেখা হতো। গানবাজনা হতো।' বলেন শাহীন সামাদ। যখন চাকরি করতেন, তখন দুই দিন ছুটি নিতেন।

দুই মেয়ে বড় হয়েছে বিদেশে। বড় মেয়ে লন্ডনে লেখাপড়া শেষ করে যুক্তরাষ্ট্রে থাকেন স্বামীর সঙ্গে। ছোট মেয়ে লেখাপড়া শেষ করে দেশে ফিরেছেন। ঢাকায় ফিরে আসার পর মেয়েদের সঙ্গে সব ঈদ করতে পারেন না শাহীন সামাদ। তাঁরা ছুটি পান না। নাতনির স্কুল থাকে। সব মিলিয়ে হয়ে ওঠে না। তবে মেয়ে, মেয়ের জামাই ও নাতনির জন্য নতুন পোশাক কিনে পাঠান। আত্মীয়স্বজন সবার জন্য কিছু না কিছু কেনেন। নিজের জন্য ঈদে শাড়িই কেনা হয়। বেশির ভাগ সময় আড়ং থেকে কেনাকাটা করেন। ঈদের দিন আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুরা আসেন বাড়িতে। আর ঈদের পরদিন প্রত্যেকের বাসায় বেড়াতে যান শাহীন সামাদ। এখন সালামি না পেলেও বাড়ির সব ছোটদের সালামি দেন। এসবের মধ্যেই তো আনন্দ তাঁর। তাঁর মতে, সবাই মিলে থাকার মধ্যে, সবার সঙ্গে থাকার মধ্যে আনন্দ খুঁজে পাই।

# এখন অনেকে বাড়িতে আসে

**মোশাররফ করিম**

আমার কৈশোর কেটেছে গ্রামে। তাই গ্রামের প্রতি আলাদা টান তো একটা আছেই। ঈদ বলি আর যেকোনো উৎসব বলি, সেসবে গ্রামেই যেতে চাই। গ্রামের বাড়ি বরিশালের গৌরনদী উপজেলার পিঙ্গলাকাঠিতে। সেখানেই কাটিয়েছি জীবনের অনেকটা সময়। এসএসসি পাসের পর চলে আসি গ্রাম থেকে। কিন্তু টানটা তো আছেই।

ঢাকায় আসার পরও প্রতিবছর ঈদ করতে গ্রামের বাড়ি যেতাম। কিন্তু অভিনয়ে নিয়মিত হওয়ার পর একটু কম যাওয়া হয়। চেষ্টা করি প্রতিবছর অন্তত একটা ঈদ যেন গ্রামে গিয়ে করতে পারি। আগে আমার ঈদ ছিল গতানুগতিক। সাদামাটা। যেভাবে সবাই কাটায় তেমনই। সবার সঙ্গে নামাজে যাওয়া, খাওয়াদাওয়া। বন্ধুদের সঙ্গে ঘোরাঘুরি, আড্ডা, পরিবারের সঙ্গে হইহুল্লোড়—এসব।

কিন্তু অভিনেতা হিসেবে মানুষজন চেনার পর খানিকটা বিপদেই পড়েছি। এখন ঈদের আগের রাত, মানে চাঁদরাত পর্যন্ত শুটিং করতে হয়। অনেক সময় ভোররাত পর্যন্ত। এই কাজের চাপটা শুরু হয় ঈদের মাস দুয়েক আগে থেকে। স্বাভাবিকভাবেই বিশ্রাম নেওয়ার সুযোগ কম। অবসরই তো নেই। একটানা কাজ করলে যে সমস্যাটা হয়, সেটা হলো শরীর ভেঙে পড়ে। এ কারণে ঈদের কয়েক দিন টানা ছুটি কাটানোর ফন্দি থাকে। আর ছুটি বলতে ঘুম।

গ্রামে গেলে ঘুম বা বিশ্রামের সুযোগ পাওয়া যায় না। গ্রামের বাড়িতে অনেক দূর থেকে লোকজন আসে। বরিশাল শহর, মাদারীপুর, ফরিদপুর, পটুয়াখালী, কুয়াকাটাসহ আশপাশের বিভিন্ন জায়গা থেকে লোকজন আসে দেখা করতে। তাদের সময় দিতে হয়। সঙ্গে থাকে ছবি তোলার আবদার। সবই মেটাতে হয়। অনেক সময় ভিড় সামলাতে হিমশিম খেয়ে যাই। কিন্তু কিছু করার নেই। সবাই তো ভালোবেসেই আসে।

আর বাড়ির আশপাশের সবাই তো আত্মীয়স্বজন। তারা একটা আন্তরিকতা নিয়ে আসে। 'কই আমাদের ছেলে' 'মোশাররফ ভাই কই' এসব বলতে বলতে অনেক সময় ঘরেই ঢুকে যায়। অনেকেই জানে, আমরা প্রতিবছর ঈদ গ্রামের বাড়িতে করি। এক বছর যদি না-ও যাওয়া হয়, তবু লোকজন বাড়িতে ভিড় করে। যেমন গত বছর আমরা গ্রামে যাইনি। কিন্তু ঠিকই বাড়িতে ভিড় জমে গিয়েছিল। যখন শুনেছে আমি যাইনি, তখন তারা হতাশ হয়েছে। এই মানুষদের আমি হতাশ করতে চাই না। আশা করছি এ বছর গ্রামে যাব।

ঢাকায় থাকলে যেটা হয়, চাঁদরাত পর্যন্ত কাজ করে বাসায় ফিরে একটু বিশ্রাম নিয়ে ফ্রেশ হয়ে ঈদের নামাজ পড়তে যাই। এরপর খাওয়াদাওয়া। অনেকেই বাসায় দেখা করতে আসে। তাদের আপ্যায়ন করি। এই সুযোগে আমি অবশ্য একটু ঘুমিয়ে নিই। তারপর আত্মীয়স্বজনের বাড়ি যেতে হয়। শ্বশুরবাড়ি তো যেতে হয়ই।

ঈদের খাওয়াদাওয়া নিয়ে আমার খুব বেশি আগ্রহ নেই। আমি অতটা ভোজনরসিক নই। যে পদটা দিয়ে খেতে ভালো লাগে, সেটা দিয়েই খাওয়া শেষ করি। এখন দাওয়াত বেড়েছে। অনেকেই বাসায় দাওয়াত করে। কিন্তু যাওয়ার সুযোগ খুব কম হয়। সত্যি বলতে কি, ঈদের সময়টা আমি নিজের মতো করে থাকতে চাই। সেটা অনেক সময় পারি, অনেক সময় পারি না। তবু মানুষের ভালোবাসা নিয়ে উৎসব করতে ভালো লাগে।

**অনুলিখন : হাবিবুল্লাহ সিদ্দিক**

তা র কা রা ন্না

# ঈশিতার ঈদ পরিবার নিয়ে

**মনজুর কাদের**

ঈদের দিন খুব সকালে ঘুম ভাঙে অভিনয়শিল্পী ঈশিতার। পুরোটা দিন স্বামী-সন্তান, শ্বশুরবাড়ি আর মায়ের বাড়িতে ঘোরাঘুরি করে কাটিয়ে দেন। এদিন বাইরে কোথাও ঘুরতে যাওয়ার সময়ই হয় না তাঁর। অবশ্য বাসায় কেউ এলে শুধু তাঁদের সঙ্গে দেখা হয়। পরিবারের সবার সঙ্গে সময় কাটাতে ভালোবাসেন।

ছোটবেলার ঈদের কথা মনে করিয়ে দিতেই বললেন, 'আগে আব্বা-আম্মাই ঈদের কেনাকাটা করতেন। এখন নিজে করি। ঈদে আমার সব চিন্তাভাবনা থাকে সন্তানদের ঘিরে। আমার বড় সন্তানের বয়স সাড়ে ছয় বছর। তার আবার পছন্দ-অপছন্দ আছে। সে তার মতো করে জিনিসপত্র চায়। এমনকি শবে বরাতেও তার আবদার থাকে। খাবার নিয়ে রয়েছে তার নানা বায়না। আমার ঈদটা এখন সন্তান আর বাবা-মায়েদের জন্য।'

বিয়ের আগের ঈদগুলোর সঙ্গে তাই এখনকারটা মেলানো মুশকিল হয়ে যায় ঈশিতার। বিয়ের পর মা ও শাশুড়ির জন্য অপেক্ষা করেন। সারা বছরও দেখা হয় কিন্তু ঈদের সময়টা একেবারে অন্য রকম। ঈশিতা বলেন, 'আগে দেখতাম আম্মা খুব সকালে ঘুম থেকে উঠে সব তৈরি করে রাখছেন। কেন তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠছি না, এ নিয়ে রাগ করতেন। এখন আমি উঠে রাগ হয়ে যাই, অন্য সবাই কেন উঠছে না!'

চকলেটজাতীয় খাবারের প্রতি ঈশিতার ছেলের ঝোঁকটা বেশি। তাই খাবার তৈরির সময় এই বিষয়টি তাঁর মাথায় থাকে বেশি। ঈশিতা বললেন, 'আমার ছেলে চকলেট মুজ খেতে খুব পছন্দ করে। আর জেলো। জেলোর মধ্যে ছোট ছোট করে ফ্রুটস গামি বেয়ারস দিলে সে খুব খুশি। ঈদে সেসব তৈরি করি।'

ঈদের দিন সকালের নাশতাটা বেশ বড় আয়োজন করে ঈশিতার শ্বশুরবাড়িতে হয়। বললেন, 'বিয়ের পর থেকে এটাই রেওয়াজ। বেলা সাড়ে এগারোটা থেকে বারোটার মধ্যে আমরা শ্বশুরবাড়ি চলে যাই। খাওয়াদাওয়া হইহুল্লোড় শেষে আমাদের বিকেল হয়ে যায়। আমাদের প্রিয় কিছু আত্মীয়স্বজন আছেন। বিকেলে আমরা তাঁদের বাড়িতে বেড়াতে যাই। আর শ্বশুরবাড়ির সবাই মিলে রাতের খাবারটা আমার মায়ের বাসায় করেন। এটাই রুটিন।'

সারা দিন যে এত দৌড়াদৌড়ি, পোশাকের ক্ষেত্রে কোনো বিশেষ পছন্দ থাকে? 'আরামদায়ক যেকোনো পোশাক, যা আমাকে সুন্দর দেখাবে তাই পরতে পছন্দ করি। বাজারে নতুন ডিজাইনের কী এসেছে, এটা নিয়ে আমি খুব একটা মাথা ঘামাই না।' বললেন ঈশিতা।

নিজে রান্না করতে খুব ভালোবাসেন। রান্না করে খাওয়াতে আরও বেশি ভালোবাসেন। সময় পেলেই রান্না করেন তিনি। ঈদের দিন সকালে পরোটা, গরুর মাংস, বিরিয়ানি, মোরগ পোলাও এবং হাড়িয়া কাবাব তাঁর খুবই পছন্দের মেন্যু বলে জানালেন ঈশিতা।

ঈদের দিনের ভোরটা নিজের বাড়িতে স্বামী আর সন্তানকে নিয়ে কেটে যায় ঈশিতার। আর সারা দিনে দুই মায়ের বাড়ি। এভাবেই পার হয়ে যায় ঈদের দিন।

> আমার ছেলে চকলেট মুজ খেতে খুব পছন্দ করে। আর জেলো। জেলোর মধ্যে ছোট ছোট করে ফ্রুটস গামি বেয়ারস দিলে সে খুব খুশি। ঈদে সেসব তৈরি করি

রান্না করে খাওয়াতে ভালোবাসেন ঈশিতা। ছবি : খালেদ সরকার

## চকলেট মুজ

**উপকরণ**
৪টা ডিমের বড় কুসুম, ৪ টেবিল চামচ চিনি, ২ কাপ হেভি ক্রিম, ৪ আউন্স বিটার সুইট চকলেট।

**প্রণালি**
একটি মাঝারি প্যানে ডিমের কুসুম, ২ টেবিল চামচ চিনি ও গাঢ় ক্রিম রেখে মাঝারি আঁচে গরম করুন তিন থেকে চার মিনিট। এবার চুলা থেকে নামিয়ে নিন। গলে যাওয়া চকলেটে এবার ভ্যানিলা মিশিয়ে নাড়তে থাকুন। পুরো মিশ্রণটি আলাদা পাত্রে ছেঁকে ঠান্ডা করে নিন। এবার একটা মিক্সারে বাকি সোয়া এক কাপ হেভি ক্রিম, ২ টেবিল চামচ চিনি ভালো করে মিক্স করতে হবে শক্ত না হওয়া পর্যন্ত। তিন ভাগের এক ভাগ হুইপড ক্রিম কাস্টার্ডের সঙ্গে মিশিয়ে নিতে হবে। বাকি যে হেভি ক্রিমের মিশ্রণ আছে, তা এই মিশ্রণের সঙ্গে ভাঁজের মতো করে মিশিয়ে নিতে হবে। এরপর পরিবেশন ডিশে মিশ্রণটি ঢেলে নিতে হবে। ঠান্ডা করতে হবে ৩০ মিনিট। তিন দিন পর্যন্ত এটা রাখা যায়। পরিবেশনের আগে ডিশে সাজিয়ে নিন।

## শাহি টুকরা

**উপকরণ**
পাউরুটি ৬ স্লাইস, ঘি আধা কাপ, চিনি সোয়া এক কাপ, কনডেনসড মিল্ক আধা কাপ, গোলাপজল ১ টেবিল চামচ, পেস্তাকুচি ৪টি, বাদামকুচি ৪টি ও জাফরান বা লেমন কালার।

**প্রণালি**
পেস্তাবাদাম পানিতে ভিজিয়ে ঝুরি করে রাখতে হবে। আধা কাপ পানি দিয়ে চিনির শিরা করতে হবে। শিরা ছেঁকে গোলাপজল মেশাতে হবে। পাউরুটির স্লাইসগুলো সমানভাবে টুকরা করতে হবে। ঘিয়ে পাউরুটি মচমচে এবং লাল করে ভাজতে হবে। ভাজা শেষ হলে সঙ্গে সঙ্গে শিরায় ডোবাতে হবে। কয়েক সেকেন্ড পরেই শিরা থেকে তুলে পরিবেশন ডিশে সাজিয়ে রাখতে হবে। এরপর পাউরুটির ওপরে কনডেনসড মিল্ক সমান করে দিতে হবে। সামান্য রং বা জাফরানের ছিটা দিয়ে পেস্তাবাদাম ছিটিয়ে দিতে হবে।

ফ্যা শ ন

# রাজশাহী ছাড়া অন্য কোথাও ঈদ ভালো লাগে না

সাব্বির রহমানের কাছে ঈদ মানেই রাজশাহীর ঈদ। অন্য কোথাও ঈদ করার কথা ভাবতে পারেন না। খেলা থাকলে অবশ্য ভিন্ন কথা। মা-বাবা, ভাই, বন্ধুদের নিয়ে কাটে সাব্বিরের ঈদ। বাড়ির ছোট ছেলে সাব্বির। পরিবারের সবার জন্য ঈদের কেনাকাটা ঢাকায় করেন তিনি। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। কেনাকাটা সেরে গিয়েছেন রাজশাহী।

'প্রতিবার ঈদে নামাজ পড়ে ঘুরতে বের হই। এবারও তাই করব। সব সময় প্রিয় বাইকে চড়েই ঘোরাঘুরি করা হয়। গাড়ি চালানো শিখে গিয়েছি। সবাইকে নিয়ে গাড়িতে চড়ে ঘুরব।' বলেন বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের অলরাউন্ডার সাব্বির রহমান।

সাব্বিরের ঈদ আক্ষরিক অর্থেই তিন দিনের হয়। প্রথম দিন শুধু আত্মীয়স্বজন, বন্ধুদের সঙ্গে কাটাবেন। দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ ঈদের পরদিন বন্ধুদের সঙ্গে এলাকার কোনো বড় ভাইয়ের বাংলোবাড়ি বা আশপাশে কোথাও ঘুরতে যান। এই দিনটি শুধুই বন্ধুদের জন্য। ঈদের তৃতীয় দিন কাজিনরা সব চলে আসে তাঁদের বাড়িতে। পুরো বাড়িতে হইহুল্লোড়, আড্ডা লেগে থাকে।

এখনো নানির কাছে ঐতিহ্য অনুযায়ী দুই টাকা সালামি পান। মা-বাবা, বড় ভাই, ভাবির থেকে সালামির টাকা বেড়েছে। কিন্তু সাব্বিরও সালামি দেওয়া থেকে রেহাই পান না। দুই ভাতিজা, ছোট খালাতো-মামাতো ভাইবোনদের সালামি দিতে হয় তাঁকে।

আয়নার দিকে তাকিয়ে খোশমেজাজে তিনি মৃদু হাসেন। নিপুণ হাতে খেজাব মাখানোর ফলে তাঁর ধূসরিম চুলে এসেছে গাঢ় কৃষ্ণাভ আভা। ভাগলকান্দির সাবেক জমিদার মির্জা আসফ জাহান বেগ ইজিচেয়ারে আয়েশ করে বসলে তাঁর খাসবরদার আদমসুরত মৃদা পরিবেশন করে এক পেয়ালা চা। তিনি দ্বিতীয় বন্ধনীর মতো বাঁকানো মোচে তা দিয়ে তাকে ইশারায় কামরা ত্যাগ করতে বলেন। স্পষ্টত তিনি নিরলে চিন্তাভাবনার উদ্যোগ করছেন। এ সময় চাকর-নকরের উপস্থিতি নিতান্ত বেজরুরি। খাসকামরার পাথরের টেবিলে ফ্রেমে আটকানো তাঁর বেগমদের ছবি। পর্দাপুশিদা বহাল রাখার জন্য ফ্রেমগুলোর আয়নায় পরানো আছে মখমলের নেকাব। মির্জা আলগোছে তা সরান। জিন্দেগিতে তিনি শাদির মসনদ তকিয়াতে হেলান দিয়েছেন মাত্র তিনবার। তাঁর মনের মুরদ সম্পূর্ণ মেটেনি। পানপাত্রে তলানির মতো আরেক দফা বিবাহিত হওয়ার কিঞ্চিত এরাদা এখনো অবশিষ্ট আছে।

তাঁর প্রথম বেগম সুতরফের সৈয়দ বংশজাত। এ রমণী বিবাহের পর সুচিত্রা সেনের কায়দায় চুল বাঁধতেন। নীরব কিসিমের হলেও এঁনার ব্যক্তিত্ব প্রচুর। রেশমে আনারকলির কিসসা আঁকতে আঁকতে সংসারের তাবৎকিছু নিয়ন্ত্রণের ফন্দি আঁটেন হামেহাল। মারাতক মেজাজের মজুফ রিয়াফত ফকিরের তিনি মুরিদ। তাঁর জন্য জুম্মাবারের রাতে রান্না করেন মাগুর মাছের কোর্মা ও গব্যঘৃত দেওয়া অড়হরের ডাল। অবসরে এ বেগম তাঁর পোষা তিনটি কনি-বগুলাকে মখা মাছ খাওয়াতে পছন্দ করেন।

তাঁর দোসরা বেগম খাস কলকাত্তার মেয়ে। এঁনার পরিবার পার্টিশনের পর বিন্নাবাড়ির আট-আনি অংশের মালিক রায় বাহাদুরনিহার রঞ্জন সেনগুপ্তের সাথে সহায়-সম্পত্তি বিনিময় করে এপার বাংলায় হালফিল থিতু হয়েছেন। খানিক পৃথুলা গড়নের এ নারী বিশুদ্ধ বাংলায় কথা বলেন। সহসা তাঁর বাতচিত শুনতে পেলে মনে হয় এ আওরাত যেন মির্ণাভা থিয়েটারে নটি কুমুদিনীর সংলাপ আওড়াচ্ছেন। মাঝে মাঝে ইনি গুনগুনিয়ে গান গীতা দত্তের 'নিশিরাত বাঁকা চাঁদ...'। আর ডাগর চোখ তুলে খামোকা আসমানে তাকাতাকি করেন। কামকলায় অত্যন্ত পারদর্শী এ গুরু নিতম্বিনীর দেহমনে কখনো কখনো আছর হয় জিন্নে মোমিনের। তখন তিনি ভরদুপুরে জ্বালান বেশুমার মোমবাতি, থেকে থেকে তেলাওত করেন আয়তুল কুরছি; এবং পায়েস রান্না করে খেতে দেন জিন কওমের পরেজগার তবে অদৃশ্য এক মরদকে।

তাঁর তিসরা বেগমের বয়স অতি অল্প। খানদানি বংশের কন্যা নন তিনি। তবে এঁনার বাবা বিত্তশলী, পিত্তশূলের ওষুধ বানানোর কারখানা আছে। রায়টের পর ওপারে বেফানা হয়ে চলে যাওয়া হিন্দুদের সহায়-সম্পত্তি তিনি সস্তায় খরিদ করেছেন। ওপার থেকে তিনি চাপলিশে আমদানি করেন গোদরেজের তালা ও ইঁদুর ধরার কল। চাঁদপুরের ইলিশ বোঙ্গায় বর্ডারে চলান দেওয়ার তেজারতিও তাঁর চলছে রমরমিয়ে। তিসরা-কন্যা হিসেবে খুবই সুলক্ষণা। রাত জেগে শশধর দত্তের দস্যু মোহন পাঠ করা ছাড়া অন্য কোনো বদ অভ্যাস নেই। একহারা গড়নের এ শ্যামার কথা ভাবলে মির্জার শরীর লড়াইয়ের ময়দানে তিরন্দাজের মতো লক্ষভেদী হয়ে উঠতে চায়। কিন্তু কেন জানি কামিয়াবি হাসিল হয় না। মির্জা নানা প্রকারের তত্ত্বতালাবি করেন। খোদ কলকাত্তা বিশ্ববিদ্যালয়ে আংরেজি সাহিত্যে সবক নেওয়া লোক তিনি। মাঝ-রাইতে সুইনবর্নের কবিতার বাছা বাছা চরণ ঘুম পাওয়া যুবতীর কানের কাছ ফিসফিসিয়ে আবৃত্তি করে দেখেছেন। হামদর্দি দাওয়াখানার হেকিমের দেওয়া উদ্দীপক সালশা রুহ আফজা শরবতের সাথে মিশিয়েও খাইয়েছেন, ফায়দা কিছু হয়নি। এতে মির্জার দিলে পয়দা হয়েছে জবরদস্ত রকমের বিরহ। তাতে ফিদা হয়ে তিনি রচনা করেছেন বাংলা ভাষায় সাতটি পদ্য, আংরেজিতে তিনটি সনেট, এবং উর্দুতে দুটি রুবাই।

তিন বেগম তিন কিসিমের হলেও একটা ব্যাপারে এঁনাদের তুমুল সাযুজ্য আছে। কলহ-কোন্দল ও হরেক রকমের কাজিয়া-বিবাদে এঁরা সমান পারদর্শী। এবং মির্জাকে নাস্তানাবুদ করার বিষয়ে তাঁরা শুধু এককাট্টাই না, রীতিমতো ওয়াদাবদ্ধ-ও। তাই তিনি দিনের বেলা অন্দর মহল পরেজ করে চলেন, পারতপক্ষে ওদিকে পদার্পণ করেন না। বাইরের মহলের এ বাংলাঘরের খাসকামরার নিরাপত্তায় ইজিচেয়ারে বসে বসে দিনযাপন করেন। সময় কাটতে না চাইলে কখনো কখনো মারফি রেডিওতে সংবাদ শুনেন। আজও তিন বেগমের তেরো রকমের লীলালাস্যে তিনি বেহদ জেরবার হয়ে আছেন। তাই নভ টিপে রেডিও চালান। মাগরেবি পাকিস্তান থেকে ভাষ্যকার চুসতি মুজাহিদের জবানিতে তোড়জোড়ে এলান হচ্ছে বিরানব্বই ক ধারা জারি হওয়ার ফলে তেঁতুলিয়া থেকে খাইবার পাস অবধি সার্বিক পরিস্থিতি উন্নয়নের

# ভাগলকান্দির মির্জা বেগের বৃত্তান্ত

মঈনুস সুলতান



সংবাদ। করাচির তখ্‌ত এবার পুরাপুরি কব্জা করেছেন জেনারেল ইসকান্দার মির্জা। ভাগলকান্দির মির্জা বেগ মোম ঘঁষা মোচে মৃদু তা দিয়ে ভাবেন, এবার কমিন কমজাতরা বুঝতে পারবে তমুদ্দুন আর তরক্কী কী চিজ? যুক্তফ্রন্ট করে জমিদারি লাঠে উঠিয়ে, বনিয়াদি রইসদের বেইজ্জত বেহুরমত করে, দুনিয়ার যত কুলি-ঢুলি, কটাই-মজর ও কিরানদের খুব বাড় বেড়েছিল। এই বার বেল্লিকরা বুঝতে পারবে কত ধানে কত চাল।

মির্জা বেগ চা পান শেষ করে টেবিল থেকে তুলে নেন ফটোগ্রাফসের অ্যালবাম। তার পয়লা পৃষ্ঠায় আছে ভাগলকান্দির সাহেববাড়িতে খাজা নাজিমুদ্দিনের সফরের চিত্র। বড় আফসোস হয়, এ ধরনের দরাজদিল মানুষের ক্ষমতাচ্যুতির জন্য। খাজা সাহেব পূর্ব বাংলার উজিরে আলা হিসাবে গদিনশিন থাকলে কখনো জমিদারিপ্রথার উচ্ছেদ হতো না। আর জমিদারি বহাল থাকলে হালফিল যেসব কটাই-মজরদের বাড় বেড়েছে তাদের স্রেফ পয়জার মেরে শায়েস্তা করা যেত অনায়াসে। আনমনাভাবে মির্জা পৃষ্ঠা ওল্টাতেই চোখে পড়ে মোসাম্মৎ শবনম আরার ফটোগ্রাফে। তিসরা বেগমের ছোট বোন শবনম ভালোবাসে শাপলা-শালুক ও অথই জল। তো, মির্জা পানসিতে করে তাঁর বিনন্দের বিলে নৌবিহারের বন্দোবস্ত করেছিলেন। তিসরা বেগম সাথে থাকলেও বিলটিলে তাঁর আগ্রহ কম। তিনি নায়ের গলুইতে হেলান দিয়ে মশগুল হয়ে পাঠ করছিলেন *মোহন ও রমা* বইটি। একঝাঁক বালিহাঁস জল ছুঁয়ে উড়ে যাচ্ছিল। মির্জা খুব দাব রোয়াবের সাথে তাদের নিশানা করে ছুড়েছিলেন বন্দুকের ছিটা গুলি। তাতে হাঁসদের কোনো ক্ষয়ক্ষতি না হলেও পিলে চমকে গিয়েছিল শবনমের। মেয়েটি দ্রুত বন্দুকের শক সামলে নিয়ে মশকরা করে বলেছিল, 'দুলাভাই, আফনার বন্দুক মারা দেখিয়া পাখিনতে এখন আসা-আসি করের।' গোধূলির আলো এসে পড়েছিল শবনমের কচমা মুখে। কিশারীটি যে ইতিমধ্যে সুস্তনী হয়ে ওঠেছে, বিষয়টি মির্জা নজর করেন। সাথে সাথে তাঁর দিলে মেয়েটিকে চতুর্থ বেগমের মর্যাদা দানের হাউস জাগ্রত হয়।

আকাঙ্ক্ষা তুমুল হলেও তা বাস্তবায়ন সহজ হয় না। কারণ, তিসরা বেগম তাঁর বাপের বাড়ি থেকে নিয়মিত মাসোহারা পান। মির্জা তাঁর কাছ থেকে হামেশা হাওলাত নেন। মাঝে মাঝে হাতবাক্স থেকেও হাতান শ-দুই শ রুপিয়া। এবং এ পয়সা ব্যয় করেন ব্র্যান্ডি কিংবা জিন ও টনিক ক্রয়ে। তাই তিসরাকে চটানোর হিম্মত তাঁর হয় না বটে, তবে হৃদয়ে আফসোস বলকে ওঠে। নিশিরাইতে তিনি চাঁদের দিকে তাকিয়ে লক্ষ্ণৌয়ের খাস উর্দুতে মুসাবিদা করেন বিরহবিধূর একটি নাগমা। তাতে শবনমকে সম্বোধন করেন সুরভিত 'গুল' বলে। বালিকাটির সান্নিধ্যের জন্য চুলবুল করে উঠতে থাকে তাঁর তনুমন।

খাসবরদার আদমসুরত সাইনবোর্ড নিয়ে কামরায় ঢোকে। চোখে চশমা লাগিয়ে মির্জা দেখেন তাতে ট্রাকটারের ছবির পাশে লেখা, 'ভাগলকান্দি প্রাইভেট ফারম, গরু-বইশ চরানো নিষেধ। বাই অর্ডার-মির্জা আসফ জাহান বেগ, বি,এ (হন্স) এম,এ (ক্যালকাটা)'। ঘটনা হচ্ছে, সাহেববাড়ির জয়েলে আছে ছয় হাল বা বাহাত্তর কেদার জমিন। শোনা যাচ্ছে, এ মিরাশ ডিসির খতিয়ানে উঠে যাবে। এ প্রক্রিয়া ঠেকানোর একমাত্র উপায় হচ্ছে তাতে চাষাবাদ করে খাসজমি হিসেবে দেখানো। তো, মির্জা বেগের হালফিল ট্রাকটার দিয়ে চাষাবাদের খায়েশ হয়েছে। পয়লা বেগমের ইয়াকুত ও জমরুদ পাথর বসানো বেশ কয়েকখানা জড়োয়া জেওরাত বিক্রি করে কালুটি চা-বাগান থেকে নিলামে তিনি কিনেছেন একখানা সেকেন্ডহ্যান্ড ট্রাকটার। কলের লাঙলখানা রাখা আছে পিলখানায়। তাঁর লাক্কড় দাদার আমলে বানানো পিলখানায় যুক্তফ্রন্টের ইলেকশনের আগেও মজুত থাকত দুটি দাঁতাল। এ জোড়া হাতি তাঁর পরদাদার আমলের। তিনি ভালোবাসতেন হিন্দুস্তানি মার্গসংগীত। তাই হাতিদের একটির পরিচিত ছিল মুলতানি বলে, অন্যটির নাম ছিলো ভীমপলাশি। বড় বেগমের তরফে যমজ দুটি কন্যাসন্তানের বিবাহ এবং সরকারের সাথে মামলা-মোকদ্দমার খরচাদি গোনজায়েশের জন্য দাঁতাল দুটিকে বিক্রি করে দিতে হয়। বিক্রির বিষয়টি ভাবতে চান না মির্জা। হাতি দুটোর মৃত্যু হয়েছে-এটি কল্পনা করে মনকে প্রবোধ দেন হামেশা। এদের নিয়ে তিনি মুসাবিদা করেছেন জোড়া এলিজি। এবং তা পাঠ করে শুনিয়েছিলেন মেজো বেগমের কনিষ্ঠ ভ্রাতা খসরুকে। খসরু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, কেমেস্ট্রি নিয়ে পড়ছে। ছুটিতে সে ভাগলকান্দি এসেছে। উচ্চশিক্ষায় রত থাকলেও তার মনে নেই সহজাত হামদর্দি, কাব্যকলা শ্রবণে নেই তার কোনো সংবেদনশীলতা। জোড়া এলিজি শুনে ফিচেল হেসে শালা বলে কি না, 'দুলাভাই, হাতি নিয়ে তো কবিতা লিখলেন, এবার ছাতি লিখেন একটি সনেট। আপনাদের বাড়িতে খাজনা আদায়ের পুণ্যাতে যে ব্যাপক বিরাট ছাতা এস্তেমাল হতো, এটা নিয়ে তো লিখতে পারেন আস্ত একটি এপিক।'

শ্যালকের কথা ভাবতেই খসরু এসে ঢোকে খাসকামরায়। দুলাভাইয়ের সিগ্রেট কেইস থেকে একশলা ক্যাপস্টেন তুলে নিয়ে তাতে আগুন দিতে দিতে সে সাইনবোর্ডের দিকে তাকায়। তারপর মন্তব্য করে, 'দুলাভাই, ক্যালকাটার পাশে হাইফেন দিয়ে জুড়ে দেন পলাতক শব্দটা'। মির্জা এবার খেপে গিয়ে তাকে কষে দাবড়ে দেন। কামরা থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে খসরু গুনগুনিয়ে গায় গুলজারের রচিত একটি গীত, 'আব মুজে কই ইন্তেজার কাহা'। খসরু সারাক্ষণ যেভাবে গীতে মজে আছে তাতে মির্জা আন্দাজ করেন ছোকড়া হয়তো 'লভে' পড়ছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আমলে তিনি যখন ক্যালকাটা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্সের সমাপনী পরীক্ষা দিচ্ছিলেন, তখন নগরীতে উড়ে আসতে শুরু করে জাপানি জঙ্গিবিমান, সম্ভাবনা দেখা দেয় বোমা বর্ষণের। তিনি পরীক্ষা শেষ না করে স্রেফ জান রক্ষার্থে পালিয়ে এসেছিলেন—এটা সত্য, তা বলে সাইনবোর্ডে পলাতক লিখতে হবে। শালাটি তো বড়ো বেবাট, রীতিমতো বেখাটা, তার বেয়াদবির কোনো সীমা-সরহদ নেই। মির্জার মেজাজ এবার সত্যিই বিলা হয়ে ওঠে।

চাষাবাদের ব্যাপারটি মির্জার খানদানে পয়লা চালু হতে যাচ্ছে। ঘটনাটি ঐতিহাসিক; এবং তিনি ক্যামেরা দিয়ে এর ছবি তুলে রাখতে চান। তাই আজ সকালে আদমসুরতকে পাঠিয়ে এত্তেলা দিয়েছেন শিশির ভট্টাচার্যকে। শখের ফটোগ্রাফার শিশির ভট বাজারে বৃন্দাবন ফটো স্টুডিও খুলেছেন। ওখানে নন্দন কাননের সরোবরে ভেসে বেড়ানো মরাল ও মায়া হরিণের চিত্রিত সিন সিনারির সামনে টাই পরে অথবা আচকান গতরে দিয়ে ফটো তোলার বন্দোবস্ত আছে। শিশির বাবুর জ্যাঠামশাই ভাগলকান্দি এস্টেটের সদর নায়েব ছিলেন। রায়টে এই পরিবারের সবাই ত্রিপুরা রাজ্যের ধর্মনগরে চলে গেলে ভিটা আঁকড়ে এপারে থেকে যান কেবল শিশির ভট। পার্টিশনের আগে স্বদেশি আন্দোলনের সাথে তাঁর যৎসামান্য সংযুক্তি ছিল। তখন হুলিয়ায় ফেরার হলে মির্জা তাঁকে তাঁর মোটর কারের ড্রাইভার ভটর উল্লার বাড়িতে লুকিয়ে রাখেন মাস ছয়েক। একপর্যায়ে মির্জা সিআইডির দরোগাকে হাতঘড়ি উৎকোচ দিয়ে ওয়ান্টেড লিস্ট থেকে তাঁর নাম কাটান। কিন্তু নিম্নবর্গের ম্লেচ্ছোর সংসারে অন্ন গ্রহণ করার অপরাধে হিন্দু সমাজে অচ্যুত হন শিশির ভট। অতঃপর অত্যন্ত পবিত্র, তবে আদতে প্রাণীবর্জ, বর্ণে কালো ও থিকথিকে এক বস্তু কামানো চাঁদিতে মাখিয়ে জাতে ফেরেন তিনি। বক্স ক্যামেরায় ছবি তোলা ছাড়াও শিশির ভটের মোটর বাইক চালানোর শখ আছে। তাঁর বাহনটি হাটে-বাজারে বিচিত্র শব্দে দাবড়ে বেড়ায় বলে এ আত্রাফে তা 'ভট বাবুর ভটভটি' নামে পরিচিত।

আদমসুরত এসে জানায় যে, জমিনে পানি সেচা শুরু হয়েছে। ড্রাইভার ভটর উল্লা ঝাড়ন দিয়ে সাফসুরতা করছে ট্র্যাকটার খানা। পয়লা বেগমের খাস-বান্দি প্রকাণ্ড হান্ডিতে করে খেতি-জমিনে নিয়ে যাচ্ছে মইড়ছা গুড় দিয়ে রান্না করা বিরইন চাউলের ক্ষীর। মজুফ রিয়াফত ফকিরও এসে পড়েছেন। তাঁর লাঠির আগায় বাঁধা ভাঙা ছাতির কালো কাপড়। আঙিনায় দাঁড়িয়ে তা ঊর্ধ্বে তুলে 'লা ইলাহা ইল্লালাহ' বলে জবর হল্লাগুল্লা করছেন তিনি। ভটবাবুর ভটভটিরও শব্দ শোনা যাচ্ছে। মির্জা আলিগড়ি পায়জামা ও আদ্দির কোর্তা বদলিয়ে কোট-পাতলুন পরে মাথায় চড়িয়ে নেন শোলার হ্যাট। এ সময় ওড়নায় মুখ-মাথা ও বুক ঢেকে শবনম এসে ঢোকে তাঁর খাসকামরায়। সে ফিক করে হেসে বলে, 'দুলাভাইরে বন্দর বাজারো গোল ছাত্তির তলে উবাইল ট্রাফিক পুলিশোর লাখান লাগের'। মেয়েটির মৃদু মশকরায় মির্জার জান তর হয়ে যায়।

তখনই শিশির ভট এসে কামরায় ঢুকে তাঁর মস্ত বক্স-ক্যামেরাটি পাথরের টেবিলের ওপর রেখে বলেন 'আদাব আইগা'। মোটরবাইকে চড়ে এসেছেন বলে তাঁর কুঁচানো ধুতি ঊরুর কাছে ক্লিপ দিয়ে আঁটকানো। শবনমের দিকে চোখ পড়তে তিনি শরম পেয়ে ক্লিপ খুলতে যান। সে-ও ওড়না দিয়ে মুখ ঢেকে নিষ্ক্রান্ত হয় পেছনের দুয়ার দিয়ে। তখনই দুঃসংবাদটি শোনা যায়! ভটর উল্লা ড্রাইভার মুখ কাঁচুমাচু করে এসে জানায়, 'ট্রাকটার কিছুতেই স্টার্ট করা যাচ্ছে না, ইঞ্জিন পুরা ডাউন হুজুর'। মির্জার মেজাজ খিঁচড়ে যায়। ইচ্ছা হয় ভটর উল্লা হারামজাদার ভিটায় পুকুর খুঁড়ে ঠান্ডা পানি পান করার। কিন্তু সে জামানা গুজরে গেছে। তাই নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে ভটরকে বেরিয়ে যেতে ইশারা করেন তিনি।

শিশির ভটকে নিয়ে মির্জা তব্দিল হয়ে বসে ছিলেন। খসরু এসে তাঁর কেইস থেকে সিগ্রেট তুলে নিতে নিতে মশকরা করে, 'দুলাভাই, ট্রাকটারের তো অপমৃত্যু হলো, এটা নিয়ে লিখবেন না এলিজি?' নিজেকে সামলাতে পারেন না তিনি, চিৎকার করে বলেন, 'খামোস বেয়াদব'। খসরু বেরিয়ে যেতেই শিশির তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, 'আপনার ক্রোধ সঞ্চার হয়েছে আইগা। এ সময় সোম রস সেবন করা শাস্ত্রে বিধেয় আছে'। মির্জা তাঁর মন্তব্যের কোনো জবাব না দিয়ে আলমিরা থেকে ব্র্যান্ডির বোতল বের করে পেয়ালায় ঢালেন। শিশির ভট সুরা পান পছন্দ করলেও গন্ধ সহ্য করতে পারেন না, তাই তিনি ধুতির খুঁট নাকে চেপে চুমুক দিয়ে বলেন, 'চাষবাসে আইগা রাশিচক্রের অবস্থান মেনে কাজে হাত দিতে হয়। দোষ ট্রাকটারের ইঞ্জিনের না। সকালে আমি পাঞ্জিতে দেখেছি শনি মহারাজ আজ অবস্থান করছেন কর্কট রাশিতে। বড় শক্ত দেবতা তিনি। চিন্তা করবেন না আইগা, আমি জ্যোতিষ শাস্ত্র জানা ব্রাহ্মণ জোগাড় করে দিতেছি। উনি গুনেবেছে দিনক্ষণ-লগ্ন ঠিক করে দেবেন, তখন চাষবাসে বউনি করলে ট্রাকটার ঠিকই ঠেকঠেকিয়ে চলবে।'

শিশির ভটের কথায় বিশেষ একটা আগ্রহ দেখান না মির্জা। তিনি নীরবে ব্র্যান্ডি পান করেন। তাঁর চোখে ভেসে ওঠে শবনমের ওড়না জড়ানো কচমা মুখ। তাকে কখন কে সাহেববাড়িতে নাইওর আনালো, তিনি তো কিছু জানেন না; তবে মেয়েটির আগমনে যে তাঁর মন প্রফুল্ল হয়েছে, বিষয়টি বুঝতে পারেন। মনে একটু বেপরোয়া ভাব আসে। ভাবেন, গোল্লায় যাক ট্রাকটার, প্রজাস্বত্ব আইনে মহাল-কে-মহাল হাতছাড়া হয়ে গেছে। এ বাহাত্তর কেদার জমিন খাসে রেখে আর কী ঘোড়ার ডিম হবে? মন থেকে তিনি ট্রাকটারের প্রসঙ্গ সরিয়ে শবনমের কথা ভাবেন। নিজেকে কেমন যেন দিওয়ানা দিওয়ানা লাগে। তখনই অনুভব করেন, সান্নিপাতিক জ্বরের মতো তাঁর দিলে পয়দা হচ্ছে পদ্য লেখার অনির্বচনীয় জোশ। শিশির ভটকে তিনি জ্যোতিষ জানা ব্রাহ্মণের তালাশে যেতে হুকুম করেন। উনি বেরিয়ে যেতেই মির্জা হেন্ডোল পেন দিয়ে খসখসিয়ে আংরেজিতে লিখেন একটি লভ-পোয়েম। নিজের লেখা পদ্যটি বারংবার পড়তে গিয়ে তাঁর আতান্তর হয়, বালিকাটি মাত্র অষ্টম মানে ওঠেছে, সে কি অনুধাবন করতে পারবে এর ছন্দ-প্রতীকে তিনি পুরে দিয়েছেন কী মর্মযাতনা। মির্জার বড় বেচইন লাগে, তাই তিনি আরেকটু নিট ব্র্যান্ডি পান করেন।

# মেয়ের আয়নায় মা একান্ত সুচিত্রা

সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়

**সুচিত্রা সেন নামটিই যেন অনন্ত রহস্যের উৎস। জনপ্রিয়তার প্রবল জোয়ারের কালে স্বেচ্ছায় টেনে দিয়েছিলেন চির অন্তরাল। নিজের একান্ত জীবনে কেমন ছিলেন সুচিত্রা? এত দিন পর সুচিত্রা-তনয়া মুনমুন সেন উন্মোচন করলেন সেই একান্ত জীবনের গল্প। মেয়ের মুখে এই প্রথম মায়ের অন্তরঙ্গ কাহিনি। মুনমুনের সঙ্গে দীর্ঘ আলাপনের ভিত্তিতে লিখেছেন সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়**

খানিক আড্ডার পরেই মুনমুন সেন বললেন, 'মাকে নিয়ে এত কথা তোমাকে কেন বলছি, সৌম্য, সেটাই বুঝতে পারছি না! আমার তো কিছুই না-বলার কথা!'

মানে? কেন না-বলার কথা? আমার চোখে-মুখে বিস্ময়! আমি কী অপরাধ করেছি, মুনমুন?

আমার মুখ-চোখের অবস্থা দেখে মুনমুন হেসে ফেললেন। সেই হাসি ও হাসিমাখা মুখ, যা দেখে একজন লিখেছিলেন, একা চাঁদে রক্ষে নেই, ইনি তো ডবল চাঁদের শোভা! মুনমুন হাসেন ঠোঁট দিয়ে, দাঁত দিয়ে, চোখ দিয়ে, ভুরু দিয়ে। হাসতে হাসতে বললেন, 'না না, তোমার কোনো অপরাধ নেই। আমি নিজেই নিজের কাছে করা প্রতিজ্ঞা ভেঙে ফেলছি। মায়ের মৃত্যুর পর ঠিক করেছিলাম, মাকে নিয়ে একটা বই লিখব। এসব কথা ও কাহিনি, যা তোমাকে বলছি এবং যেগুলো একেবারেই বলব না, এত দিন ধরে মায়ের নামে যা কিছু সত্যি-মিথ্যে, ঠিক-ভুল লেখা হয়েছে, সেসব আমার বইয়ে লেখা থাকবে। দিন কয়েক পরে ভাবলাম, নাহ, বই না লিখে মায়ের ছবিগুলো দিয়ে বরং একটা কফিটেবিল বই বের করব। তাতে অনেক ছবি থাকবে। না-ছাপানো ছবি। ছবির নিচে নিচে কিছু লেখা। তাতে সেই সময়, সেই সময়কার সমাজ, মানুষজন, মায়ের মুড, স্টাইল স্টেটমেন্ট, বহু অজানা তথ্য ধরা পড়বে। তো ঠিক করেছিলাম, মাকে নিয়ে কারও কাছেই কিছু বলব না। কিন্তু তুমি...। এমন করে ধরলে, না বলি কী করে বলো তো?'

সুচিত্রা সেনের মেয়ে মুনমুন ভাবনায় ডুব দিলেন।

জীবনে যা যা তিনি করতে পারেননি, অথবা করা হয়ে ওঠেনি, মুনমুন যাতে সেসব করে, সে জন্য সুচিত্রা সেনের চেষ্টার অন্ত ছিল না। 'সেই কোন ছেলেবেলায় পিয়ানো বাজানোর শখ হয়েছিল। স্কুলে। তাই শুনে মা পিয়ানো শেখানোর মাস্টারমশাই এনে দিলেন। গাড়ি ড্রাইভ করব, মা গাড়ি চালানো শিখিয়ে দিলেন। আঁকতে খুব ভালোবাসতাম। মা কাকে রাজি করালেন জানো? পরিতোষ সেন! ভাবো একবার। ভরতনাট্যম শিখব, পূর্ণিমাদিকে জোগাড় করে দিলেন। আমার কোনো শখ-আহ্লাদ মা কখনো অপূর্ণ রাখেননি। যা কিছু তাঁর জীবনে হয়নি, যা করতে পারেননি, আমাকে সেসব করতে দিয়েছেন। যা কিছু দরকার সব সময় সবকিছু হাতের কাছে এনে দিয়েছেন। কোনো দিন কোনো কিছুরই খামতি রাখেননি। শি ওয়াজ সাচ আ ডিভোটেড মাদার।'

মুনমুন কথা বলছেন। মায়ের কথা, 'শোনো, মায়ের ধারেকাছে নই আমি। মাকে তো দেখেছি! কী ব্যক্তিত্ব! একজনকেও দেখিনি যিনি মায়ের ব্যক্তিত্বের কাছে কুঁকড়ে যেতেন না। ফিল্মের জগতে উনিই প্রথম, উনিই শেষ কথা। যা করেছেন, নিজের শর্তে, নিজের ইচ্ছায়। কোনো কিছুতে মন সায় দিচ্ছে না, করতে ইচ্ছে করছে না, ডিরেক্টর বা প্রডিউসার একবার অনুরোধ করেছেন, মা মাথা নেড়েছেন, ব্যস। দ্বিতীয়বার ওই অনুরোধ করার সাহস কারও ছিল না। কি টালিগঞ্জ, কি বম্বে-কোথাও না।'

তার মানে কাজ ও ব্যক্তিজীবনে একটা দূরত্ব বজায় রাখতেন?

'মনে হয়। বাড়ি থেকে স্টুডিও, স্টুডিও থেকে বাড়ি। এই-ই ছিল তাঁর জীবন। পার্টিতে যেতেন সামান্যই। গেলেও অল্প কিছু সময় কাটিয়ে বাড়ি চলে আসতেন। সেই অর্থে সোশ্যালাইজ করতেন না। অল্প কয়েকজন ছিলেন, যাঁদের সঙ্গে মা খোলামেলা কথাবার্তা বলতেন। তাঁরা কারা, জিজ্ঞেস কোরো না। আমি তাঁদের পরিচয়ও দেব না।'

খুব ভয় পেতে বুঝি মাকে?

'উরিব্বাবা। ভয় মানে? ভীষণ ভয় পেতাম। শি ওয়াজ ভেরি স্ট্রিক্ট। একা কখনো কোথাও বেরোতে দিতেন না। সঙ্গে লোক থাকত। কোথায় যাচ্ছ, কার সঙ্গে যাচ্ছ, কখন ফিরবে-হাজারটা প্রশ্ন। শেষ পর্যন্ত যাওয়ার পারমিশন হয়তো পেলাম, কিন্তু শুনতে হতো, যাচ্ছ যাও, তবে সন্ধের আগে ঠিক ফিরে আসবে। এভাবে বেরোনো যায়? ধরো, কোনো পার্টিতে যাব ঠিক করেছি। মা বলবেন, রাত করবে না। সন্ধের পরই বাড়ি ঢোকা চাই। আমি বলতাম, মা, পার্টি শুরুই তো হবে রাত নটায়! শুনে মা কী বলতেন, জানো? বলতেন, তাহলে তোমার যাওয়ারই দরকার নেই।'

ও বাব্বা। পুরো লেডি হিটলার?

'প্রায় সে রকমই। অদ্ভুত মানুষ ছিলেন মা। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারেও খুব স্ট্রিক্ট। মাছ খেতেই হবে। রোজ ব্রেকফাস্টে ডিম খেতে হবে। আবার পোশাক-আশাকের দিকে একেবারে আধুনিক। সাঁতার কাটতে গেলে সুইমিং কস্টিউম মাস্ট। গরমে ছোট প্যান্ট ও টপ, মানে সানস্যুট পরাতেন। বলতেন, আমি এসব পরতে পারিনি। লাজুক ছিলাম। তুমি পরো।'

বুঝলাম। তোমার মা ছিলেন স্ট্রিক্ট বাট লিবারেল।

'ঠিক বলেছ। শি ওয়াজ নট ন্যারো মাইন্ডেড। ভেরি লিবারেল, বাট ভেরি স্ট্রিক্ট। ভেরি জেন্টল উইথ এভরিওয়ান। কাউকে অসম্মান করতেন না। আর, সংসারটা ছিল তাঁর নয়নের মণি। বুক দিয়ে আগলে রাখতেন সংসারকে। মনটাও ছিল নরম। স্টুডিওতে কোনো স্পটবয় বা ক্যামেরাম্যান বা মেকআপ আর্টিস্টের হয়তো টাকার দরকার, মেয়ের বিয়ে কি বউয়ের চিকিৎসা কি ছেলের স্কুলের ফি, মা দিয়ে দিতেন। আমাকে বলতেন, হাত কখনো গুটিয়ে রেখো না। হাত সব সময় উপুড় করে রাখবে। আপদে-বিপদে মানুষকে সাহায্য করবে। দেখবে অভাবী বা গরিব মানুষকে দেওয়ার মধ্যে কী আনন্দ, কী শান্তি। দিলে-থুলে শান্তিতে থাকবে।'

সুখ, স্বস্তি ও শান্তিতেই আছেন মুনমুন সেন। অথচ স্ট্রিক্ট সুচিত্রা সেন চাননি তাঁর মেয়ে তাঁরই দেখানো রাস্তায় গটগট করে হেঁটে ফিল্মপাড়ায় চলে আসুক।

সিনেমার প্রতি মুনমুনের আগ্রহ মা সুচিত্রাকে দেখেই। অভিনয় হোক, কিংবা শিষ্টাচার, সবকিছু মাকে দেখেই শেখা। কিন্তু সুচিত্রা সেন কখনো চাননি মুনমুন তাঁরই মতো অভিনয়জগতে আসুক। সুচিত্রা এমনকি এ-ও চাননি যে মুনমুন রাজনীতিতে আসুক। অথচ জীবনের বাঁকগুলো এমনই হয়ে গেল যে আমরা মুনমুনকে অভিনয় ও রাজনীতি দুই জগতেই দেখতে পেলাম!

> মায়ের মৃত্যুর পর ঠিক করেছিলাম, মাকে নিয়ে একটা বই লিখব। এসব কথা ও কাহিনি, যা তোমাকে বলছি এবং যেগুলো একেবারেই বলব না, এত দিন ধরে মায়ের নামে যা কিছু সত্যি-মিথ্যে, ঠিক-ভুল লেখা হয়েছে, সেসব আমার বইয়ে লেখা থাকবে। দিন কয়েক পরে ভাবলাম, নাহ, বই না লিখে মায়ের ছবিগুলো দিয়ে বরং একটা কফিটেবিল বই বের করব। তাতে অনেক ছবি থাকবে। না-ছাপানো ছবি



উনি কেন চাননি তুমি সিনেমায় নামো? লোকে অহরহ মায়ের সঙ্গে মেয়ের তুলনা করবে বলে? সেটা তাঁর অপছন্দ বলে?

মুনমুন একটু ভেবে বললেন, 'সেটা বলতে পারব না। কিন্তু কখনো মা আমাকে অভিনয়ে উৎসাহ দেননি। আমি উৎসাহ দেখালে উনি পছন্দ করতেন না। মা আমাকে সব সময় ঘরের বউ হিসেবে দেখতে চাইতেন। বিয়ে করব, সংসার করব, একটা-দুটো ছেলেমেয়ে হবে, তাদের মানুষ করব-এই ছিল মার স্বপ্ন। ঘরনি হব, ঘরনি। আর কিচ্ছুটি না। এমনকি আমি অন্য কোনো ধরনের কাজ করি, মায়ের সেটাও পছন্দ ছিল না।'

মায়ের দিক থেকে অনুশাসনের কঠোর বেড়ি সেই শৈশব-কৈশোরে অপছন্দের ছিল। কিন্তু ওইটুকু বাদ দিলে মুনমুন চিরকালের মা-অন্তঃপ্রাণ। মজার ব্যাপার, মা তাঁকে যেসব বিষয়ে না না করতেন, নিজের মেয়েদের ক্ষেত্রেও মুনমুন সেই ধরনের অনুশাসন আনার চেষ্টা করতেন। কিন্তু পারতেন না।

'আমার মা করতেন কি জানো? নাতনিদের উসকে দিতেন। আমায় যা করতে দেননি, নাতনিদের বেলায় তা উল্টো হয়ে যেত। ওদের বলতেন, এটা করো ওটা করো। তাতে মেয়ে দুটো আরও আশকারা পেয়ে যেত। সাপের পাঁচ পা দেখত। দাদু-দিদিমারা এমনই হন হয়তো। নাতি-নাতনিদের অনেক লাইসেন্স দিয়ে থাকেন।'

তুমি কিছু বলতে না?

'আলবত বলতাম। কতবার মাকে বলেছি, আমাকে যা করতে দাওনি, নাতনিদের এখন তা করতে দিচ্ছ যে? শুনে মা শুধু হাসতেন। শব্দহীন হাসি। ওই হাসি আর প্রশ্রয়ের মধ্যে একচুলও ফারাক নেই। পুরোপুরি সমার্থক।'

কলকাতায় যে বাড়িতে মায়ের সঙ্গে সপরিবার মুনমুন থাকতেন এবং মায়ের মৃত্যুর পর এখনো থাকেন, সেই বাড়িতে সুচিত্রার অংশটুকু ছোট। জীবিত থাকতে সেই অংশের বসার ঘরে নিজের ছবি টাঙাতে দেননি সুচিত্রা। মুনমুন বহুবার মাকে বলেছেন। উত্তরে সুচিত্রা বলতেন, আমি মরে গেলে যা খুশি কোরো। ১৯৭৮ সালে তাঁর শেষ ছবি *প্রণয় পাশা* মুক্তি পায়। সেই ছবিতে নিজেকে দেখে তাঁর সিদ্ধান্ত, অনেক হয়েছে, আর নয়। তারপর থেকেই একটু একটু করে আড়াল। তবে আড়ালের অর্থ যে পুরোপুরি অন্তঃপুরবাসিনী, তা নয়। পরিচিতরা চিত্রনাট্য শুনিয়েছেন। তিনিও শুনেছেন। কিন্তু গা করেননি। বয়সের সঙ্গে মানানসই হবে এমন কোনো চরিত্র মনে ধরেনি। ১৯৮০-এর দশকেও মাঝেমধ্যে বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন। কলকাতার এসি মার্কেটে গেছেন রিয়া-রাইমাকে নিয়ে কেনাকাটা করতে। এমনকি, ১৯৯০-এর দশকেও কালেভদ্রে দু-একবার। বেলুড় মঠে। ভরত মহারাজকে দেখতে। তবে জীবনের শেষ ২৪ বছর একেবারেই স্বেচ্ছায় ঘরবন্দী। এতটাই যে দিনমানে বাড়ির ছাদেও উঠতেন না। তাঁকে দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার দেওয়ার কথা হয়েছিল। পুরস্কার গ্রহণের জন্য সুচিত্রাকে প্রকাশ্যে আসতে হতো। উনি না করে দিয়েছিলেন। প্রকাশ্যে আসবেন না তো না-ই। এমনই গোঁ! তবে হ্যাঁ, ভোটার আইডি কার্ডে ছবি তোলার জন্য এক দিন বেরিয়েছিলেন। পাবলিকের চোখে ধরাও পড়ে গিয়েছিলেন।

এই মানসিকতার ব্যাখ্যা অনেকেই অনেক রকমভাবে করেছেন। নার্সিসিজমের এ এক অন্য ধরনের প্রকাশ বলেও মনস্তত্ত্ববিদদের কারও কারও মনে হয়েছে। মুনমুন কিংবা তাঁর পরিবারের অন্য কেউও কখনো এই নিয়ে আলোচনায় আগ্রহী হননি। মায়ের জীবন, তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও অনিচ্ছাকে সব সময় গুরুত্ব দিয়ে এসেছেন। মুনমুনের কথায়, 'মা তো কাউকে পথে বসিয়ে, কারও প্রতি অন্যায় করে এই সিদ্ধান্ত নেননি? এ তাঁর একান্তই নিজস্ব সিদ্ধান্ত। জীবন নিজের শর্তে কাটানোর অধিকার তাঁর ছিল। সেই অধিকার মৃত্যুর পরেও আমি হরণ হতে দিইনি। এটা আমার গর্ব।'

সকাল থেকে দুপুর থেকে রাত থেকে আবার সকাল-সুচিত্রার শেষ জীবনের ১২ মাস ৩৬৫ দিনের এই রোজনামচায় বৈচিত্র্য কিছুই প্রায় ছিল না। গৃহবন্দী সুচিত্রা পুজো করতেন নিয়মিত। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে সারাটা দিনই তাঁর ঠাকুরঘরে কাটত। নিয়মিত খবরের কাগজ পড়তেন তিনি। দেশ-বিদেশের কোথায় কী ঘটছে, তার খবরাখবর রাখতেন। টিভি দেখতেন। তবে শুধুই নিউজ। সিরিয়াল-টিরিয়াল পারতপক্ষে দেখতেন না। নিজের সিনেমাও নয়। অবশ্য গান শুনতেন। শ্রীকান্ত আচার্যের গান, গলা ও গায়কি পছন্দ করতেন। স্বেচ্ছানির্বাসনের অনেক আগে ইডেন গার্ডেনসে ক্রিকেট দেখতে গেছেন। মধুলাল জয়সীমা, টাইগার পতৌদিদের চিনতেন। ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় ওঁদের সই করা একটা ব্যাটও কিনেছিলেন। টেক স্যাভি বলতে যা বোঝায়, তা তিনি কোনো দিনই ছিলেন না। বুড়ো বয়সে শাম্মি কাপুর প্রযুক্তিকে আঁকড়ে ধরেছিলেন। অমিতাভ বচ্চন এই বয়সেও প্রযুক্তি ছাড়া এক পা-ও চলেন না। শুটিংয়ের জন্য যেখানেই তিনি যান, প্রথম শর্তই হলো হাই স্পিড ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি যেন হোটেল এবং ভ্যানিটিতে থাকে। সুচিত্রা সেন এই হাতছানিকেও উপেক্ষা করেছেন। বাকি দুনিয়া তাঁকে নিয়ে কী ভাবে, কে কী বলে, তাতে তাঁর এই ২৪ বছরে কিচ্ছুটি যায় আসেনি।

এটাই সত্য। তবে সামান্য একটা ফুটনোটও এখানে দেওয়া উচিত। জীবনের উপান্তে এসে একটা মোবাইল ফোন সুচিত্রা সেন নিয়েছিলেন। প্রধানত নাতনিদের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য।

দিল্লিতে সাউথ অ্যাভিনিউয়ের দোতলার ফ্ল্যাটের ড্রয়িংরুমে যেখানে বসে মুনমুন অনর্গল মাকে নিয়ে কথা বলছিলেন, তাঁর ডান দিকের দেয়ালেই বাঙালির সেই পরিচিত হাসিমুখ। সামান্য তেরছা করে মাথা হেলিয়ে সুচিত্রা সেন হাসছেন। সুচিত্রা সেনের এই ভুবন ভোলানো হাসি কত জনকেই না মোহিত করেছে!

# কবি

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম



অলংকরণ : মাসুক হেলাল

মাঝবয়সে এসে কবি আরশাদুল আলম দেখলেন, সারা জীবন ধরে কবিতা লিখে গেলেও তাঁর কোনো কবিখ্যাতি হয়নি। তাঁর দু-একজন বন্ধু ছাড়া কেউ তাঁকে কবি হিসেবে চেনেও না। কোনো সাহিত্যপত্রিকা তাঁর কবিতা ছাপতে চায় না, ছাপালেও উনিশ-কুড়ি বয়সী কবিদের পেছনে। কোনো প্রকাশক তাঁকে আমলে আনে না। অথচ তাঁর থেকে অনেক নিম্ন-মেধার কবির বই ঘটা করে বের হয়, সুশীলসমাজের কুশীলবদের হাতে মোড়ক উন্মোচন হয়। সেই ছবি কাগজে ছাপা হয়।

আলমের সবচেয়ে বড় দুঃখ, একটা মাত্র বই তাঁর ছাপা হতে যাচ্ছিল। সে জন্য তিন মাসের বেতনের টাকা প্রকাশকের হাতে গুঁজে দিতে হয়েছিল। কিন্তু যেদিন বইয়ের প্রথম কপিটি তাঁর হাতে তুলে দেওয়ার কথা এবং সেই কপি নিয়ে তাঁর সোজা কোনো বড় সুশীলের বাসায় গিয়ে মোড়ক খোলার দিন-তারিখ ঠিক করার কথা, প্রকাশক এসে জানালেন, ছাপাখানায় আগুন লেগে দুই হাজার কপির সব পুড়ে গেছে। প্রকাশক প্রমাণ হিসেবে একটা ঘটিতে কিছু স্যাম্পল ছাই নিয়ে এসেছেন, এবং বলেছেন, এই ছাই পুণ্য ছাই, এর প্রতিটি অণুতে আছে শ্রেষ্ঠ কবিতা। পুণ্য ঘটিটা যত্ন করে রাখবেন।

বিয়ের পর চোখে পানি নিয়ে তিনি স্ত্রীকে কথাটা বলেছিলেন। সব শুনে স্ত্রী জিজ্ঞেস করেছিলেন, কত টাকা দিয়েছিলে?

তিরিশ হাজার।

হুম, স্ত্রী বলেছিলেন, লোকটার ছাপাখানা ছিল না, ছিল চাপাখানা। চাপাবাজি করে তোমার টাকাটা মেরে দিল।

হৃদয়ে এমন আঘাত পেয়েছিলেন কবি আরশাদুল আলম, যে প্রকাশকদের সঙ্গে কথা বলাই বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

এরপর স্ত্রী দায়িত্ব নিয়েছিলেন তাঁর কবি স্বামীর খ্যাতি নিশ্চিত করার। তিনি দেখেছেন, খ্যাতির সঙ্গে খাতির আসে। আর খ্যাতি আসে প্রচারে, প্রসারে। সেই অনুসারে তিনি এগোবেন।

কবির স্ত্রী তৃণা আলম পেশায় এক বড় হাসপাতালের রোগী-সেবা বিভাগের উপপরিচালক। সেই সুবাদে নামীদামি রোগীদের সঙ্গে তাঁর পরিচয়। সেসব রোগীর সেবা দেওয়ার পাশাপাশি তিনি সংস্কৃতির সেবাও করেন, ফলে সংস্কৃতির কৃতী পুরুষদের অনেককে তিনি চেনেন। এক প্রকাশক-রোগী পেয়ে তিনি স্বামীর কথা পেড়েছিলেন।

প্রকাশক জিজ্ঞেস করেছিলেন, কবিতা সঙ্গে আছে? তিনি বলেছিলেন, না এখনো ওর কলমে আছে।

প্রকাশক আর কথা বাড়াননি। কবিতার জন্য হাতও বাড়াননি। অল্প দিনে ভালো হয়ে চলে গেলে তাঁর সঙ্গে তৃণার পরিচয়ের ইতি ঘটল।

আরশাদুল আলম চাকরি করেন এক ওষুধ কোম্পানিতে, কিন্তু চাকরিতে তাঁর কোনো মন নেই। তারপরও চাকরিটা যে আছে, এর কারণ কোম্পানি-মালিকের করিতকর্মা কর্মকর্তার প্রয়োজন নেই। ওষুধের আড়ালে তার অন্য ব্যবসা, সেই ব্যবসায় যে লাভ, তার এক ভাগও ওষুধ ব্যবসায় নেই। সেই ব্যবসা যারা চালায়, তাদের দেখা যায় না। আলমের মতো অফিসের সাত-আট কর্তাকে রাখা হয়েছে ওদের আড়ালে রাখার জন্য। তাকে মালিকের পছন্দ, তিনি কোনো প্রশ্ন করেন না। কিছু জানতেও চান না। দিনে কিছু ডামি ফাইলে স্বাক্ষর করেন, দু-এক দিনে একবার ডামি মিটিংয়ে বসেন। বাকি সময় হয় দামি কবিতা লেখেন অথবা কবিতার কথা ভেবে ভেবে কাটান। মালিক খুশি হয়ে তাঁকে বোনাসও দেয়, যেহেতু আলমকে দেখলে পুলিশের সবচেয়ে চৌকস গোয়েন্দাও ভাববেন, যে কোম্পানিতে এ রকম নিরীহ আর ভালো মানুষ আছে, সেখানে দু-নম্বরি কিছু হতেই পারে না।

ওই চাকরিতে আসার আগে কিছুদিন তিনি এক সংবাদপত্রের সাহিত্য-সংস্কৃতি বিভাগে ছিলেন। সংবাদপত্রের সাহিত্য পাতায় তাঁর নামের কাছাকাছি নামের এক চিরপ্রেমিক-রাজনীতিক-সাবেক কবির সম্প্রতি উৎপাদিত এক পদ্য খ্যাতিমান কবিদেরও ওপরে ছাপা হতে যাচ্ছে দেখে তিনি শেষ মুহূর্তে সাহিত্য সম্পাদককে না জানিয়ে উনিশ-বিশ বয়সীদের কবিতার নিচে তা নামিয়ে এনেছিলেন। সম্পাদক তাঁকে ডেকে বলেছিলেন, আপনাকে যে পুলিশে দিইনি, সেটা আপনার ভাগ্য।

তিনি বলেছিলেন, আর আমার ভাগ্য যে আপনার সাহিত্য যা-তায় আমার কোনো কবিতা ছাপার অনুরোধ আসেনি।

তিনি অবশ্য এ কথা বলেননি, দুবার সাহিত্য সম্পাদককে তিনি তাঁর কবিতা ছাপতে দিয়েছিলেন। দুবারই তাঁকে শুনতে হয়েছে, আরও কিছুদিন লেখেন। তারপর।

কিন্তু আর কত দিন!

একটাই মেয়ে আলম দম্পতির, নাম প্রিমা। ওর বয়স যখন আট, সে স্কুল থেকে বাসায় এসে বলেছিল, স্কুলের এক বন্ধুর মা তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন তার বাবা কী করেন, সে বলেছে-কবি। শুনে তিনি বলেছেন, বুঝলাম, কিন্তু কী করেন? প্রিমা রেগে বাবাকে বলেছে, আসলেই তুমি কী কর বাবা? কেন বল, কেউ জিজ্ঞেস করলে বলবে, কবি? কবিরা কি কিছু করে?

এক রাতে প্রিমার পীড়াপীড়িতে চায়নিজ খেতে গিয়েছিল আলম পরিবার। খাবারের পর দেওয়া ফর্চুন কুকি প্রিমার বিশেষ পছন্দ। কুকিগুলো সে-ই খুলে পড়ে। বাবার পাতের কুকি ভেঙে সে কাগজটা ধরে পড়ল, শোনো বাবা, কী বলেছে, 'ফেইম নকিং অ্যাট ইওর ডোর।'

সুখ্যাতি তোমার দরজায় কড়া নাড়ছে, তৃণা অনুবাদ করলেন। কবি আরশাদুল আলমের পুলকিত হওয়ার কথা, কিন্তু তিনি গলায় বিষাদ ঢেলে বললেন, দেখলে, খাবারের ব্যবসায়ীরাও আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করে।

তৃণা আহত হলেন, বাহ্, তোমাকে নিয়ে আর কে ঠাট্টা করল?

কেন, প্রিমার সেই বন্ধুর মা, মিসেস রাব্বানী বখত, না কী জানি নাম?

সেই কবেকার ঘটনা, কবির এখনো মনে আছে।

তৃণা বুঝলেন, স্বামী একটা অস্তিত্বসংকটে পড়েছেন। এর একটা সমাধান চায়-ই চায়। তিনি তাঁর হাসপাতালের অ্যান্টেনার শক্তি বাড়িয়ে দিলেন। সেই অ্যান্টেনায় শিগগিরই ধরা পড়ল, সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী রোগী হয়ে হাসপাতালে এসেছেন। তৃণা দুই বেলা গিয়ে তাঁকে মধুর গলায় কুশল জিজ্ঞেস করলেন। তাঁর আশু রোগমুক্তি হবে, এমনটা জানালেন। আশু রোগমুক্তি এমনিতেই হতো, যেহেতু প্রতিমন্ত্রী কোনো রোগ নিয়ে আসেননি, এসেছেন দলের একটা সমস্যার জন্য কদিন নিষ্ক্রিয় থাকতে। সেটি মিটে গেলে যাওয়ার দিন তিনি প্রীত গলায় তৃণাকে বললেন, ধন্যবাদ।

তৃণা একটা কাগজ প্রতিমন্ত্রীর হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, কলকাতা কবিতা মেলায় আপনার যাওয়ার কথা। সঙ্গে কবিরাও যাবেন। ইনি বড় কবি। যদি সঙ্গে নেন, কৃতজ্ঞ হব।

প্রতিমন্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন, আপনার স্বামী?

অবাক হয়ে তাকিয়ে তৃণা মাথা নাড়লেন।

প্রতিমন্ত্রী ঝানু রাজনীতিবিদ। তৃণাকে পড়তে তাঁর সময় লাগেনি। তিনি বললেন, অবশ্যই। এ আর এমন কী কথা।

প্রতিমন্ত্রী কাগজটা তাঁর পিএসকে দিয়ে বললেন, এর নাম ডেলিগেশনে ঢুকিয়ে দিন।

পিএস অফিসে ফিরে কাগজ দেখে আরশাদুল আলমকে রেলিগেশনে পাঠিয়ে দিলেন। তাঁর পরিচিত শরীয়তপুরের কবি আরশাদুল গণিকে সেই জায়গায় ঢুকিয়ে দিলেন।

কাগজে কবি-ডেলিগেশনে আরশাদুল আলমের জায়গায় আরশাদুল গণির নাম দেখে তৃণা বিস্মিত, মর্মাহত হলেন, আলম পরমাহত হলেন।

তৃণা ভাবলেন, ঠিক আছে। পথ আরও আছে। একদিন তিনি প্রতিমন্ত্রীর বাড়িতে গিয়ে দুই ঘণ্টা বসে থেকে তাঁকে বিষয়টা জানালেন। প্রতিমন্ত্রী রাগলেন, বললেন, ব্যবস্থা নেবেন। এ রকম রাগ দেখানো আর ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা তাঁর দৈনিক একটি ব্যায়াম বটে, বহুবার করতে হয়। আজ সকালেই এ নিয়ে তিনবার হলো। তৃণা বললেন, স্যার, কথা দিন কবি আরশাদুল আলমের ৫০তম জন্মদিন পালনের উৎসবে আপনি প্রধান অতিথি হবেন?

প্রতিমন্ত্রী হেসে বললেন, অবশ্যই। এ আমার সৌভাগ্য।

এটাও তাঁর প্রিয় একটা ব্যায়াম। সপ্তাহের সাত দিনে তিনি ৪০ জনের সঙ্গে ওই ব্যায়ামটা করেন। বস্তুত ব্যায়ামটা দলের এক কর্তাব্যক্তির সঙ্গে করতে গিয়েই সীমালঙ্ঘন করেছিলেন, ফলে ব্যারামের অভিনয় করতে হয়েছিল।

বাড়ি ফিরে আরশাদুল আলমকে তৃণা ৫০তম জন্মদিন পালনের কথাটা বললেন। আলম চোখ কপালে তুলে বললেন, কিন্তু আমার বয়স তো ৪৭। পঞ্চাশে পড়তে আড়াই বছর বাকি।

তৃণা বিরক্ত হলেন। তাতে কী? ওইটুকু বয়স না হয় বাড়লই। সত্যি তো আর বাড়ছে না, তাই না? তা ছাড়া, তুমি না বল কবিদের বয়স হয় না?

কথাটা সত্য। তারপরও তাঁদের ৫০, ৬০, ৭০-কারও কারও ৯০ বছর হয় আর বিরাট আয়োজনে এসব বার্ষিকীর উদ্‌যাপন হয়। বয়স্ক সুশীলদের কাজও বেড়ে যায়, তাঁদের এসব অনুষ্ঠানের পৌরহিত্য করতে হয়।

তৃণার হাসপাতালের অ্যান্টেনা আরেকটু লম্বা হলো। তিনি সাত দিনে দুই সংস্কৃতিকর্মী, তিন বয়স্ক সুশীল আর দুই সাংবাদিকের সংবাদ পেলেন, যাঁদের সবাই রোগী।

তৃণার সেবা কার্যক্রম একটা প্রকল্পে রূপ নিল। প্রকল্প সফল হলো। সম্মতি মিলল। সাংবাদিকেরা প্রচারের দায়িত্ব নিলেন।

তিন মাসের প্রস্তুতি নিয়ে শাহবাগের গণগ্রন্থাগারে ৫০তম জন্মদিনের আয়োজন হলো। আরশাদের দারুণ এক ভাববাদী ছবি দিয়ে পোস্টার ছাপানো হলো। ব্যানার তৈরি হলো। কাগজেও ঘোষণা গেল। কিন্তু দিন-তারিখ মিলিয়ে আলমের দুই বন্ধু গণগ্রন্থাগারে হাজির হয়ে দেখল, 'গণ'রা কেউ নেই, আছেন শুধু এক বয়স্ক সুশীল আর এক সাংবাদিক। শ্রোতার আসনে বসে আছে তৃণার তিন বন্ধু, জনা চারেক আত্মীয়স্বজন, আর আরামবাগের মেসগুলো থেকে অনুষ্ঠান শেষে আপ্যায়নে অংশ নেওয়ার লোভে আসা জনা চারেক ভাতঘুম মারা রেগুলার। এরা এ রকম অনুষ্ঠান কখনো মিস করে না।

প্রধান অতিথি প্রতিমন্ত্রীর তো টিকিরও দেখা নেই। এক সাংবাদিক বললেন, তিনি গেছেন টেকিওতে।

রাতের খাবার খেতে রুচি হলো না কবি আরশাদের। তিনি কোমল গলায় জিজ্ঞেস করলেন, কত জানি খরচ হলো তোমার?

তৃণা হাসলেন। না, খরচ হয়নি, স্পনসর পেয়েছি। স্পনসরের স্ত্রী আমার হাসপাতালের রোগী। লম্বা সময়ের রোগী।

প্রিমা ইউনিভার্সিটিতে পড়ে। সে বলল, বাবা, মন খারাপ করো না। সবাইকে দিয়ে সব কিছু হয় না।

কাকে দিয়ে কী হয় না? একটু আহত গলায় জিজ্ঞেস করলেন আলম।

যেমন আমাকে দিয়ে প্লেন চালানোর কাজ হবে না, মাকে দিয়ে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট হবে না।

আর আমাকে দিয়ে কবিতা লেখার কাজ হবে না, তাই তো? আহত গলায় একটু কষ্ট মাখিয়ে বললেন আরশাদুল আলম।

এ কথা আমি বলিনি বাবা, বলেছ তুমিই।

তৃণা রেগে বললেন, তোর বাবার বই এই ফেব্রুয়ারিতেই বেরোবে। সাড়া ফেলবে। প্রমিজ। আর তুই তখন বাবাকে জড়িয়ে বলবি, আমার বাবা এখন বিখ্যাত কবি।

প্রিমা বলল, আমার বন্ধুদের কাছে শুধু শুধু মুখটা ছোট হলো আমার।

তৃণার রাগ বাড়ল, তবে কোনো কথা বললেন না। বরং মনে মনে বললেন, দাঁড়াও। তিনি আরশাদুল আলমের কবিতার খাতাগুলো একখানে করে ১০০ কবিতা বাছলেন। সেগুলো নিয়ে ছুটলেন বিশিষ্ট ভূমিকা লেখক অধ্যাপক সৈয়দ মনিরুল ইসলামের কাছে। সৈয়দ মনিরুল ইসলাম হৃদয়বান মেজো সুশীল। তৃণার হাসপাতালে হৃদয়ের পরীক্ষা হয়েছে একবার। পরীক্ষায় উৎরেও গেছেন। তাঁর যথেষ্ট কদর, যেহেতু তাঁর বিবেচনায় বাংলাদেশের কেউ কখনো খারাপ কিছু লেখে না—তা কবিতা হোক বা উপন্যাস হোক, অথবা ভ্রমণ কাহিনিই হোক। তিনি কবিতাগুলো থেকে দুটি বেছে নিয়ে পড়লেন, তারপর পাঁচ পৃষ্ঠার মূল্যবান ভূমিকা তৈরি করলেন। ভূমিকার এক জায়গায় লিখলেন, 'কবি আরশাদুল আলমের পৃথিবীতে যে বিচরণ করবে, তার কবিতা-নেশা জাগবে-খাঁটি কবিতা সর্বযুগে নেশাই জুগিয়েছে।'

নেশার কথাটা অধ্যাপক ইসলাম না লিখলেই পারতেন। কারণ, বইটা যখন তৃণার হাসপাতালে লম্বা সময়ে চিকিৎসা নিতে আসা ওই রোগীনির স্পনসর স্বামীর সৌজন্যে প্রকৃত এক ছাপাখানায়, নেশার কল্যাণে এক ছোটখাটো কেলেঙ্কারিই ঘটাতে যাচ্ছিলেন কবি আরশাদুল আলম। তাঁর ওষুধ কোম্পানিতে আড়ালে তৈরি একটি পণ্যের পরীক্ষা চালানো হয়েছিল তাঁর ওপর, তার অজান্তেই। একটা চায়ের কাপের অল্পখানি সেই পণ্য ঢেলে তাঁকে খেতে দেওয়া হয়েছিল, তাঁকে বলা হয়েছিল, এটি বলদায়ক; মনকে প্রসন্ন করে, স্নায়ুকে তরল করে। করেও ছিল বটে। খাওয়ার মিনিট দশেকের মধ্যে আলমের মন প্রসন্ন হলো, তাঁর কোনো কষ্ট রইল না। তাঁর গলায়ও একটা আবেশ জাগল। অথচ সেদিনই কি না, এক টেলিভিশন চ্যানেলের 'সংস্কৃতির খবর'-এ প্রকাশিতব্য বই নিয়ে একটি ছোট সাক্ষাৎকার দেওয়ার কথা তাঁর, যে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা তৃণা আলম করেছিলেন অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে। চ্যানেলের মেয়েটি হাতিরঝিলের একটা গাছের নিচে তাঁকে দাঁড় করিয়ে দুটি মাত্র প্রশ্ন করল। আপনার প্রকাশিতব্য বইটির নাম কী? আলম বললেন, 'ও মে কী নাম তোমার?' মেয়েটি রেগে বলল, আমার নাম ইভানা। কিন্তু আমি আপনার কবিতার বইয়ের নাম জানতে চেয়েছি। ওটাই আমার কবিতার বইয়ের নাম, আলম বললেন, 'ও মে কী নাম তোমার?' মেয়েটি বুঝল। বাহ্, সুন্দর নাম, 'ও মেয়ে কী নাম তোমার?' সে বলল। আরশাদ কিছু বলতে চাইলেন, কিন্তু মেয়েটি পরের প্রশ্নে গেল। 'কবিতা কেন লেখেন?' আরশাদুল আলম বললেন, নারীকে পাই না বলে। মেয়েটি পুলকিত হলো। বাহ্, সুন্দর উত্তর। নারীকে না পাওয়ার বেদনাই তো সত্যিকার কবিতার জন্ম দেয়।

রাতে যখন এক মিনিটের দৃশ্যটি দেখানো হলো, আকাশ ভেঙে পড়ল আরশাদুল আলমের মাথায়। কী আশ্চর্য, বইয়ের নাম তো 'ও মেঘ, কী নাম তোমার?' তৃণা বললেন, তাহলে 'মেয়ে' বললে কেন? তৃণার চোখ ছোট হয়ে এল। এরপর তিনি শুনলেন, আরশাদ বলছেন, নারীকে পাই না বলে। তিনি চোখে আগুন ঢেলে বললেন, নারীটা কে? আরশাদ বললেন, কী আশ্চর্য, আমি বলেছি, না লিখে পারি না বলে। তৃণা বললেন, বটে, ফাজলামি করছ? লুকাচ্ছ? প্রিমা বলল, না মা, বাবার গলা জড়িয়ে যাচ্ছিল। বাবা নেশাদার কিছু খেয়েছিল। তারপর বাবার দিকে ফিরে তাকিয়ে বলল, কী খেয়েছিলে? মদ? না ডাইল?

প্রিমা সমাজতত্ত্বের ছাত্রী। সামাজিক বিচ্যুতি ঘটে যেসব দ্রব্যগুণে, সেসব সম্পর্কে তার ধারণা আছে।

আরশাদুল আলমের মনে পড়ল কোম্পানিতে পণ্য সেবনের কথা। তাঁর মনজুড়ে একটা প্রশ্ন তৈরি হলো।

প্রিমা বিরক্তি নিয়ে টেলিভিশন বন্ধ করল। এখন আর বাইরে মুখ দেখানো যাবে না, সে বলল।

দুদিন পর প্রিমাই কি না, উচ্ছ্বসিত গলায় মাকে জানাল, বুঝেছ মা, বাবার ওই ইন্টারভিউ না ফেসবুকে রীতিমতো ভাইরাল হয়ে গেছে।

কী হয়েছে?

ভাইরাল, মানে প্রচুর মানুষ দেখছে। সবাই বলছে, ইনি হলেন এ যুগের কবি। বাবার ওই 'নারীকে পাই না বলে' সুপার-ডুপার হিট। সারা ফেসবুকের মানুষ জানে, কবিতার বইটার নাম ও মেয়ে কী নাম তোমার? আরশাদুল আলমকে সে বলল, বাবা, নামটা বদলে এই নামটাই রাখো। নামটাতে সাড়ে তিন কে লাইক পড়েছে।

সাড়ে তিন কেটা আবার কে? আলম জিজ্ঞেস করলেন।

কে না, কী। না না, কে-ও বটে। কী-ও বটে। কে মানে হাজার। মানে সাড়ে তিন হাজার।

নামটা বদলাতে হলো। আলমের দুঃখ হলো, এখন এটাও বলা যাবে না, 'কবিতা কেন লেখেন' প্রশ্নের জবাবে আসলে তিনি কী বলেছিলেন।

নিয়তি। কিন্তু এ কথাও তো ঠিক, হাজার হাজার মানুষ তাঁকে চিনেছে। বইটার জন্য অপেক্ষা করছে। হোক না ফেসবুক পৃথিবীর, মানুষ তো।

বইটা যেদিন বেরোবে তার আগের দিন ঘটল এক কাণ্ড। ওষুধ কোম্পানিতে পুলিশ হানা দিল। মালিক খবর পেয়ে আগেই পালিয়েছে, কিন্তু তার এক শাগরেদ বমাল ধরা পড়েছে। ফ্যাক্টরি সিলগালা হয়েছে। দুষ্টলোকদের মধ্যে ধরা পড়ল ওই একজন। কিন্তু হেড অফিসের সাতজনকে—যাঁদের মধ্যে কবি আরশাদুল আলম আছেন, পুলিশ থানায় নিয়ে গেল। টিভি চ্যানেলগুলোতে ব্রেকিং নিউজ হলো। সন্ধ্যা থেকেই খবর দেখানো শুরু হলো। খবরে বলা হলো মাদকসহ কবি আটক, অথবা মাদক তৈরিতে কবির সম্পৃক্ততা। ফেসবুক দুনিয়ায় যেহেতু আরশাদুল আলম পরিচিত নাম, ফেসবুকবাসীরও চোখ এড়াল না খবরটা।

থানার দারোগাকে এক সাংবাদিক আরশাদুলের কবি পরিচিতির কথা জানালেন। ফলে দারোগা তাঁকে সমাদর করে বসালেও বাকিদের রাখলেন দাঁড় করিয়ে। সবার একটাই প্রশ্ন, একজন কবি কীভাবে এই কাজে জড়ায়? আরশাদুল একজন ঝানু কবির মতো ভাষাকে পূর্ণ আয়ত্তে নিয়ে বললেন, আমি নিরপরাধ। আমি পরিস্থিতির শিকার। ইত্যাদি। ফেসবুকে ঝড় উঠল। তিনি যে নিরপরাধ, তা প্রমাণের দায়িত্ব ফেসবুকের মানুষজন নিল। 'আরশাদ ই ইনোসেন্ট' এবং 'উই আর আরশাদ' হ্যাশট্যাগ ভাইরাল হলো। পরদিন বইমেলায় ফেসবুকের মানুষজন স্রোতের মতো নামল।

বইমেলার প্রথম দিনের সেনশেসন-কে আর-কবি আরশাদুল আলম!

২.

আদালতে আরশাদুল আলম নির্দোষ প্রমাণিত হলেন। বিচারক তাঁকে বললেন, কবি মানুষ, দেখেশুনে চাকরি নেবেন এরপর। আরশাদুল আলম হেসে বললেন, স্যার, আর চাকরি না, এবার কবিতাদেবীর সেবা। এবং নিজের মনে বললেন, আর সেবা, উপপরিচালকের সেবা।

বাসায় ফিরে সাংবাদিকদের একশ প্রশ্নের উত্তর দিয়ে, শেষ টেলিফোন সাক্ষাৎকার সেরে খেতে বসলে প্রিমা বলল, বাবা নিম্মির মা—তোমার সেই মিসেস রাব্বানী বখত-দুবার ফোন করেছিলেন। বলেছেন, নিম্মিকে দিয়ে তোমার বইটা পাঠিয়ে দেবেন। একটা অটোগ্রাফ দেবে।

> আলমের সবচেয়ে বড় দুঃখ, একটা মাত্র বই তাঁর ছাপা হতে যাচ্ছিল। সে জন্য তিন মাসের বেতনের টাকা প্রকাশকের হাতে গুঁজে দিতে হয়েছিল

তৃণা বলল, প্রতিমন্ত্রীর ফোন এসেছিল। তিনি বলেছেন, বইটার মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠান এ সপ্তাহের মধ্যেই করে ফেলতে। তিনি চান, তিনিই প্রধান অতিথি হবেন। এ ব্যাপারে তাঁর সদয় সম্মতি আছে।

প্রিমার দিকে তাকিয়ে আরশাদ বললেন, এই ইভেন্টটার ম্যানেজমেন্ট কে জানি করবে?

প্রিমা বলল, মা।

আরশাদ তৃণার দিকে তাকিয়ে বললেন, কোন বইটা যেন?

তৃণা বললেন, ও মেঘ ও মেয়ে...

বাবার হাত চেপে ধরে প্রিমা বলল, আমার বাবা এখন বিখ্যাত কবি।

# বস ইজ অলওয়েজ রাইট

আনিসুল হক



আমার অফিস রুমের ডেস্কের দেয়ালে আমি একটা বাণী ঝুলিয়ে রেখেছি।

'রুল নম্বর ১ : বস ইজ অলওয়েজ রাইট।

রুল নম্বর ২ : ইফ বস ইজ রং, সি রুল নম্বর ওয়ান।'

আমার বসকে আমি সদাই মান্য করি। তিনি নির্ভুল। তিনি সবচেয়ে সুদর্শন। তিনি যখন অফিসে আমাদের সামনে বসেই দাঁত খিলান করেন, তখনো তাঁকে অপরূপ সুন্দর দেখায়।

আমি একটা চিঠি মুসাবিদা করে তাঁর সামনে নিয়ে গেলাম। তাতে একটা কথা ছিল, 'মিডিয়াম ইজ দি মেসেজ'।

তিনি সেটা কেটে দিলেন, লিখলেন, 'মিডিয়া ইজ দি মেসেজ'।

আমার মনে হলো, কথাটা 'মিডিয়াম ইজ দি মেসেজ'ই হবে। মিডিয়া বহুবচন। একবচনে মিডিয়াম। মার্শাল ম্যাকলুহান 'মিডিয়াম ইজ দি মেসেজ'ই বলেছিলেন। কিন্তু আমি কথাটা তাঁকে বললাম না।

কারণ, ১. বস ইজ অলওয়েজ রাইট।

২. ইফ বস ইজ রং, সি রুল নম্বর ১।

স্যার বললেন, এই রকম একটা বিখ্যাত কোটেশন আপনার জানা নাই। কীভাবে আপনি এই ভুলটা করতে পারলেন?

আমি মাথা চুলকালাম। ভাবটা এ রকম—ভুল তো হয়েই যায়। আপনি আমার বস, পদাধিকার বলেই আপনি সবকিছু ঠিক বলবেন, ঠিক করবেন।

তিনি বললেন, পড়াশোনা কিছু করেন-টরেন নাকি সারা দিন ফেসবুক নিয়ে পড়ে থাকেন।

কথা সত্য। পড়াশোনা করি না। ফেসবুক নিয়েই পড়ে থাকি। তবে, মার্শাল ম্যাকলুহানের 'মিডিয়াম ইজ দি মেসেজ' কথাটা আমি গুগল করেই জেনে নিয়েছিলাম। স্যার যদি গুগল করতে জানতেন, তাহলে তাঁরও কিছু সুবিধা হতো।

আমার বস আমার থেকে বছর দুয়েকের বড়। তাঁর মাথায় একটা উইগ।

আমরা, অফিসে তাঁর নয়জন কর্মচারী, সারাক্ষণ প্রার্থনা করি, একটা প্রচণ্ড ঝড় আসুক, সবার সামনে আমাদের বসের নকল চুল উড়ে চলে যাক।

আমি বসের সাদা শার্ট, লাল টাই, শার্টের হাতের সোনালি বোতামের দিকে অলক্ষে তাকাই। তার সামনের দাঁত দুটো বড়, দাড়ি গোঁফ কামানো, মুখখানা চন্দ্রাকার। পরচুলাটা না থাকলে ষোলকলা পূর্ণ হতো।

আমার মনে প্রশ্ন জাগে—

১. পরচুলায় কি শ্যাম্পু দিতে হয়? হলে কোন ধরনের শ্যাম্পু?

২. পরচুলায় কি উঁকুন হয়?

৩. পরচুলা কি রাতের বেলা ঘুমুনোর সময় খুলে রাখতে হয়? ওই সময় পরচুলায় একটা বিছে বা তেলাপোকা বা মাকড়সা ঢুকে থাকলে পরের দিন কী হতে পারে?

আমার এই ধরনের কল্পনা কখনো বাস্তব রূপ পায় না। আমি স্যারের সামনে থেকে চিঠিটা নিয়ে আসি। নিজের ডেস্কে বসে কম্পিউটারে ঠিক করি।

আমাদের স্যারের সেন্স অব হিউমার অতুলনীয়। এটা বাড়ে, যখন আমাদের নারীকর্মীরা সামনে থাকে। তিনি কৌতুক করতে থাকেন। মেয়েদের সামনে তিনি যে সমস্ত কৌতুক বলে থাকেন, তার নমুনা :

১. কলা লেবুকে বলল, ওরে লেবু, মানুষ তো তোকে কচলে কচলে খায়। লেবু কলাকে বলল, ওরে কলা, আর তোকে যে ন্যাংটো করে খায়।

২. মানুষের শরীরের কোন অঙ্গ উত্তেজিত হলে ১০ গুণ প্রসারিত হয়। সঠিক উত্তর : চোখের মণি। তা ভাবেননি আপনি? বিবাহিত জীবনে হতাশ হবেন।

স্যার আমাকে সব সময় বলেন, স্মার্ট হোন। গেট স্মার্ট। শুনুন, স্যান্ডেল পরবেন না। সব সময় জুতা পরবেন। জুতা পরলে স্মার্ট দেখায়।

আমরা আড়ালে এসব নিয়ে হাসাহাসি করি।

কারণ, স্মার্ট কথাটার দুটো মানে আছে। একটা হলো, বুদ্ধিমান, চালাক, চতুর। স্মার্ট সেই যার বুদ্ধি আছে। আরেকটা মানে হলো, সুবেশ, সুসজ্জিত। স্যার দ্বিতীয় অর্থে কথাটা ব্যবহার করছেন। এটাকে আমরা, কর্মচারীরা বলি, জুতা স্মার্ট।

স্যারের সঙ্গে আমরা চলেছি সিঙ্গাপুর ট্যুরে। আমি, শান্তা আপা, কাবেরিদি, জয়নাল আবেদিন আর স্যার। মোট পাঁচজনের দল। আমার ধারণা, স্যার শান্তা আপাকে নেওয়ার জন্য বাকিদের সঙ্গে নিয়েছেন।

এয়ারপোর্ট থেকেই শুরু হলো স্যারের উপদেশ বিতরণ।

আমাকে বললেন, কামার সাহেব, এর আগে কখনো প্লেনে উঠেছেন?

জি স্যার।

কোথায় গেছেন?

কলকাতা গেছি স্যার।

হা হা হা, থুতু ছিটিয়ে হাসতে হাসতে তিনি বললেন, বাংলাদেশিরা প্রথম প্রেম করে কাজিনের সঙ্গে, প্রথম বিদেশ যায় কলকাতায়, আর প্রথম...

বাকি যেটা বললেন, সেটা সর্বসমক্ষে আমার বলা উচিত না।

আচ্ছা তাহলে তো ভালোই। সিটবেল্ট বাঁধতে পারেন।

জি স্যার।

শান্তা পারেন?

জি স্যার।

কোথায় শিখলেন?

কেন স্যার। অফিসের গাড়িতে। সামনের সিটে বসলে তো সিটবেল্ট বাঁধা বাধ্যতামূলক।

বাহ। শান্তা তো খুবই স্মার্ট।

আমরা সবাই মিটিমিটি হাসছি। গাড়িতে সিটবেল্ট বাঁধা শেখাটাও স্যারের কাছে স্মার্টনেস।

স্যার বললেন, আপনারা একটু বসেন, আমি একটু ধূমপান করে আসি। ওই ওদিকে একটা স্মোকিং জোন আছে।

কিছুক্ষণ পরে এসে বললেন, এই জন্য বাংলাদেশের উন্নতি হবে না। এয়ারপোর্টে একটা স্মোকিং জোন থাকবে না? সারা পৃথিবীর সব উন্নত দেশে এয়ারপোর্টে স্মোকিং জোন থাকে। সেখানে সবাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ধূমপান করে।

প্লেনে উঠলাম। আমাদের পাশাপাশি সিট। আমি স্যারের পাশে। এখানে শান্তা আপাকে দিলে ভালো হতো। কিন্তু এভাবেই সিট পাওয়া গেছে। বদল করা ঠিক হবে কি না বুঝছি না।

প্লেন ছাড়ল। সিঙ্গাপুর এয়ারলাইনস।

স্যার বললেন, আপনি ড্রিংকস করেন তো?

আমি বললাম, না স্যার।

কেন করেন না?

কখনো করিনি তো স্যার। ভয় লাগে। বমিটমি করে দেব।

বমি করার অভ্যাস আছে নাকি? তাহলে খাবেন না। আমি আবার প্লেনে উঠলে একটু ড্রিংক করি। রেড ওয়াইন।

সিঙ্গাপুরিয়ান বিমানসেবিকা এলেন। তাদের গোলাপি নীল বেগুনি রঙের ঐতিহ্যবাহী সিংহমার্কা পোশাক পরা। স্যার বললেন, এক্সকিউজ মি, ক্যান আই হ্যাভ সাম রেড ওয়াইন।

হাসিমুখ ক্রু স্যারের সামনের তাকে একটা ওয়াইনের গেলাস রাখলেন। তীব্র লাল রঙের ওয়াইন গেলাসের অর্ধেকটায় ভরা।

স্যার বললেন, ক্যান আই হ্যাভ সাম আইস অ্যান্ড ওয়াটার টু।

বিমানসেবিকা তাঁকে আরেকটা গেলাসে বরফমাখা জল দিলেন।

স্যার বললেন, নো নো, আই ওয়ান্ট টু মিক্স ইট উইথ দি রেড ওয়াইন।

আমি ওয়াইন খাই না। কিন্তু লজ্জায় আমার কান লাল হয়ে উঠতে লাগল। আমি জানি, রেড ওয়াইন কেউ পানি মিশিয়ে বরফ মিশিয়ে খায় না। আমি অন্যদিকে তাকিয়ে রইলাম, যেন আমি এই লোকের সঙ্গী নই।

সিঙ্গাপুরে নেমে ইমিগ্রেশন পার হয়ে আমরা বেরিয়ে এলাম এয়ারপোর্টের বাইরে। ট্যাক্সি নেওয়া হলো। একটা বড়সড় ভ্যান। একসঙ্গেই পাঁচজন উঠে পড়লাম তাতে।

স্যার বললেন ড্রাইভারকে, ক্যান আই স্মোক ইন দি কার?

নো, ওয়ান থাউজান্ড ডলার ফাইন।

স্যার ছটফট করছেন।

আমরা হোটেলে উঠলাম। একটা কনফারেন্সে এসেছি আমরা। আমাদের সেন্ট্রাল অফিস আমাদের ট্যুর স্পনসর করেছে। রুম আগে থেকেই বুক করা ছিল।

স্যার জিজ্ঞেস করলেন, রুমটা কি স্মোকিং নাকি ননস্মোকিং।

ননস্মোকিং। হোটেলের রিসেপশনিস্ট শুকনো মুখ জানালেন।

স্যারের মুখটা করুণ হয়ে গেল। বহুক্ষণ ধূমপান করেন না। সিঙ্গাপুর শহরে ট্যাক্সিতে ধূমপান করতে পারেননি, এই শহরের যে উন্নতি হবে না, এই বিষয়ে স্যারের উচিত কিছু বলা।

স্যার আমার কানের কাছে মুখ এনে বাংলায় বললেন, কোনো অসুবিধা নাই। কীভাবে কী করতে হয় আমি জানি। বুঝেছেন, আপনাকে স্মার্ট হতে হবে। স্মোক ডিটেকটরে টেপ পেঁচিয়ে দেব। আমার কাছে টেপ আছে। ধরতেই পারবে না।

সিঙ্গাপুর এয়ারলাইনসে ওঠা মানে সারা রাত জেগে থাকা। শরীর ভেঙে আসছে। আমরা যার যার রুমে চলে গেলাম। গোসল করেই শুয়ে পড়লাম দুধসাদা বিছানায়। আমার রুমসঙ্গী জয়নাল সাহেব। তাঁর বিছানাটা জানালার ধারে। তিনি ঘুমুবেন না। জানালা দিয়ে বাইরের সৌন্দর্য দেখছেন আর মোবাইল ফোনে ছবি তুলছেন।

একটুখানি চোখ লেগে গিয়েছিল।

হঠাৎ ফায়ার অ্যালার্মের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। ট্যা টু ট্যা টু।

জয়নাল আবেদিন সাহেব বললেন, সাইরেন কিসের?

আমি বললাম, ফায়ার অ্যালার্ম বাজছে। চলেন বাইরে গিয়ে দেখি, সবাই কী করছে।

আমার পরনে লুঙ্গি। গায়ে সাদা টি-শার্ট।

জয়নাল সাহেব প্যান্ট-শার্ট পরা।

বাইরে এসে দেখি, সবাই ফায়ার 'এক্সিট' লেখা চিহ্ন দেখে দেখে দৌড়াচ্ছে।

আমার স্যান্ডেলও নেওয়ার কথা খেয়াল পড়ল না। খালি পায়ে লুঙ্গি পরনে, আমি অন্যদের দেখাদেখি দৌড়াচ্ছি। আমরা বারো তলা থেকে সিঁড়ি বেয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে নিচে নামলাম।

শান্তা আপাও এসেছেন। তাঁর পরনে সালোয়ার-কামিজ।

কাবেরিদি নেমেছেন। তিনি প্যান্ট আর ফতুয়া পরা।

একটু পরে তোয়ালে দিয়ে বানানো স্লিপিং গাউন পরা একটা চাঁদমুখ নেমে এল ধরার ধূলিতে।

আমাদের একমাত্র বস। সদা নির্ভুল। সবচেয়ে সুদর্শন। সবচেয়ে স্মার্ট।

তাঁর পরচুলাটা তিনি পরতে পারেননি। মাথা পুরোটাই কামানো।

তাঁকে দেখাচ্ছে সত্যিকারের পূর্ণিমার চাঁদের মতো।

তিনি তোয়ালে-গাউন সামলাতে পারছেন না। কখন যে বেইজ্জতি হয়ে যায়।

আমরা সবাই হাঁপাচ্ছি। ১২ তলা থেকে সিঁড়ি বেয়ে নামা চাট্টিখানি কথা নয়।

ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি এসে গেল। পুলিশ এসে গেল। ভয়াবহ অবস্থা। আমি আমার লুঙ্গি নিয়ে শরমিন্দা।

বস বললেন, আপনারা স্মার্ট হতে পারলেন না। সিঙ্গাপুরে এসেও লুঙ্গি পরেন।

একটু পরে হোটেলওয়ালারা বললেন, একটা রুমে কেউ সিগারেট খেয়েছিল, এটা তারই অ্যালার্ম। সবাই ওঠো ওপরে।

আমরা যার যার রুমে যাচ্ছি। লিফটে উঠলাম পাঁচজনই। আমাদের ফ্লোর নম্বর টুয়েলভ।

আমার রুম, স্যারের রুম পাশাপাশি। তারপরেই শান্তা আপা আর কাবেরিদির রুম।

স্যারের রুমটাই আগে পড়ে।

তার সামনে দেখি, সিঙ্গাপুরের পুলিশ দাঁড়িয়ে রয়েছে।

হু ইজ দি বোর্ডার অফ রুম ১২০৫।

আই এম স্যার।

আমাদের স্মার্ট বস বললেন।

ওহ, ইউ আর দি কালপ্রিট। তুমি সিগারেট তো খেয়েই ছো, আবার তোমার রুমের স্মোক ডিটেক্টর ঢেকে দিয়েছ। ঢেকেছ যখন তখন তোমার বাথরুমের স্মোক ডিটেক্টরটাও ঢাকতে হতো। তাহলে আর এতগুলো মানুষকে এত কষ্ট করে নিচে নামতে হতো না। আমাদের আসতে হতো না। ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি আনাতে হতো না। তোমাকে একটু আমাদের সঙ্গে আসতে হবে।

আমরা করুণমুখে তাকিয়ে আছি। আমাদের স্মার্ট বসকে ওরা যদি থানায় নিয়ে যায়, আমাদের ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্সের কী হবে?

বস বললেন, আমি কি আমার পরচুলাটা পরে নিতে পারি?

**শীর্ষ সাত চূড়া জয়**

কাতারের পর্বতারোহী শেখ মোহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ আলথানি প্রথম কাতারি নাগরিক হিসেবে বিশ্বের সাতটি শীর্ষ পর্বতচূড়া জয় করেছেন। উত্তর আমেরিকার আলাস্কার ডেনালি চূড়া জয়ের মাধ্যমে তিনি শীর্ষ সাত পর্বত চূড়াজয়ী বিশ্বের সেরা ৩৫০ জনের তালিকায় ঢুকে গেলেন। শেখ মোহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ মে মাসে শুরু করে ৩ জুন ডেনালি চূড়া জয় করেন। সেখানে উড়িয়ে দেন কাতারের পতাকা ● সৌজন্যে দ্য পেনিনসুলা

# রমজানে বেশি দান করেন অভিবাসীরা

## কাতারসহ জিসিসি দেশে রমজান

**কাতার প্রতিনিধি ●**

কাতারসহ উপসাগরীয় সহযোগিতা পরিষদের (জিসিসি) সদস্যভুক্ত দেশে ৬৮ ভাগ অভিবাসী বিভিন্ন দাতব্য সংস্থায় পবিত্র রমজান মাসে বেশি অর্থ ব্যয় করে। রমজান মাসে মধ্যপ্রাচ্যে অর্ধেকের বেশি অভিবাসী গরিব ও অসহায় ব্যক্তিদের সাহায্যার্থে বিভিন্ন দাতব্য সংস্থায় অর্থ দিয়ে থাকেন।

কাতারসহ উপসাগরীয় সহযোগিতা পরিষদের (জিসিসি) সদস্যভুক্ত দেশে মানুষের রমজান মাসে ব্যয়ের ওপর পরিচালিত এক জরিপে এমন তথ্য উঠে এসেছে। জরিপ চালিয়েছে অর্থ স্থানান্তরের আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান এক্সপ্রেস মানি। জরিপে রমজান মাসে অভিবাসীদের ব্যবহার, আচরণ ও ব্যয়ের ওপর জরিপ পরিচালনা করা হয়।

জরিপে অংশগ্রহণকারী ৭৪ শতাংশ অভিবাসী বলেছেন, তাঁরা রমজান মাসে পরিবারে একটু বেশি সময় দেন। এ ক্ষেত্রে অন্য মাসের তুলনায় তাঁদের একটু বেশি ব্যয় হয়। অন্যদিকে ৪০ শতাংশ লোক পবিত্র এই মাসে ইফতার ও সাহরি সাধারণত পরিবার ও বন্ধুদের সঙ্গে করে থাকেন। এ কারণে অন্য মাসের তুলনায় এই মাসে বেশি খরচ হয়।

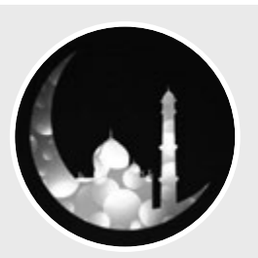

৭৪ শতাংশ অভিবাসী বলেছেন, তাঁরা রমজান মাসে পরিবারে একটু বেশি সময় দেন। এ ক্ষেত্রে অন্য মাসের তুলনায় তাঁদের একটু বেশি ব্যয় হয়

অন্যদিকে অভিবাসী লোকজন নিজের দেশে পরিবারের জন্য অন্যান্য মাসের তুলনায় বেশি অর্থ পাঠিয়ে থাকেন। ঈদে পরিবারের মানুষের জামাকাপড় ও বিভিন্ন জিনিসপত্র কেনার জন্য অর্থ দিয়ে থাকেন।

এক্সপ্রেস মানির গ্লোবাল মার্কেটিংয়ের ভাইস প্রেসিডেন্ট অ্যাশউইন গেদাম বলেন, 'আমরা প্রতিবছর দেখে এসেছি রমজান মাসে অভিবাসীদের স্বদেশে অর্থ পাঠানোর হার ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়। আমাদের গবেষকেরা বিভিন্ন জরিপ পরিচালনা করে দেখেছে, অভিবাসীরা রমজান মাসে নিজের দেশে পরিবারের কাছে অর্থ পাঠাতে উৎসুক হয়ে থাকে।'

জরিপে ৫৭০ জন মুসলিম ও অমুসলিম অভিবাসী অংশগ্রহণ করেন। এখানে সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরব, কাতার এবং ওমানের চারজনের মধ্যে তিনজন পরিবার ও বন্ধুদের জন্য পবিত্র এই মাসে বেশি অর্থ ব্যয় করতে আগ্রহী। এ ছাড়া তাঁরা দেশে ফিরে গিয়ে ঈদ উদ্‌যাপন করতে চান।

গেদাম আরও বলেন, 'পবিত্র রমজান মাস সবার মাঝে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি বাড়িয়ে দেয়। এ ছাড়া রমজান মাসে মুসলিমদের মধ্যে উদারতা, শান্তি ও ভালোবাসা এবং বিভিন্ন দাতব্য সংস্থায় অর্থ দান বৃদ্ধি পায়।'

প্রতিবছর এক্সপ্রেস মানি এ রকম জরিপ পরিচালনা করে থাকে। এর মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে গ্রাহকদের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সেবা দিয়ে থাকে।

আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত ইফতার অনষ্ঠানে অতিথিরা ● প্রথম আলো

ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলা কাতারপ্রবাসী কল্যাণ ঐক্য পরিষদের ইফতার অনুষ্ঠানে মোনাজাতে শরিক হন অতিথিরা ● প্রথম আলো

মেলা চট্টগ্রামের অনুষ্ঠানে ইফতারের আগে রোজা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখছেন ইসলামি চিন্তাবিদ ● প্রথম আলো

# ৬৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে আ.লীগের ইফতার অনুষ্ঠান

**কাতার প্রতিনিধি ●**

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ৬৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া এবং ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে। ২৩ জুন নাজমার হইচই রেস্তোরাঁয় কাতার শাখা আওয়ামী লীগ ওই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কাতার শাখা আওয়ামী লীগের সভাপতি ওমর ফারুক চৌধুরী। দলের সাধারণ সম্পাদক খন্দকার আবু রায়হানের উপস্থাপনায় এতে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সহসভাপতি কাজী হাসান বিল্লাহ, শফিকুল ইসলাম তালুকদার বাবু, রুহুল আমিন, জামাল হোসেন, আখতার ফারুক, এস এম ফরিদুল হক, মুসলিম উদ্দিন, আনোয়ার শাহ, নুরুল আলম, নূরুননবী, জাকির হোসেন, কাজী আশরাফ, ফয়েজ আহমেদ, ইসমাইল হোসেন, নজরুল ইসলাম প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে বক্তারা ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে স্বাধীনতাযুদ্ধ এবং বাংলাদেশের উন্নয়ন ও গণতন্ত্রে আওয়ামী লীগের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার কথা তুলে ধরেন। পরে দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। অনুষ্ঠানে কাতার শাখা আওয়ামী লীগ এবং সহযোগী অন্যান্য সংগঠনের নেতা-কর্মীরা যোগ দেন।

# ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর কাতারপ্রবাসী কল্যাণ ঐক্য পরিষদের ইফতার

**কাতার প্রতিনিধি ●**

পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলা কাতারপ্রবাসী কল্যাণ ঐক্য পরিষদের উদ্যোগে আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে। ২৪ জুন নাজমা এলাকার রমনা রেস্টুরেন্টে আয়োজিত ওই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি মনসুর উল্লাহ।

অর্থ সম্পাদক এখলাসুর রহমানের উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা প্রবাসীকল্যাণ ঐক্য পরিষদের সভাপতি জসিম উদ্দীন আহমেদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন নজরুল ইসলাম ভূঁইয়া, কাতার শাখা আওয়ামী লীগের সভাপতি ওমর ফারুক চৌধুরী, কাতার শাখা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম মোল্লা, নবীনগর উপজেলা প্রবাসীকল্যাণ ঐক্য পরিষদের সভাপতি নাজমুল হোসেন ও সাইফুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বক্তৃতা করেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলা কাতার প্রবাসীকল্যাণ ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মোল্লা মো. রাজিব, সাংগঠনিক সম্পাদক ইয়াকুব খান, আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবু রায়হান, বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক লোকমান হোসেন, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা প্রবাসীকল্যাণ ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক নুরে আলম প্রমুখ।

# মেলা চট্টগ্রামের ইফতার ও দোয়া

**কাতার প্রতিনিধি ●**

পবিত্র রমজান উপলক্ষে ইফতার ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করেছে মেলা চট্টগ্রাম। এতে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি মেজবাউল করিম।

যুগ্ম সম্পাদক মহিউদ্দীনের পরিচালনায় ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথি ছিলেন সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা নুরুল মোস্তফা। ২৩ জুন নাজমা এলাকার রমনা রেস্তোরাঁয় এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দীন, শহীদুল হক, মোস্তফা কামাল, ফজলুল কাদের চৌধুরী, মো. ফোরকান, আমিনুল হক, ইমতিয়াজউদ্দীন, জসিমউদ্দীন প্রমুখ। অনুষ্ঠানে পবিত্র রমজানের তাৎপর্য সম্পর্কে বক্তৃতা করেন উপদেষ্টা মাওলানা জমিরউদ্দীন।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তৃতা করেন যুগ্ম সম্পাদক আমিনুর রহমান, সহসাধারণ সম্পাদক শাহেদসহ অন্যরা। এর আগে অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তিলাওয়াত করেন মো. শাহাদাত। পরে দেশ ও জাতি এবং মুসলিম উম্মাহর কল্যাণ কামনা করে মোনাজাত করা হয়।

ফটিকছড়ি সমিতির ইফতার অনুষ্ঠানে মঞ্চে অতিথিরা ● প্রথম আলো

# বৃহত্তর ফটিকছড়ি সমিতির ইফতার আয়োজন

**কাতার প্রতিনিধি ●**

কাতারে ইফতার মাহফিলের আয়োজন করেছে বৃহত্তর ফটিকছড়ি সমিতি-কাতার। ২৩ জুন নাজমায় স্থানীয় একটি রেস্তোরাঁয় আয়োজিত ওই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সমিতির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি কাজী সালেহ আহমদ। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন সমিতির প্রধান উপদেষ্টা প্রকৌশলী মেসবাহ উদ্দিন।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উপদেষ্টা আবুল হাসেম, মো. মুসা, মহসিন খান, মো. ফোরকান, মোস্তফা কামাল, শহিদ সারোয়ার সোহরাওয়ার্দী, নূর মোহাম্মদ প্রমুখ।

সমিতির সাংগঠনিক সম্পাদক রহিম পারভেজের সঞ্চালনায় ইফতার মাহফিলে আরও বক্তৃতা করেন সহসভাপতি ফরিদুল আলম চৌধুরী, মাওলানা আবু বকর, যুগ্ম সম্পাদক নবাব হোসেন বাহাদুর, সাংগঠনিক সম্পাদক জাকারিয়া চৌধুরী, কারি মো. কামাল, কাজী ফোরকান রেজা, ইসমাইল মনসুর, মো. ফরহাদ বিন আলম।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন সমিতির অর্থ সম্পাদক মো. আবু তাহের, প্রচার সম্পাদক আসলাম সুমন, নুরুল আজিম সওদাগর ও ছাত্রনেতা মফিজুর রহমান মিয়াজি প্রমুখ।

# প্রবাসীদের সম্মানে চট্টগ্রাম সমিতির ইফতার

**কাতার প্রতিনিধি ●**

কাতারের স্থানীয় একটি হোটেলে পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে বাংলাদেশি কমিউনিটির সম্মানে ইফতার মাহফিলের আয়োজন করেছে চট্টগ্রাম সমিতি, কাতার। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কাতারে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত আসুদ আহমদ।

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মোস্তফা কামালের সঞ্চালনায় ইফতার-পূর্ব আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি এম এ ফোরকান। এ সময় অন্যদের মধ্যে বক্তৃতা করেন প্রধান উপদেষ্টা মোহাম্মদ মুসা, সহসভাপতি নূরুল আজিম, ফরিদুল আলম, উপদেষ্টা নাদের চৌধুরী, সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ ওসমান গনি, অর্থ সম্পাদক মো. হারুন, প্রচার সম্পাদক চৌধুরী মো. নাসির উদ্দিন প্রমুখ।

চট্টগ্রাম সমিতির ইফতার অনুষ্ঠানে মঞ্চে রাষ্ট্রদূতসহ সংগঠনের নেতারা ● প্রথম আলো

অনুষ্ঠানে কাতারপ্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটির রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতা-কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে দেশের ভাবমূর্তি উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করার আহ্বান জানান রাষ্ট্রদূত আসুদ আহমদ। ইফতারের আগে দেশ, জাতি ও মুসলিম উম্মাহর সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত পরিচালনা করেন বিশেষ অতিথি আনোয়ার হোসেন।

আসহাবে বদর স্মরণে ইফতার ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করেছে আঞ্জুমানে আলইসলাহ কাতার। আবুল হোসেনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আবদুল মুকিত। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সভাপতি সৈয়দ মারুফ আহমদ। ইফতারের আগে দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয় ● প্রথম আলো

কাতারপ্রবাসী ব্রাহ্মণবাড়িয়া সমিতির সদস্যদের সম্মানে সম্প্রতি স্টার অব ঢাকা কাবাবে ইফতারের আয়োজন করা হয়। সংগঠনের সভাপতি হুমায়ুন কবিরের সভাপতিত্বে আয়োজিত ইফতার অনষ্ঠানে সদস্যদের পাশাপাশি কাতারে অবস্থানরত বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের নেতারা অংশ নেন ● প্রথম আলো

ষ্টার অব ঢাকা রেস্তোরাঁয় ১৫ জুন দোয়া ও ইফতার মাহফিলের আয়োজন করে কাতার বিএনপি। সংগঠনের সভাপতি আবু ছায়েদের সভাপতিত্বে এতে উপস্থিত ছিলেন সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম, এ কে এম আমিনুল হক, আলাউদ্দীন আহমদ, লোকমান আহমদ, নাসিরউদ্দীন, শাহ আলম, আবদুল হামিদ মোল্লা, সোলায়মান খান, জাহাঙ্গীর আলম প্রমুখ। অনুষ্ঠানে দোয়া পরিচালনা করেন মাওলানা আবদুস সমিত ● প্রথম আলো

কাতারপ্রবাসী কমিউনিটির গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সম্মানে ২০ জুন মাতারকাদিমে স্থানীয় একটি মিলনায়তনে ইফতার অনষ্ঠানের আয়োজন করেছে আকাশ মিডিয়া ভুবন। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতি ইসমাইল মিয়া। অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ফরিদুল আলম, মোহাম্মদ জিন্নাহ পাটোয়ারী, রফিকুল ইসলাম খান, কাজী ফোরকান রেজা, সোহরাব হোসেন, পান্না খান প্রমুখ। রেজওয়ান বিশ্বাসের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পরিচালক ই এম আকাশ ● বিজ্ঞপ্তি

কাতারপ্রবাসী কমিউনিটির গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সম্মানে ইফতার ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করেছে ইউনাইটেড ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন। ই এম আকাশের সঞ্চালনায় এতে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি এম সাইফুল আলম। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ওমর ফারুক চৌধুরী, শফিকুল ইসলাম তালুকদার, আবুল কাসেম সরকার, কাজী হাসান বিল্লাহ, নুর মোহাম্মদ, নুরুল আলম, নজরুল ইসলাম প্রমুখ ● প্রথম আলো

## পার্কে ঢুকতে প্রবেশ ফি দিতে হবে

**প্রথম আলো ডেস্ক**

বাহরাইনের সরকারি পার্কগুলোতে ঢোকার জন্য প্রবেশ ফি ধার্য করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। অনাকাঙ্ক্ষিত নানা ঘটনা এড়াতেই এমন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

এমন উদ্যোগের বিরোধিতা করেছেন কেউ কেউ। বিষয়টি নিয়ে খলিফা গ্র্যান্ড পার্কে সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটেছে। আর প্রবেশ ফি নেওয়ার উদ্যোগ বন্ধ করতে ৩০০ মানুষের স্বাক্ষর-সংবলিত আবেদনপত্র সাউদার্ন মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলে জমা দেওয়া হয়েছে।

তার আগেই এই কাউন্সিল সারা দেশের পার্ক, বাগান ও হাঁটার রাস্তায় ঢোকার ক্ষেত্রে প্রবেশ ফি নির্ধারণ করার ব্যাপারেও ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নিয়ে তা নগর উন্নয়ন মন্ত্রণালয়কে জানিয়ে দিয়েছে।

বাহরাইনে শতাধিক সরকারি পার্ক রয়েছে। আগামী ১ জানুয়ারির মধ্যে এই পার্কগুলো সিসিটিভির আওতায় আনার পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে।

সাউদার্ন মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলের চেয়ারম্যান আহমেদ আল আনসারি বলেন, পার্ক ব্যবহারকারীদের একটি ডেটাবেজের আওতায় আনার জন্য এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। নামমাত্র অর্থ দিয়ে একজন পার্ক ব্যবহারকারী হিসেবে সদস্যপদ পেতে পারেন। এ জন্য বার্ষিক ফি মাত্র ২০ দিনার নেওয়া হবে। তিনি জানান, পার্কের ভেতর বিভিন্ন খেলার কোর্ট ব্যবহার করতে চাইলেও নির্দিষ্ট অঙ্কের ফি দিতে হবে। তবে তরুণেরা খেলা শেষ করার পর ফি ফেরত নিয়ে যেতে পারবে।

সূত্র : **গালফ ডেইলি নিউজ**।

**ভাগাভাগি** বাহরাইনসহ মধ্যপ্রাচ্যের অনেক দেশে পবিত্র রমজান মাসে প্রতিবেশীদের সঙ্গে খাবার ভাগাভাগি করার প্রথা বহুদিন ধরে প্রচলিত। এই মাসে প্রতিবেশীরা একে অন্যকে নানা খাবার দেন। মাকাবা এলাকায় ঐতিহ্যবাহী জালাবিয়া পোশাক পরে এক বাহরাইনি মেয়ে প্রতিবেশীর ঘরে খাবার দিচ্ছেন। এতে রয়েছে খেজুর, হারিস, ইম্মাওয়াস, গায়মাতসহ বাহরাইনের ঐতিহ্যবাহী নানা খাবার ● সৌজন্যে গালফ ডেইলি নিউজ

## সিকল সেল রোগের নতুন ওষুধ নিয়ে বিতর্ক

**প্রথম আলো ডেস্ক**

ব্যথানাশক হিসেবে মরফিনের পরিবর্তে নতুন একটি ওষুধ চালু নিয়ে বাহরাইনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এবং রক্তরোগ সিকল সেল অ্যানিমিয়া রোগীদের সহায়ক একটি সংগঠনের মধ্যে নতুন করে বিতর্ক শুরু হয়েছে।

মরফিনের মজুত কমে যাওয়ার খবর পেয়ে কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন হাসপাতালে গত মাস থেকে অক্সিকোডোন নামের ওষুধ সরবরাহ করছে। বাহরাইন সিকল সেল অ্যানিমিয়া পেশেন্ট কেয়ার সোসাইটির প্রধান জাকরেয়া আল খাদেম গত সপ্তাহে সরকারি একটি অনুষ্ঠান বর্জন করার পর থেকে ওই বিতর্ক শুরু হয়। বিশ্ব সিকল সেল দিবস উপলক্ষে গালফ হোটেল বাহরাইনে ওই অনুষ্ঠান হয়েছে। বিশ্বজুড়ে ১৯ জুন দিবসটি পালিত হয়।

আল খাদেম বলেন, 'আমি আমন্ত্রণ পেয়েছিলাম। কিন্তু কয়েকটি কারণে অনুষ্ঠানটি বর্জন করেছি। একটি কারণ হচ্ছে সরকারি উদ্যোগে অক্সিকোডোন সরবরাহ। বিকল্প এই ব্যথানাশকের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই। কিন্তু সিকল সেল অ্যানিমিয়া রোগীদের জন্য যেভাবে এটা দেওয়া হচ্ছে, তা ঠিক নয়। মরফিনের ওপর নির্ভরশীলতা কমাতেই এটা করা হচ্ছে বলে সরকার দাবি করলেও ওষুধটা চালু করার আগে সংশ্লিষ্ট কারও সঙ্গেই কর্তৃপক্ষ আলোচনা করেনি। অথচ এই ওষুধ সেবনে সিকল সেল রোগীদের নানা জটিলতা হতে পারে।'

আল খাদেম আরও বলেন, 'নতুন ব্যথানাশক চালুর খবর শুনে আমরা গত মাসে স্বাগত জানিয়েছিলাম। কিন্তু এটা মরফিনের বিকল্প নয়—সে কথা স্পষ্ট করা উচিত ছিল। নতুন ওষুধটি সম্পর্কে রোগীদের ভালো করে জানানোও হয়নি। কিন্তু এটির ব্যবহার এবং সম্ভাব্য পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সম্পর্কে রোগীদের সচেতনতা থাকা জরুরি।'

একাধিক নতুন ওষুধ চালুর খবর গত এপ্রিলে প্রকাশিত হয়। এসবের মধ্যে অক্সিকোডোনও ছিল। সালমানিয়া মেডিকেল কমপ্লেক্স (এসএমসি) হাসপাতালের রোগীদের এখন এটি দেওয়া হচ্ছে। আল খাদেম দাবি করেন, অক্সিকোডোন চালু করার মূল কারণ সরকারি হাসপাতালে মরফিনের ঘাটতি। কিন্তু কর্তৃপক্ষ সেটা অস্বীকার করছে। নতুন ওষুধ সেবন করে রোগীদের অনেকে যন্ত্রণা পাচ্ছে। এ অবস্থায় তিনি কীভাবে ওই সরকারি অনুষ্ঠানে যাবেন? তাহলে তো সিকল সেল রোগীরা ধরে নেবেন, সরকারের ওই উদ্যোগে তাঁর সমর্থন আছে।

সমস্যাটি নিয়ে আলোচনার জন্য স্বাস্থ্যমন্ত্রী আল সালেহর সাক্ষাৎ চেয়েছেন আল খাদেম। মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা অবশ্য এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি।

সূত্র : **গালফ ডেইলি নিউজ**।

# ব্যাংকের বিরুদ্ধে গ্রাহক অভিযোগ বাড়ছেই

**প্রথম আলো ডেস্ক**

বাহরাইনে তিন বছর ধরে ব্যাংকগুলোর বিরুদ্ধে গ্রাহকদের অভিযোগ বেড়ে চলেছে। এ সময়ের মধ্যে অভিযোগ বেড়েছে প্রায় ৩৫ শতাংশ।

বাহরাইনের কেন্দ্রীয় ব্যাংক চলতি বছর এখন পর্যন্ত ব্যাংকগুলোর বিরুদ্ধে প্রতি মাসে গড়ে ৩১টি করে অভিযোগ গ্রহণ করেছে। গত বছর এ সংখ্যা ছিল গড়ে ২৮। ২০১৪ ও ২০১৩ সালে এটা ছিল যথাক্রমে ২৬ ও ২৩টি।

গত মাসে গ্রাহকদের অভিযোগের মধ্যে চারটি ছিল ঋণের ওপর প্রত্যাশার অতিরিক্ত সুদের চার্জ আদায়-সম্পর্কিত। দুটি অভিযোগ ছিল প্রশাসনিক ও বিমা ফি পরিশোধের পর ঋণের আবেদন ব্যাংক খারিজ করে দেওয়া প্রসঙ্গে।

দাখিল করা সব অভিযোগ ও যেসব ব্যাংকের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠছে সেগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অভিযোগ শাখার (কমপ্লায়েন্স ডাইরেক্টরেট) একটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিবেদন www.cbb.gov.bh ওয়েবসাইটে দেখা যাবে।

খবরে বলা হয়, গত মাসে ৪১ শতাংশ অভিযোগ দাখিল করা হয় শুধু দুটি ব্যাংকের বিরুদ্ধে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলছে, অভিযোগগুলোর ৭৭ শতাংশ এরই মধ্যে নিষ্পত্তি করা হয়েছে। একই মাসে করা অভিযোগগুলোর অন্যতম ছিল একটি মানি এক্সচেঞ্জ কোম্পানির বিরুদ্ধে তার একজন গ্রাহককে জাল মুদ্রা সরবরাহ করা প্রসঙ্গে। উল্লেখযোগ্য আরেকটি অভিযোগ ছিল অপর এক কোম্পানির বিরুদ্ধে কথিত জালিয়াতি বিষয়ে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অভিযোগ শাখা এমন একটি জালিয়াতির অভিযোগ পেয়েছে যেখানে বলা হয়েছে, একজন গ্রাহকের ব্যাংক হিসাব থেকে প্রতারণা করে অর্থ উত্তোলন করা হয়েছে। ইতিমধ্যে গত মাসে গ্রাহকদের কাছ থেকে এমন তিনটি অভিযোগ পাওয়া গেছে, যেখানে ঋণের কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁদের তা পুনঃতফসিল করতে বাধ্য করা হয়।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, দুজন গ্রাহককে ঋণের কিস্তি বাবদ তাঁদের বেতনের অর্ধেকের বেশি কেটে নেওয়া হচ্ছিল। আবার তিনজন গ্রাহক অভিযোগ করেন, তাঁদের না জানিয়েই ব্যাংক কার্ড ফি বাবদ অর্থ কেটে রেখেছে। সূত্র : **গালফ ডেইলি নিউজ**

## স্বপ্নপূরণে ক্যানসারের সঙ্গে কিশোরীর লড়াই

**প্রথম আলো ডেস্ক**

শরীরে মরণব্যাধি ক্যানসার দানা বেঁধেছে মেয়েটির। তাই বলে স্বপ্ন দেখা ভোলেননি। পড়ালেখা শিখে বড় হওয়ার স্বপ্নে ক্যানসারের সঙ্গেই লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি।

সাহসী এই বাহরাইনি কিশোরীর নাম যুবায়রা ইউসুফ আলসোমালি। হামাদ টাউন সেকেন্ডারি স্কুল থেকে এ বছর যেসব শিক্ষার্থী স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করে বেরিয়েছেন তাঁদের একজন তিনি।

সম্প্রতি স্কুলশিক্ষার্থী মেয়েটি ক্যানসারের সঙ্গে তাঁর লড়াই চালিয়ে যাওয়া নিয়ে লেখা বই 'ডায়েরি অব এ গার্ল ডিটারমাইন্ড টু ডিফিট ক্যানসার—গড উইলিং'-এর একটি কপি শিক্ষামন্ত্রী মজিদ আলনুয়াইমির হাতে তুলে দেন। এ সময় মেয়েটির সঙ্গে ছিলেন তাঁর বাবা। বইটিতে ক্যানসারের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার ঘটনা ছাড়াও স্কুল ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে নিজ সাফল্যের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছেন তিনি।

যুবায়রার প্রশংসা করে সরকারি স্কুলগুলোতে অধ্যয়নরত ক্যানসার-আক্রান্ত শিক্ষার্থীদের সর্বোচ্চ শিক্ষাসেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর মন্ত্রণালয়ের সদিচ্ছার ওপর জোর দেন শিক্ষামন্ত্রী। তিনি জানান, ২০১৫-১৬ স্কুল শিক্ষাবর্ষে ৬৯টি সরকারি স্কুলে ভর্তি হওয়া ৯৭

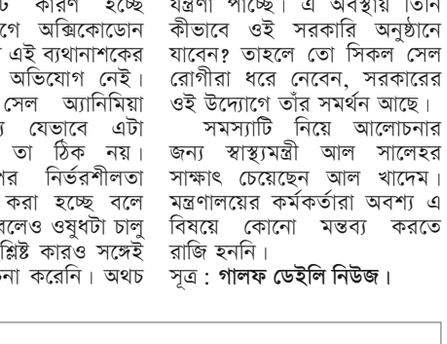

কর্মকর্তার হাতে নিজের লেখা ডায়েরি তুলে দিচ্ছেন ক্যানসার আক্রান্ত শিক্ষার্থী যুবায়রা ● সৌজন্যে গালফ ডেইলি নিউজ

ক্যানসার-আক্রান্ত শিক্ষার্থীর দেখভালের দায়িত্ব তাঁর মন্ত্রণালয় নিয়েছে।

এই শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার পথে এগিয়ে যাওয়াকে উৎসাহিত করতে তাঁদের জন্য বার্ষিক বৃত্তির ব্যবস্থাও করেছে মন্ত্রণালয়। সূত্র : **গালফ ডেইলি নিউজ**

আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে কেক কাটছেন দলের বাহরাইন শাখার নেতারা ● প্রথম আলো

## আ.লীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ইফতার মাহফিল

**বাহরাইন প্রতিনিধি**

আওয়ামী লীগের ৬৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হয়েছে। এ উপলক্ষে রাজধানী মানামার ফুডসিটি রেস্টুরেন্ট মিলনায়তনে ২৩ জুন ইফতার ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করে বাহরাইন শাখা আওয়ামী লীগ।

বাহরাইন শাখা আওয়ামী লীগের জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি আবদুল কাদেরের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন দলের সভাপতি আলাউদ্দিন। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বাহরাইন আওয়ামী লীগের প্রধান উপদেষ্টা প্রকৌশলী আবুল কালাম আজাদ।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন বাহরাইন শাখা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এ কে এম গোলাম নুর, সাংগঠনিক সম্পাদক মো. শান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এনামুল হক ও জিয়া উদ্দীন পাটোয়ারী, আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক কাউসার আহম্মেদ, বাহরাইন শাখা যুবলীগের প্রতিষ্ঠাতা ও বর্তমান সভাপতি এম এ করিম, জালালাবাদ কমিউনিটি সভাপতি কয়েস আহমেদ, বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি ফুয়াদ তাহের শান্তনু, সহসভাপতি হাসান আনোয়ার, অর্থ সম্পাদক মাজহারুল হক, ঢাকা নবাবগঞ্জ সোসাইটি সাধারণ সম্পাদক ঈমান আলী, বাহরাইন শাখা বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতি আবুল কালাম, নবীনগর সমাজকল্যাণ পরিষদের সভাপতি আবুল বাশার, বাহরাইন শাখা নবীন লীগ সভাপতি আজাদুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক নুরুল ইসলাম, বাহরাইন বঙ্গবন্ধু পরিষদের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবদুল কাদের, মানামা মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি এম সালমান, সাধারণ সম্পাদক আল আমীন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কাজী সালমান, ফারুক সিকদার, কাউসার মোল্লা প্রমুখ।

আলোচনা সভার শেষে আওয়ামী লীগের ৬৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে কেক কাটা হয়। পরিশেষে দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনায় বিশেষ মোনাজাত করা হয়। অনুষ্ঠানে বাহরাইনে অবস্থিত বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও আঞ্চলিক সংগঠনের নেতারাসহ প্রবাসীরা উপস্থিত ছিলেন।

## ডাস্টবিনের টমেটো-কপি বিক্রি হচ্ছে বাজারে

**প্রথম আলো ডেস্ক**

বাহরাইনে বিক্রি হচ্ছে পচা টমেটো, ফুলকপি আর ইঁদুরে খাওয়া তরমুজ। ডাস্টবিন থেকে কুড়িয়ে নিয়ে সাবান ও গুঁড়া পাউডার দিয়ে ধুয়ে-মুছে এগুলো কম দামে বিক্রি করা হচ্ছে। মানামা সেন্ট্রাল মার্কেট এলাকায় মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর এই খাবারগুলো অবৈধভাবে ফেরি করে বিক্রি করছেন প্রবাসীরা।

সেন্ট্রাল মার্কেট এলাকার আশপাশের ডাস্টবিন থেকে এসব খাবার কুড়িয়ে নিয়ে বিক্রি করা ভিডিও ফুটেজ ডিটি নিউজের হাতে এসেছে। একটি ভিডিওতে দেখা যায়, ইঁদুরে খেয়ে নষ্ট করা একটি তরমুজ ডাস্টবিন থেকে কুড়িয়ে নিয়ে নষ্ট হয়ে যাওয়া অংশটি কেটে ফেলে দেওয়া হলো। বাকি অংশ বিক্রির জন্য নেওয়া হলো।

স্থানীয় সমাজকর্মী সালাম মামবাতুমোলা বলেন, তিনি অন্তত ছয়জন প্রবাসীকে কয়েকটি ডাস্টবিন থেকে কপি, টমেটো, কমলা, শিম, তরমুজ কুড়িয়ে নিতে দেখেছেন। পরে তাঁরা এগুলো পরিষ্কার করে রাস্তায় ফেরি করে বিক্রি করেন। তিনি বলেন, অনেক দিন ধরেই এই অবৈধ কাজ চলছে; যা সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যের মারাত্মক ক্ষতি করছে।

সালাম মামবাতুমোলা বলেন, এ বিষয়ে মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ দেওয়া হয়েছিল। তারা বিষয়টি খতিয়ে দেখেছে। কিন্তু এই সমস্যার স্থায়ী কোনো সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। তিনি বলেন, সাধারণত বিকেলের দিকে সেন্ট্রাল মার্কেটের সবজি ও ফলের দোকানগুলো থেকে পচা-বাসি-নষ্ট হয়ে যাওয়া সবজি-ফল ফেলে দেওয়া হয় ডাস্টবিনগুলোতে। ছয়-সাতজন প্রবাসী এগুলো কুড়িয়ে সাবান ও ওয়াশিং পাউডার দিয়ে ধুয়ে-মুছে বিক্রি করেছেন।

সূত্র : **ডিটি নিউজ**।

ইঁদুরে কাটা তরমুজ ● সৌজন্যে ডেইলি ট্রিবিউন

স্থানীয় একটি হোটেলে ২৫ জুন আয়োজিত বিএনপির ইফতার অনুষ্ঠানের মঞ্চে অতিথিরা ● প্রথম আলো

## বিএনপির ইফতারে বিভিন্ন দল ও সংগঠনের নেতারা

**বাহরাইন প্রতিনিধি**

মানামার আওসরা হোটেলের মিলনায়তনে ২৫ জুন বাহরাইন বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির উদ্যোগে ইফতার ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে। এতে আওয়ামী লীগসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সামাজিক সংগঠনের নেতারা অংশ নেন।

কমিটির সদস্যসচিব সোহেল আহমদের সঞ্চালনায় ইফতার অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাহরাইন বিএনপির আহ্বায়ক মোহাম্মদ আইনুল হক। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সমাজের সভাপতি ফজলুল করিম। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ স্কুলের সাবেক চেয়ারম্যান প্রকৌশলী গোলাম মোস্তফা, তালিমুল কোরআনের সহসাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী বদরুল আলম, আওয়ামী লীগের সভাপতি জহির উদ্দিন, বাংলাদেশ সমাজের সাধারণ সম্পাদক ইমাম হোসেন, বাংলাদেশ সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক ফুয়াদ তাহের শান্তনু, অর্থ সম্পাদক মাজহারুল হক, বৃহত্তর বরিশাল জনকল্যাণ সমিতির সভাপতি মো. মিজানুর রহমান, বুড়িচং ব্রাহ্মণপাড়া প্রবাসী সমাজকল্যাণ পরিষদের সভাপতি মিজানুর রহমান সরকার, মেঘনা প্রবাসী ঋণদান সমিতির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আবু জাফর হাওলাদার, সাধারণ সম্পাদক ইব্রাহিম খলিল, সহসাধারণ সম্পাদক আবু হানিফ প্রমুখ।

অন্যদের মধ্যে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক মো. নাসির উদ্দীন, হামেদ কাজী হাসান, বাবুল কামাল, খোরশেদ আলম মজুমদার, নবী মিয়া, মোশারফ হোসেন, মো. শাহজাহান, আহ্বায়ক কমিটির সদস্য শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, মকবুল হোসেন, শেখ আবদুর রশিদ, যুবদলের সভাপতি গাজী আলাউদ্দীন, শ্রমিক দলের সভাপতি সামসুজ্জামান, মুক্তিযোদ্ধা প্রজন্ম দলের সভাপতি শেখ আমজাদ হোসেন, সাইবার দলের সভাপতি আরিফ রানা, জিয়া পরিষদের সভাপতি প্রকৌশলী মমিন উল্যাহ, তারেক পরিষদের সভাপতি মীর দেলোয়ার হোসেন, মানামা মহানগর বিএনপির নবনির্বাচিত সভাপতি নুরুল হক, বুদাইয়া বিএনপির সভাপতি রিয়াজুল হক, রিফা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মো. ফয়সাল, মোহাররাক বিএনপির সভাপতি আবদুল হাই, জর্দাব বিএনপির সভাপতি মো. আবুল কাশেম প্রমুখ।

ইফতারের আগে দেশ, জাতি ও মুসলিম উম্মাহর সমৃদ্ধি কামনায় বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

## যুবলীগের উদ্যোগে ইফতার মাহফিল

**বাহরাইন প্রতিনিধি**

গুদাইবিয়ার কনকর্ড হোটেলের মিলনায়তনে ২৪ জুন বাহরাইন শাখা যুবলীগের উদ্যোগে ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। যুবলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ইস্রাফিল আসিক ও ঈমাম উদ্দিনের যৌথ সঞ্চালনায় এতে সভাপতিত্ব করেন বাহরাইন শাখা যুবলীগ প্রতিষ্ঠাতা ও বর্তমান সভাপতি এম এ করিম।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাহরাইন শাখা আওয়ামী লীগের প্রধান উপদেষ্টা প্রকৌশলী আবুল কালাম আজাদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন আওয়ামী লীগের সভাপতি আলাউদ্দিন।

অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক ফুয়াদ তাহের শান্তনু, অর্থ সম্পাদক মাজহারুল হক, জালালাবাদ কমিউনিটি সভাপতি কয়েস আহমেদ, আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এ কে এম গোলাম নুর, জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি আবদুল কাদের, বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতি আবুল কালাম, নবীনগর সমাজকল্যাণ পরিষদ সভাপতি আবুল বাশার, বুড়িচং ব্রাহ্মণপাড়া প্রবাসী সমাজ কল্যাণ পরিষদের সভাপতি মিজানুর রহমান সরকার, ব্যবসায়ী হায়াত উল্লা, যুবলীগের সহসভাপতি নুরুল হুদা, সাইফুল ইসলাম, রাজীব আহসান, যুগ্ম সম্পাদক জসিম শিকদার, সাংগঠনিক সম্পাদক জালাল উদ্দীন, প্রচার সম্পাদক বেলায়েত মাতব্বর, দপ্তর সম্পাদক কাজী নজরুল জুয়েল, অর্থ সম্পাদক এনামুল হক, সাংস্কৃতিক সম্পাদক সাজ্জাদ মাহমুদ, ক্রীড়া সম্পাদক আনোয়ার হোসেন প্রমুখ।

ইফতারের আগে দেশ, জাতি ও মুসলিম উম্মাহর সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

## পর্যটক আকর্ষণে নতুন পরিকল্পনা

**প্রথম আলো ডেস্ক**

বাহরাইনে পর্যটক আকৃষ্ট করতে নতুন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এই পরিকল্পনার আওতায় বিয়ের অনুষ্ঠান জাঁকজমক ও অনন্যভাবে আয়োজন করার সব পদক্ষেপ হাতে নেওয়া হবে। যাতে করে বিয়ের অনুষ্ঠান করতেই পর্যটকেরা বাহরাইনকে বেছে নেয়।

দুই বছর মেয়াদি এই পরিকল্পনার আওতায় বিয়ে এবং এই ইভেন্ট-সংশ্লিষ্ট খাতগুলোর উন্নয়ন করা হবে। একই সঙ্গে স্থানীয় মেধা কাজে লাগিয়ে ফ্যাশন, সংগীত ও মেকআপ উন্নত করতে উদ্যোগ নেওয়া হবে।

বাহরাইনের পর্যটন ও প্রদর্শনী কর্তৃপক্ষের (বিটিইএ) প্রধান নির্বাহী শেখ খালিদ বিন হুমদ আল খলিফা বলেন, বাহরাইনের পর্যটন খাত শক্তিশালী হচ্ছে। এই খাতের নতুন অধ্যায় যোগ করতে বিয়ের অনুষ্ঠানকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। যাতে অন্যান্য খাতের মতো বিয়ের ইভেন্টও পর্যটকদের আকৃষ্ট করতে পারে।

২২ জুন বাহরাইনের ইন্টারন্যাশনাল এক্সিবিশন অ্যান্ড কনভেনশন সেন্টারেও আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন বিটিইএর প্রধান নির্বাহী খালিদ বিন হুমদ আল খলিফা।

বাহরাইনে বর্তমানে ৩০টি সংস্থা বিয়ে আয়োজনের কাজ করে থাকে। এসব সংগঠনের মধ্যে বিয়ের পরিকল্পনা থেকে শুরু করে হোটেল, ফ্যাশন ডিজাইন, ইন্টেরিয়র ডিজাইন-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থা রয়েছে।

বিটিইএর প্রধান নির্বাহী খালিদ বিন হুমদ আল খলিফা বলেন, বাহরাইনে পর্যটক আকৃষ্ট করার মতো প্রচুর খাত রয়েছে। সূত্র : **গালফ ডেইলি নিউজ**।

যুবলীগের ইফতার ও দোয়া মাহফিলের অনুষ্ঠানে ইফতারের আগে মঞ্চে অতিথিরা ● প্রথম আলো

## সংক্ষেপ

### তিন কেজি ধানের জন্য ভাইকে খুন!

টাঙ্গাইলের মির্জাপুর উপজেলায় মাত্র তিন কেজি ধানের জন্য ভাই ভাইকে খুন করিয়েছেন। খুনের সঙ্গে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করে আদালতে জবানবন্দি দিয়েছেন ভাই কলু মিয়া। মির্জাপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মোশারফ হোসেন জানান, ১৮ জুন ভোরে উপজেলার ভাওড়া ইউনিয়নের হাড়িয়া গ্রামে সমির উদ্দিন ওরফে বুলু (২৮) খুন হন। পুলিশ বুলুর মেজো ভাই কলুকে গ্রেপ্তার করে। ২২ জুন টাঙ্গাইল জ্যেষ্ঠ বিচারিক হাকিমের আদালতে স্বীকারোক্তি দেন কলু। স্বীকারোক্তিতে কলু জানান, তাঁর সঙ্গে বুলুর সম্পর্ক খারাপ ছিল। পাঁচ-ছয় দিন আগে ধানের বীজতলা তৈরির জন্য বুলুর কাছে তিনি তিন কেজি ধান চান। কিন্তু বুলু ধান দিতে রাজি হননি। এ নিয়ে তাঁদের মধ্যে বাগ্‌বিতণ্ডা হয়। এর পর কলু তাঁর প্রতিবেশী চাচাতো ভাই ছাদেক মিয়াকে ৮০ হাজার ৩০০ টাকা দেন বুলুকে হত্যার জন্য। এরপর পরিকল্পিতভাবে ১৮ জুন ভোরে গাভির দুধ দোহন করার সময় পেছন থেকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে বুলুর মাথায় আঘাত করেন ছাদেক। তাঁকে মির্জাপুরের কুমুদিনী হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
● মির্জাপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধি

### সোনার দাম আবার বাড়ল

আন্তর্জাতিক বাজারে দর বৃদ্ধির কারণে আট দিনের মাথায় দেশের বাজারে সোনার দাম আবার বেড়েছে। গত সপ্তাহের মতো এবারও সোনার দাম ভরিতে সর্বোচ্চ ১ হাজার ২২৫ টাকা বৃদ্ধি পাচ্ছে। নতুন দর ২৬ জুন থেকে কার্যকর হচ্ছে। বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি (বাজুস) সোনার দাম বৃদ্ধির বিষয়ে ২৪ জুন সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সর্বশেষ গত ১৮ জুন প্রতি ভরি সোনায় সর্বোচ্চ ১ হাজার ২২৫ টাকা বৃদ্ধি করেছিল জুয়েলার্স সমিতি। নতুন দর অনুযায়ী, প্রতি ভরি (১১ দশমিক ৬৬৪ গ্রাম) ভালো মানের অর্থাৎ ২২ ক্যারেট সোনা ৪৮ হাজার ৩৪৮ টাকা, ২১ ক্যারেট ৪৬ হাজার ১৯০ টাকা এবং ১৮ ক্যারেটের দাম হবে ৩৯ হাজার ৬০০ টাকা। আর সনাতন পদ্ধতির সোনার ভরি দাঁড়াবে ২৭ হাজার ৫২৭ টাকা। অন্যদিকে রুপার ভরি ১ হাজার ১৬৭ টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১ হাজার ২২৫ টাকা হবে। এ ক্ষেত্রে দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে ভরিতে ৫৮ টাকা।
● নিজস্ব প্রতিবেদক

### ইউপি চেয়ারম্যানকে বরখাস্তের নির্দেশ

রিটার্নিং কর্মকর্তাকে হুমকি দেওয়ায় নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কামাল হোসেনকে বরখাস্তের নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। এ বিষয়ে ২৩ জুন কমিশন সচিবালয় থেকে স্থানীয় সরকার বিভাগে চিঠি পাঠানো হয়েছে। কমিশন আওয়ামী লীগ মনোনীত এই প্রার্থীকে বরখাস্তের পাশাপাশি তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করার নির্দেশ দিয়েছে। গত ২৮ মে কুতুবপুরে ভোট গ্রহণ হয়। নির্বাচনী অনিয়মের কারণে ওই ইউনিয়নে চারটি কেন্দ্রের ভোট গ্রহণ স্থগিত করা হয়েছিল। চিঠিতে বলা হয়েছে, রিটার্নিং কর্মকর্তাকে হুমকি প্রদান ও তাঁর সঙ্গে ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করায় বর্তমান চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগের প্রার্থী কামাল হোসেনকে বরখাস্তের নির্দেশ দিয়েছে ইসি।
● নিজস্ব প্রতিবেদক

### উপনির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী বিএনপি নেতা

দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করে ময়মনসিংহ-৩ (গৌরীপুর) আসনের উপনির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়ায় বিএনপির নেতা মো. আজিজুল হককে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে। উপজেলা বিএনপির একাংশের আহ্বায়ক ২৩ জুন সন্ধ্যায় এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ নোটিশ দেন। দলীয় সূত্রে জানা গেছে, আজিজুল হক উপজেলা বিএনপির ওই অংশের যুগ্ম আহ্বায়ক। তিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েছেন। কিন্তু দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করায় ২৩ জুন সন্ধ্যায় উপজেলা বিএনপির একই অংশের আহ্বায়ক মকবুল হোসেন তাঁকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেন। মকবুল হোসেন *প্রথম আলো*কে বলেন, আজিজুল হককে সাত দিনের মধ্যে লিখিতভাবে কারণ দর্শাতে বলা হয়েছে। আজিজুল হক বলেন, 'আমি এখনো এ ধরনের কোনো চিঠি পাইনি। তা ছাড়া, আমি ২৫ বছর ধরে বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। দল নির্বাচনে না আসায় স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েছি। এখন দল যা সিদ্ধান্ত নেবে তা মেনে নেব।'
● ময়মনসিংহ অফিস



সিলেটের সুরমা নদীর তীরে কিনব্রিজের পাশে ঐতিহ্যবাহী আলী আমজাদের ঘড়ি। ঈদকে সামনে রেখে সিলেট সিটি করপোরেশনের পক্ষ থেকে সংস্কার কাজ করা হচ্ছে। ঘড়ি ঘরের গায়ে লাগানো হচ্ছে রং। ঈদের ছুটিতে সিলেটের এবং বাইরের অনেকে এখানে বেড়াতে আসেন। ২৬ জুন তোলা ছবি ● প্রথম আলো



রংপুর নগর থেকে ১৫ কিলোমিটার দূরে সদর উপজেলার সদ্যপুস্করণী ইউনিয়নের নয়াপুকুর এলাকায় মেয়েদের ফুটবলের গ্রামে পালিচড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও পালিচড়া এম এস উচ্চ বিদ্যালয়ের সামনের মাঠে অনুশীলনে ব্যস্ত মেয়েরা ● প্রথম আলো

# নারী ফুটবলারদের গ্রাম

**আরিফুল হক,** রংপুর ●

রংপুর শহর থেকে ১৫ কিলোমিটার দূরে সদ্যপুষ্করণী ইউনিয়নের অজপাড়াগাঁ নয়াপুকুর। গ্রামের খেলার মাঠে বিরল একটি দৃশ্য অনেককে অবাক করবে—ফুটবল খেলছে গ্রামের মেয়েরা। শুধু খেলছে না, ফুটবলের কলাকৌশল রপ্ত করছে তারা কঠোর অনুশীলনের মধ্য দিয়ে। এরা সবাই 'নয়াপুকুর সাজানো বাগান ফুটবল একাডেমি'র শিক্ষার্থী।

অবাক করা ব্যাপারই বটে—নিভৃত এক গ্রামে মেয়েদের জন্য ফুটবল একাডেমি। সেটাও স্থানীয় লোকজনের গড়ে তোলা। গ্রামের খেটে খাওয়া হতদরিদ্র কৃষকেরা নিজেরা অর্থ দিয়ে গড়ে তুলেছেন এই ফুটবল একাডেমি।

আর হবে না-ই বা কেন, পুরো গ্রামটিই যে মেয়েদের ফুটবলের গ্রাম হিসেবে পরিচিত হয়ে উঠতে শুরু করেছে। এই গ্রামের মেয়েরা এখন খেলছে ঢাকার বিভিন্ন ক্লাবে। ইতিমধ্যে দেশের বাইরেও খেলেছে তারা।

ফুটবল একাডেমির ব্যবস্থাপক এলাকার সাবেক ইউপি সদস্য জাকির হোসেন বলেন, 'গ্রামের সাধারণ মানুষ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। মেয়েদের ফুটবলে সুনাম অক্ষুণ্ন রাখতে আরও অনেক দূরে যেতে চাই আমরা।'

শুরুটা করেছিল গ্রামের পালিচড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মেয়েরা। বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় টুর্নামেন্ট চালু হলে এই স্কুল থেকে গড়ে তোলা হয়েছিল একটি টিম। সেই টিম রংপুর বিভাগে তো চ্যাম্পিয়ন হয়েছেই, জাতীয় পর্যায়ে গিয়েও একবার রানার্সআপ, পরেরবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে।

সেটা ২০১১ সালের কথা। সেই থেকে গ্রামে ফুটবলের বাতাস। গ্রামের ২১ কিশোরী এখন নিয়মিত ফুটবল খেলে।

২১ জুন বিকেলে গ্রামটিতে গিয়ে দেখা যায়, পালিচড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও পালিচড়া এম এস উচ্চবিদ্যালয়ের সামনের মাঠে একাডেমির অনুশীলনের প্রস্তুতি চলছে। খেলোয়াড়দের বয়স ৮ থেকে ১৪ বছরের মধ্যে। কেউ পায়ে বুট পরছে। কেউ গায়ে জড়াচ্ছে জার্সি। কারও আবার খালি পা। অনুশীলনের জন্য মাঠে চিহ্ন (মার্কার) বসানো হয়েছে। এসব চিহ্নের ফাঁকফোকর দিয়ে বল আদান-প্রদান চলছে। আবার কখনো চলছে ফুটবল হাতে মাঠের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত শারীরিক কসরত। দীর্ঘ শ্রমসাধ্য অনুশীলন।

অনুশীলনের ফাঁকে দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী মিশরাত জাহান ময়ূরী বলে, 'আমার নেতৃত্বেই ২০১১ সালে বঙ্গমাতা গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্টে রংপুর বিভাগ রানার্সআপ হয়েছে। পরের বছরই দেশসেরা হয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছি। আমাদের এই গ্রাম থেকে পাঁচজন মেয়ে দেশের বাইরে খেলে সুনাম কুড়িয়েছে। পুরো গ্রামজুড়ে এখন ফুটবলের আলোচনা।'

> দেশের বাইরে নেপালে খেলেছে সিরাজ জাহান স্বপ্না। মৌসুমী আক্তার খেলেছে পাকিস্তানে। ২০১১-১২ সালে পরপর দুই বছর সেরা খেলোয়াড় হয়ে গোল্ডেন বুট জিতেছে এ গ্রামেরই রোকসানা পারভীন

চতুর্থ শ্রেণির স্নেহা আক্তার বলে, 'টিভিতে আমাদের গ্রামের মেয়েদের খেলা দেখে মা-বাবার ইচ্ছায় ফুটবলে নেমেছি। আমিও ওদের মতো একদিন বিদেশে খেলব। ছিনিয়ে আনব জয়।'

অভিভাবকসহ গ্রামের লোকজন মাঠের পাশে দাঁড়িয়ে উৎসাহিত করেন খেলোয়াড়দের।

রেখা আক্তারের বাবা কৃষক বুলবুল আহমেদ বললেন, 'হামার অ্যাটে (আমাদের এখানে) মেয়েমানুষের ফুটবল খেলা নিয়া কোনো বিরোধ নাই। কষ্ট থাকলেও ছাওয়াগুলা প্রতিদিন ফুটবল প্রশিক্ষণ নেয়।'

এ বছর দেশের বাইরে তাজিকিস্তানে এএফসি-অনূর্ধ্ব ১৪ ফুটবল প্রতিযোগিতায় চূড়ান্ত পর্বে বাংলাদেশ দল ভারতকে ৯-০ গোলে হারিয়ে শিরোপাজয়ী হয়। এই জয়ী দলে এ গ্রামেরই তিনজন খেলেছে। এরা হলো লাবণী আক্তার, আর্শিতা জাহান ও আঁখি আক্তার। এর আগে দেশের বাইরে নেপালে খেলেছে সিরাজ জাহান স্বপ্না। মৌসুমী আক্তার খেলেছে পাকিস্তানে। ২০১১-১২ সালে পরপর দুই বছর সেরা খেলোয়াড় হয়ে গোল্ডেন বুট জিতেছে এ গ্রামেরই রোকসানা পারভীন। সে এখন ঢাকায় বিজিএমসিতে খেলছে।

অনুশীলন করা তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রী জয়নব বেগমের বাবা কৃষক রবিউল ইসলাম বলেন, 'দেখতে দেখতে পাঁচটা ছাওয়া (সন্তান) বিদেশোত খেলে আসিল। ওরা এলা (এখন) ঢাকাত খেলায়। এই বয়সে টাকাও পাঠায় বাড়িত।'

খেলার মাঠের পাশে গ্রামের মানুষের উদ্যোগে একটি পাকা ঘর নির্মাণ করা হচ্ছে। সেখানে ড্রেসিং রুম থাকবে। খেলা নিয়ে বৈঠক হবে। প্রশিক্ষণ চলবে। কিন্তু আর্থিক অনটনের কারণে এ মুহূর্তে ঘর নির্মাণ থেমে আছে বলে জানা যায়। তবে থেমে নেই অনুশীলন।

পালিচড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল দলকে প্রশিক্ষণ দিয়ে বহুদূর নিয়ে গিয়েছিলেন রংপুরের বিশিষ্ট ফুটবল খেলোয়াড় হারুন-আর-রশিদ। একাডেমির প্রশিক্ষণের সঙ্গেও তিনি যুক্ত। হারুন-আর-রশিদ *প্রথম আলো*কে বলেন, 'সকাল-বিকেল পরিশ্রম করে এই দলকে অনেক কষ্ট করে গড়ে তুলেছি। প্রতিদিন শহর থেকে গ্রামে ছুটে গিয়েছি। অনেকেই ঢাকার বিভিন্ন ক্লাবে খেলছে। আবার অনেকের ঢাকার ক্লাবে খেলার জন্য ডাক এসেছে। এই গ্রামে মেয়েদের ফুটবলে অনেক আগ্রহ। তাইতো অনেক সম্ভাবনাও রয়েছে। পৃষ্ঠপোষকতা পেলে এই গ্রাম থেকে একদিন পুরো দলই হয়তো দেশের বাইরে খেলবে।'

প্রশিক্ষক হারুন-অর-রশিদের সহকারী হিসেবে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে ওই গ্রামের মিলন খান নামের এক কিশোর। ভালো লাগা থেকে বিনা পয়সায় প্রশিক্ষণের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সে। মিলন বলে, 'হারুন স্যারের অনুপস্থিতিতে আমি মেয়েদের নিয়ে প্রতিদিনই মাঠে থাকি। প্রশিক্ষণের কাজটি কোনো রকমে চালিয়ে যাই।'

সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান নাসিমা জামান ববি বললেন, 'ছোট ছোট মেয়েদের এমন খেলা দেখে আমি প্রায়ই সেখানে ছুটে যাই। তাদের পাশে দাঁড়িয়ে থেকে উৎসাহিত করি।'



খালেদা জিয়া

## সরকারের ভূমিকা রহস্যঘেরা

### বিবৃতিতে খালেদা জিয়া

**নিজস্ব প্রতিবেদক** ●

বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া অভিযোগ করেছেন, উগ্র গোষ্ঠীর কার্যকলাপ নিয়ে সরকারের ভূমিকা এখন রহস্যঘেরা। জঙ্গিদের দমনের নামে বিএনপিসহ বিরোধী দলের নেতা-কর্মী, সমর্থক এবং সাধারণ মানুষের ওপর দুঃসহ নিপীড়নের খড়্গ নামিয়ে আনা হয়েছে।

২৬ জুন জাতিসংঘ ঘোষিত আন্তর্জাতিক নির্যাতন বিরোধী দিবস উপলক্ষে আগের দিন ২৫ জুন বিকেলে গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে খালেদা জিয়া এ কথা বলেন। তিনি বলেন, সারা বিশ্ব আজ যান্ত্রিক সভ্যতায় এগিয়ে গেলেও মানবিক সভ্যতা বেশি দূর এগোতে পারেনি। বাংলাদেশে গণতন্ত্র এখন বন্দী, এখানে ভয়াবহ দুঃশাসন চলছে। দেশে মানুষের ন্যায়বিচার পাওয়ার সব পথ বন্ধ হয়ে গেছে। এখন বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।

বিবৃতিতে খালেদা জিয়া বলেন, বর্তমান সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পরে বিএনপিসহ বিরোধী দলের অসংখ্য নেতা-কর্মী গুম, খুন, অপহরণ ও গুপ্তহত্যার শিকার হয়েছে। বন্দুকযুদ্ধের নামে মানুষ হত্যাকে গা-সওয়া করানো হচ্ছে। সাংবাদিক হত্যা এবং অসংখ্য সাংবাদিককে নিষ্ঠুরভাবে নির্যাতন নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মত প্রকাশের স্বাধীনতা স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য একের পর এক সংবাদপত্র, টেলিভিশন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, যাতে বিরোধীদের কণ্ঠ শোনা না যায়।

খালেদা জিয়া আরও বলেন, সরকারের নিষ্ঠুর দমননীতির ছোবলে গণতন্ত্রকে দেশছাড়া করা হয়েছে। উত্থান হয়েছে এক দানবীয় উগ্র জঙ্গি শক্তির, যারা হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান, ব্লগার, শিয়া সম্প্রদায়, পীর, বাউল-সাধক, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের ওপর মরণঘাতী হামলা করছে।

### প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠানে শেখ হাসিনা

## ষড়যন্ত্র-নির্যাতন আ.লীগকে নিশ্চিহ্ন করতে পারেনি

**প্রথম আলো ডেস্ক** ●

আওয়ামী লীগের তৃণমূল নেতা-কর্মীদের দলের প্রাণভোমরা হিসেবে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী ও দলের সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, এসব ত্যাগী নেতা-কর্মীর কারণেই যতবার দলকে ভাঙার চেষ্টা করা হয়েছে, ততবারই দল আরও উজ্জ্বল ও স্বমহিমায় উদ্ভাসিত হয়েছে।

২৩ জুন রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আওয়ামী লীগের ৬৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তৃতায় শেখ হাসিনা এ মন্তব্য করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, দলের প্রতি আঘাত একবার আসেনি, বারবার এসেছে। প্রতিষ্ঠাতা সভাপতিই যখন দল ভেঙে চলে যান, তখন সে দল টিকিয়ে রাখাই কঠিন হয়। সে সময় বঙ্গবন্ধুর মতো ত্যাগী, স্বাধীনচেতা ও বলিষ্ঠ নেতা ছিলেন বলেই দলটি টিকে গেছে। শক্তিশালীও হয়েছে।

শেখ হাসিনা বলেন, শত ষড়যন্ত্র-নির্যাতনও আওয়ামী লীগকে নিশ্চিহ্ন করতে পারেনি। কারণ, দলটির শেকড় অনেক গভীরে। তৃণমূল নেতা-কর্মীরাই যেকোনো ক্রান্তিকালে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তিনি বলেন, 'ওপরের নেতারা কখনো কখনো ভুল করেছেন। কিন্তু তৃণমূলের নেতারা কখনো সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভুল করেন নাই।'

শেখ হাসিনা আরও বলেন, ১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ ভূখণ্ডে যা কিছু বিশাল অর্জন, তা আওয়ামী লীগের নেতৃত্বেই হয়েছে। তাই আওয়ামী লীগের ইতিহাসের সঙ্গে এ দেশের মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪-তে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ১৯৬২-র আইয়ুবের সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন, ১৯৬৪-র দাঙ্গার পর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা, ১৯৬৬-র ছয় দফা আন্দোলন, উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান—সবই পরিচালিত হয়েছে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে।



শেখ হাসিনা

প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তৃতায় আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। এ ছাড়া জাতীয় চার নেতাসহ দলের পূর্বসূরি নেতা-কর্মী, যাঁদের পরিশ্রম, মেধা ও ত্যাগের বিনিময়ে আওয়ামী লীগ বিশাল সংগঠনে পরিণত হয়েছে, তাঁদের স্মরণ করেন তিনি।

দলের নেতা-কর্মীদের সততার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, 'আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের প্রতি আমি আহ্বান জানাব, একজন রাজনৈতিক নেতা যদি সততার সঙ্গে কাজ করতে পারে, তবে সেই সততাই সবচেয়ে বড় শক্তি। যে শক্তি দিয়ে যেকোনো দুর্যোগ বা দুর্বিপাক মোকাবিলা করা যায়।' তিনি বলেন, ব্যক্তিস্বার্থ নিয়ে যাঁরা রাজনীতি করেন, তাঁরা হয়তো নিজেদের জন্য অনেক কিছু করতে পারেন, কিন্তু দেশকে কখনো কিছু দিতে পারেন না।

বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে ইঙ্গিত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ইফতার পার্টিতে বসে অজস্র মিথ্যা কথা বলে যাচ্ছেন তিনি।

অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য আমির হোসেন আমু, তোফায়েল আহমেদ, সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য মতিয়া চৌধুরী, মোহাম্মদ নাসিম, ওবায়দুল কাদের, ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, অ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন ও সতীশ চন্দ্র রায় এবং যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব উল আলম হানিফ, দীপু মনি, জাহাঙ্গীর কবির নানক প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সূত্র : **বাসস**

## ব্যাংক হিসাবে বেতন পাচ্ছেন ১৫ লাখ কর্মী

**শেষ পৃষ্ঠার পর**

করায় অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে। তিনি ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগে কথা বলার পরামর্শ দেন।

সভায় উপস্থিত কাতারের ব্যবসায়ীরা শ্রম ও ব্যবসাসংক্রান্ত সমস্যা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে আলাদা আদালত স্থাপন করতে মন্ত্রীর মাধ্যমে সরকারের কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন। এর ফলে কর্মী ও নিয়োগদাতাদের মধ্যে বিরোধ দ্রুত নিষ্পত্তি হবে বলে তাঁরা মতামত ব্যক্ত করেন।

কাতারের অর্থনৈতিক উন্নতির কথা বিবেচনায় রেখেই বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে বলে জানান মন্ত্রী। তাই সরকারি নীতিনির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে ব্যবসায়ী মহলের অংশগ্রহণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, ব্যবসায়ীদের বিনিয়োগের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে সরকার নানা ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

ড. ইসা বিন সাদ আলনুলাইমি আরও বলেন, ব্যবসাবান্ধব অবকাঠামো গড়ে তুলতে সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের লক্ষ্যে অর্থ মন্ত্রণালয় দ্রুত পদক্ষেপ নিচ্ছে। এ ছাড়া আন্তর্জাতিক সমালোচনা রোধে বিভিন্ন আইন মেনে চলতে ব্যবসায়ীদের পরামর্শও দেন তিনি।

মতবিনিময় সভায় কাতার চেম্বারের প্রধান শেখ খলিফা আলথানি বলেন, কাতার চেম্বার বিভিন্ন বেসরকারি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের সমস্যা সমাধানের জন্য সরকারের সঙ্গে সমন্বয় সাধনের উদ্যোগ নিচ্ছে।

## বাহরাইনে ১৫ বাসচালকের পদত্যাগ

**শেষ পৃষ্ঠার পর**

এবং গাড়ি চালানোর সময় মুঠোফোন ব্যবহার করার বিষয়ে সতর্ক করার পরও চালকেরা তা মানেননি। সতর্ক করার পরপরই তাঁদের ওপর কোনো জরিমানা চাপানো হয়নি। কিন্তু যখন তাঁরা বারবার নিয়ম ভাঙেন, তখন জরিমানা করা যেতে পারে।

এই কর্মকর্তা বলেন, যানবাহন চালানোর নিয়মকানুন সম্পর্কে চালকদের অবগত রাখতে নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়ে থাকে। তিনি আরও বলেন, 'ধর্মঘট শেষ হয়েছে। কিন্তু ১৫ জন চালক পদত্যাগ করেছেন। এতে যাত্রীরা বাস পেতে বিলম্বের শিকার হতে পারেন। কেননা, এখন আমরা চালকসংকটে পড়েছি।'

ইতিমধ্যে, কয়েকজন চালক *গালফ ডেইলি নিউজ*কে বলেন, তাঁদের দাবিদাওয়ার দিকে নজর দিচ্ছে না কর্তৃপক্ষ। তা ছাড়া, বেতন দেওয়ার ক্ষেত্রে জাতীয়তার ভিত্তিতে তাঁদের প্রতি বৈষম্য করা হচ্ছে। এতে তাঁরা দারুণভাবে হতাশ হয়ে পড়েছেন।

তবে বেতন প্রদানে হেরফের করা প্রসঙ্গে আহমেদ আহমেদ বলেন, এশীয় গাড়িচালকদের বেতন কম দেওয়ার কারণ, তাঁদের আবাসন ও যাতায়াত-সুবিধা প্রদানের বিষয়টি। আর বাহরাইনি চালকদের বেশি বেতন দেওয়ার কারণ, তাঁরা এসব সুবিধা পান না।

বাহরাইনের সরকারি পরিবহন কোম্পানিতে প্রায় ৩০০ বাসচালক রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে বাহরাইনি ছাড়াও আছেন ভারতীয়, শ্রীলঙ্কান ও নেপালি। গত ২১ জুন এই কোম্পানি টুইটার অ্যাকাউন্টে বলা হয়, চালকসংকট সৃষ্টি হওয়ায় অনেক রুট আপাতত বন্ধ রাখা হবে বা যানবাহনগুলো অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে।

সূত্র : **গালফ ডেইলি নিউজ**

## ঈদের সাজে রঙিন কাতার

**প্রথম পৃষ্ঠার পর**

স্টেডিয়ামে বাংলাদেশিদের জন্য অনুষ্ঠিত হবে বিশেষ ঈদ উৎসব। কাতারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এই উৎসবের আয়োজন করছে। এতে প্রবাসীদের পরিবেশনায় নাচ, গান, কৌতুকসহ বৈচিত্র্যময় আয়োজন ও প্রতিযোগিতা থাকছে বলে জানান আয়োজক কমিটির সদস্য সাইফুল ইসলাম।

সাইফুল *প্রথম আলো*কে বলেন, 'ঈদের দিন বিকেল ৫টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত এই অনুষ্ঠান চলবে। প্রতিবারের মতো এবারও দর্শকদের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকছে। আশা করি, এবারের আয়োজনও দর্শকদের ভালো লাগবে।'

কাতারে বসবাসরত সবার জন্য ঈদকে আনন্দময় করে তুলতে নানা পদক্ষেপ ও কর্মসূচি হাতে নিয়েছে কাতার পর্যটন কর্তৃপক্ষ। দোহার অন্যতম প্রাণকেন্দ্র সুক ওয়াকিফ, কাতারাসহ বিভিন্ন পার্ক ও বিপণিবিতানে ঈদ উপলক্ষে কয়েক দিনব্যাপী উৎসবের আয়োজন করা হবে। এসব আয়োজনকে নিরাপদ ও সুশৃঙ্খল রাখতে সড়ক ও জনসমাগমের স্থানে নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করবেন কাতারের আইনশৃঙ্খলাররক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা।

ঈদুল ফিতর উপলক্ষে ৩ থেকে ১১ জুন—এই নয় দিনের সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। ছুটি শেষে ১২ জুন হবে কাতারে প্রথম কর্মদিবস। বেসরকারি অফিস ও প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেদের নিয়ম অনুযায়ী ঈদের ছুটি নির্ধারণ করে থাকে।

দেশে থাকা পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ফোনে কথোপকথন, টিভি নাটক দেখে ও বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে ঘুরে বেড়ানোর মধ্য দিয়েই মূলত প্রবাসীদের ঈদের দিন এবং ঈদের ছুটি কাটে। যাঁরা সপরিবার থাকেন, তাঁরা ঈদের অবসরে বিভিন্ন পার্কে ঘুরতে যান এবং স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের বাসায় বেড়াতে যান। এ ছাড়া বিভিন্ন সংগঠন ঈদের দ্বিতীয় দিন থেকে ঈদ পুনর্মিলনীর আয়োজন করে থাকে, যা সদস্যদের কাছে ঈদের আনন্দের বাড়তি আকর্ষণ হিসেবে যোগ হয়।

সারা বছরের ব্যস্ততা আর কাজের একঘেয়েমির পর ঈদের ছুটির এই সাময়িক অবসরের দিনগুলো ফুরফুরে মেজাজে পার করেন শ্রমিকেরা। ঈদের দিন অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে কর্মীদের জন্য ভালো ও উন্নত খাবারের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। দুপুরের পর কোম্পানির বাসে শ্রমিকদের দোহা ও অন্যান্য জায়গায় পৌঁছে দেওয়া হয়। ফলে দল বেঁধে ঘুরে বেড়ানো আর পরিচিতজনদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ আর আড্ডায় আনন্দমুখর দিন পার করেন অনেক শ্রমিক। এভাবে কাতারে সব শ্রেণি-পেশার মানুষের জন্য ঈদুল ফিতর বয়ে আনে আনন্দ ও উচ্ছ্বসের অনাবিল বার্তা।

## ঈদের আগে লেবানন থেকে ফিরছেন ৩৫০ বাংলাদেশি

**কূটনৈতিক প্রতিবেদক** ●

লেবাননে আটকে পড়া বাংলাদেশের প্রায় সাড়ে তিন শ নাগরিককে এবারের ঈদের আগে দেশে ফেরত পাঠাচ্ছে বৈরুতে বাংলাদেশ দূতাবাস। তাঁদের মধ্যে ২৪ ও ২৫ জুন প্রথম দফায় দেশে ফিরেছেন ৩০ জন বাংলাদেশি।

বৈরুতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত আবদুল মোতালেব সরকার *প্রথম আলো*কে এ তথ্য জানান।

পশ্চিম এশিয়ার দেশটিতে এখন ১ লাখ ৩০ হাজার বাংলাদেশি মূলত গৃহকর্মী ও পরিচ্ছন্নতাকর্মী হিসেবে কাজ করছেন। বাংলাদেশের অদক্ষ শ্রমিকদের একটি অংশ বিপণিবিতান, আসবাবপত্রের দোকান, হাসপাতালসহ বিভিন্ন জায়গায় পরিচ্ছন্নতাকর্মীর কাজ করে। কিছু লোকজন কৃষিখামার ও নির্মাণশিল্পের কাজে যুক্ত।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, বাংলাদেশের অবৈধ যেসব লোকজনকে দেশে ফেরত পাঠানো হচ্ছে তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই দুই থেকে আট বছর ধরে লেবাননে অবস্থান করছেন। লোকজনের অবৈধ হয়ে পড়ার প্রধান কারণ হচ্ছে, বাংলাদেশ থেকে চুক্তিতে কাজে যোগ দেওয়ার কয়েক সপ্তাহ থেকে কয়েক মাসের মধ্যে এসব লোকজন ওই কর্মক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়ে যান। বাংলাদেশের কর্মীরা পালিয়ে যাওয়ার ২৪ ঘণ্টা পর লেবাননের চাকরিদাতারা তাঁদের বিরুদ্ধে চুরির মামলা ঠুকে দেন।

বাংলাদেশের একেকজন শ্রমিক সংগ্রহের জন্য লেবাননের মালিকদের গড়ে দুই হাজার মার্কিন ডলার খরচ করতে হয়, অপেক্ষায় থাকতে হয় বেশ কয়েক মাস। দালালের খপ্পরে পড়ে বাংলাদেশের লোকজনের পালিয়ে যাওয়ার বিষয়টি ক্ষমার চোখে দেখছেন না লেবাননের নিয়োগকর্তারা। ফলে বাংলাদেশের লোকজন কর্মস্থল ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার পর তাঁদের বিরুদ্ধে চুরির মামলা দায়ের লেবাননে সাধারণ নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে।

## ঈদের জামাত

**শেষ পৃষ্ঠার পর**

ঈদের জামাত হবে এবং কারা ঈদের জামাতে ইমামতি ও খুতবা দেবেন, তা ঠিক করে কাতারের ওয়াকফ ও ইসলামবিষয়ক মন্ত্রণালয়। এই মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে কাতারের অসংখ্য মসজিদে ইমাম, খতিব ও মুয়াজ্জিন হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন শ শ বাংলাদেশি হাফেজ ও আলেম। কাতারে অনেক জায়গায় ঈদের জামাতে খুতবা দেওয়া ও ইমামতির দায়িত্বও পালন করেন বেশ কয়েকজন খ্যাতিমান বাংলাদেশি আলেম। ফলে যথাযথ প্রক্রিয়ায় উদ্যোগ নেওয়া গেলে এমন একটি বিশেষ ঈদ জামাতের আয়োজন কঠিন কিছু নয়।

এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ স্কুল ও কলেজের অধ্যক্ষ জসিমউদ্দীন বলেন, 'এই প্রস্তাব বাস্তবায়ন করা গেলে আমাদের বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ বাংলাদেশি কমিউনিটির জন্য একটি চমৎকার মিলনমেলা হবে। যেহেতু এই উদ্যোগ বাস্তবায়ন করতে গেলে সরকারি অনুমতি ও অন্যান্য প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে। সে ক্ষেত্রে বাংলাদেশ দূতাবাস কর্তৃপক্ষ এই উদ্যোগ নিলে স্কুলের পক্ষ থেকে সব ধরনের সহযোগিতা করা হবে।'

কাতার শাখা আওয়ামী লীগের সভাপতি ওমর ফারাক চৌধুরী বলেন, 'আমরা কয়েক দিন আগে দূতাবাসে এমন দাবির প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছিলাম। কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো উদ্যোগ দেখিনি। এমন আয়োজন করা গেলে বাংলাদেশি কমিউনিটির মধ্যে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি আরও শক্তিশালী হবে।'

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে দূতাবাসের দ্বিতীয় সচিব নজরুল হক বলেন, 'আমরাও এমন একটি আয়োজনের পক্ষে। কিন্তু এর যথাযথ প্রক্রিয়া সম্পর্কে আমরা এখনো অবগত নই। তবে শিগগিরই এটা যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে আমরা তুলে ধরব।'

## তেলের দরপতনে

**শেষ পৃষ্ঠার পর**

প্রাকৃতিক গ্যাস রপ্তানির দিক দিয়ে বিশ্বে এক নম্বরে রয়েছে। কাতার যেসব বড় অবকাঠামোগত প্রকল্প হাতে নিয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে দোহা নিউ পোর্ট, একটি মেট্রো সিস্টেম এবং রাজধানীর কয়েকটি অংশকে ঢেলে সাজানো।

২০২২ সালে কাতারে যে ফুটবল বিশ্বকাপ হতে, তাতে ৩০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের মতো ব্যয় হবে। এর মধ্যে বিভিন্ন স্টেডিয়াম নির্মাণ ও সংস্কারেই ব্যয় হবে ১০ বিলিয়ন ডলার। আয়োজকেরা এ কথা জানিয়েছেন।

এমডিপিএস বলছে, কাতার চলতি বছর ৭ দশমিক ৮ শতাংশ বাজেট ঘাটতিতে পড়বে। গত ১৫ বছরের মধ্যে দেশটি এই প্রথম এমন ঘাটতিতে পড়তে যাচ্ছে। এ ঘাটতির পরিমাণ ২০১৭ সালে বেড়ে ৭ দশমিক ৯ শতাংশ এবং ২০১৮ সালে কমে ৪ দশমিক ২ শতাংশ হবে বলে ওই গবেষণাপত্রে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে।

কাতারের অর্থনীতি অব্যাহতভাবে সম্প্রসারিত হবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। কিন্তু প্রবৃদ্ধির হার ধীরগতির হবে। এমডিপিএস বলছে, চলতি বছর এই প্রবৃদ্ধি ৩ দশমিক ৯ শতাংশ থাকলেও ২০১৮ সালে তা কমে ৩ দশমিক ২ শতাংশে দাঁড়াবে। সূত্র : **এএফপি**।

# রোগীর কাছে 'লন্ডনি হাসপাতাল'

**উজ্জ্বল মেহেদী**, সিলেট ●

হাসপাতালের অভ্যর্থনাকক্ষে বসেছিলেন আফছানা খাতুন। বয়স চল্লিশ পেরিয়েছে। বাঁ হাতের কনুই উঁচিয়ে একটি টিউমার দেখালেন। বললেন, 'আমি আইছি না, আমারে তাঁরা বাড়ি থাকি খুঁজি আনছইন!'

বাংলাদেশের বাস্তবতায় ব্যতিক্রমই বটে। যেখানে হাসপাতালে এসে চিকিৎসা পাওয়া দুরূহ, সেখানে হাসপাতালের কর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে রোগী খুঁজে আনছেন! তবে আফছানাই একমাত্র সৌভাগ্যবান নন; ওই অভ্যর্থনাকক্ষেই দুই নবজাতকের মাসহ মধ্যবয়স্ক আরও সাতজন নারীর দেখা মিলল। তাঁরা সবাই মাঠকর্মীদের মাধ্যমে এসেছেন হাসপাতালে।

হাসপাতালটির নাম বিয়ানীবাজার ক্যানসার অ্যান্ড জেনারেল হাসপাতাল। বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জেলা সিলেটের বিয়ানীবাজার উপজেলা সদরের দাসগ্রামে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বেসরকারি উদ্যোগে। উদ্যোক্তারা যুক্তরাজ্যপ্রবাসী, যাঁরা সিলেট অঞ্চলে 'লন্ডনি' নামে পরিচিত। তাই হাসপাতালটিও লোকমুখে 'লন্ডনি হাসপাতাল' নামে পরিচিতি পাচ্ছে।

বিয়ানীবাজারের মোল্লাপুর ইউনিয়নের লাসাইতলা গ্রামে গিয়ে দুবারের চেষ্টায় রক্ষণশীল আফছানা খাতুনকে হাসপাতালে আনতে সক্ষম হয়েছেন মাঠকর্মীরা। তাঁর কৃষক স্বামী মো. জামাল উদ্দিন একদিন গিয়ে হাসপাতাল দেখে এসে আশ্বস্ত হওয়ার পরই এটা সম্ভব হয়েছে। ওই এলাকায় ৪৩১ জন টিউমার-আক্রান্ত রোগী শনাক্ত করেছেন হাসপাতালটির কর্মীরা। তাঁদের ৬০ ভাগই নারী।

দেশে স্বাস্থ্যসেবার সব কটি সূচকে পিছিয়ে আছে সিলেট অঞ্চল। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানায়, গত বছরের মার্চ মাস থেকে অক্টোবর পর্যন্ত আট মাস 'ডোর টু ডোর' কার্যক্রম চালানো হয়। হাসপাতালের প্রশিক্ষিত ২০ জন মাঠকর্মীর সঙ্গে ২০ স্বেচ্ছাসেবী মিলে ৪০ জনের দল গঠন করা হয়। উদ্দেশ্য ছিল ক্যানসার সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করা।

এই মাঠকর্মীদের তদারক করেন হাসপাতালের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপক ফাতেমা-তুজ-জহুরা। তিনি জানান, তিন থেকে পাঁচ সদস্যের একেকটি দল সপ্তাহে তিন দিন বাড়ি বাড়ি গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করেছে। পৌর এলাকাসহ বিয়ানীবাজারের আটটি ইউনিয়ন এবং পার্শ্ববর্তী তিনটি উপজেলার ১৫ হাজার ৭৪৭টি বাড়িতে পৌঁছান মাঠকর্মীরা।

মাঠকর্মী ইমা বেগম জানান, সাধারণত ক্যানসারের সাতটি লক্ষণ নিয়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে কথা বলেন তাঁরা। একাধিক লক্ষণ পাওয়া গেলে হাসপাতালে এনে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা করানো হয়। কর্তৃপক্ষের হিসাবে, এই প্রক্রিয়ায় ১১৯ জন ক্যানসার রোগী শনাক্ত করা গেছে। তাঁদের বয়স ৪৫ থেকে ৬৫-এর মধ্যে। এর মধ্যে নারী ৭১ জন, পুরুষ ৪৮ জন। নারীরা ব্রেস্ট ও জরায়ু ক্যানসারে আক্রান্ত। পুরুষদের মুখে, গলায়, খাদ্যনালি, লিভার ও রক্তের ক্যানসার ধরা পড়েছে।

হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক চিকিৎসক সজিবুর রহমান জানান, ক্যানসারে আক্রান্ত ব্যক্তিদের অধিকাংশই চিকিৎসাসেবার বাইরে ছিলেন। তাঁদের মাত্র ২৭ জন জানতেন, তাঁরা ক্যানসারে আক্রান্ত। কিন্তু চিকিৎসা ব্যয়বহুল হওয়ায় কবিরাজি আর ঝাড়ফুঁক করিয়ে মৃত্যুর প্রহর গুনছিলেন।

এর বাইরে ব্রেস্ট ও জরায়ুর ক্যানসার পরীক্ষার জন্য আরও ১ হাজার ৫২ জনকে নির্বাচন করা হয়েছে। তাঁদের সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা বিনা মূল্যে করা হচ্ছে বলে জানান হাসপাতালের উপদেষ্টা চিকিৎসক মহিউদ্দিন।



রোগীর খোঁজে ঘরে ঘরে যান বিয়ানীবাজার ক্যানসার অ্যান্ড জেনারেল হাসপাতালের মাঠকর্মীরা ● ছবি : আনিস মাহমুদ





বিয়ানীবাজার ক্যানসার অ্যান্ড জেনারেল হাসপাতালের ভবন (বাঁয়ে) ও হাসপাতালের অস্ত্রোপচার কক্ষ ● প্রথম আলো

পার্শ্ববর্তী মৌলভীবাজারের বড়লেখা গ্রামের দৌলতপুরের ক্যানসারে আক্রান্ত নুরুন নাহারের (৬৫) ব্রেস্ট ক্যানসার ধরা পড়েছে। তিনিই প্রথম রোগী, যাঁকে কেমোথেরাপি দেওয়া হয় এই হাসপাতালে। নুরুন নাহার *প্রথম আলো*কে বলেন, 'হাসপাতালে আছি, না লন্ডন আছি; বোঝবার দিছইন না তাঁরা (চিকিৎসক ও সেবিকারা)।'

বাংলাদেশের উপজেলা পর্যায়ে এটাই প্রথম কেমোথেরাপি দেওয়ার ঘটনা বলে জানালেন ক্যানসার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সাদ উদ্দিন জায়গিরদার। তাঁর আশা, একদিন ক্যানসার রোগের সব ধরনের চিকিৎসা এখানে সম্ভব হবে।

কেমোথেরাপির জন্য হাসপাতালে ফি নির্ধারণ করা হয়েছে ৩ হাজার ৫০০ টাকা। অন্য হাসপাতালে কেমোথেরাপি দিতে ১০ থেকে ১৫ হাজার টাকা লাগে। অবস্থাসম্পন্ন রোগীরা নিজ থেকে ওষুধপত্র কেনেন। গরিব রোগীদের ওষুধ থেকে শুরু করে কেমোথেরাপির খরচ হাসপাতালের 'দরিদ্র তহবিল' থেকে দেওয়া হয়।

হাসপাতালের সাধারণ স্বাস্থ্যসেবা শাখায় প্রতিদিন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা রোগী দেখেন। এক বছরে এই শাখায় আট হাজার নিবন্ধিত রোগীকে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ফি মাত্র ৬০ টাকা। পরীক্ষা-নিরীক্ষার খরচ বাজারমূল্যের চেয়ে ৪০ ভাগ কম রাখা হয় বলে দাবি করল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

যুক্তরাজ্যের ২০১১ সালের আদমশুমারি বলছে, দেশটিতে ৪ লাখ ৫১ হাজার ৫২৯ বাংলাদেশি স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। এই বাংলাদেশিদের ৯০ ভাগই সিলেট অঞ্চলের বাসিন্দা বলে জানায় প্রবাসীকল্যাণ সংগঠন বাংলাদেশ ওভারসিজ সেন্টার। এককভাবে সবচেয়ে বেশি যুক্তরাজ্যপ্রবাসী বিয়ানীবাজারের। এই হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন এই বিয়ানীবাজারেরই ২৬ জন উদ্যোগী প্রবাসী। প্রাথমিকভাবে তাঁরা চার মিলিয়ন পাউন্ডের একটি তহবিল গঠন করেন। উদ্যোক্তারা এক হাজার পাউন্ড অনুদান দিয়ে হাসপাতাল পরিচালনায় অংশ নিতে আহ্বান জানালে এ পর্যন্ত ২২৯ জন প্রবাসী সাড়া দিয়েছেন। হাসপাতাল ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান শামসুদ্দিন খান। ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও এম সাব উদ্দিন।

স্থানীয় সাংসদ ও শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ২০১০ সালে ৬১ শতক জমির ওপর ৫০ শয্যার হাসপাতালটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। গত বছরের ২০ ফেব্রুয়ারি স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম শুরু হয়। শিক্ষামন্ত্রী *প্রথম আলো*কে বললেন, 'উদ্যোগটি বাস্তবায়ন হবে কি না, এ নিয়ে একধরনের দ্বিধা ছিল আমার মধ্যে। কিন্তু এখন আমি খুশি।'

বিয়ানীবাজার শহরের কলেজ রোড দিয়ে প্রায় আধা কিলোমিটার এগোলে দাসগ্রাম। জনকোলাহলমুক্ত জায়গায় একটি চারতলা ভবন। সামনে খোলা প্রাঙ্গণ। একজন তত্ত্বাবধায়ক চিকিৎসকসহ ১২ জন চিকিৎসক রোগীদের সেবায় নিয়োজিত। ২০ জন মাঠকর্মীসহ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সংখ্যা ৪০। স্থায়ী আবাসনের জন্য হাসপাতাল প্রাঙ্গণে আরও দুটি ভবন নির্মাণ করা হবে। একটিতে চিকিৎসক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীরা থাকবেন। অপরতে রোগীর আত্মীয় বা দর্শনার্থীদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা থাকবে।

সিলেটের সিভিল সার্জন মো. হাবিবুর রহমান হাসপাতালটি পরিদর্শন করে সার্বিক পরিবেশে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, ক্যানসার তখনই ধরা পড়ে, যখন এ থেকে উত্তরণের আর কোনো পথ থাকে না। কারণ, এই রোগের উপসর্গগুলো চিহ্নিত করে আগে থেকে মোকাবিলা করার বিষয়ে সচেতনতা কম। সেদিক থেকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে রোগী শনাক্ত করে এনে চিকিৎসা দেওয়া মহতী উদ্যোগ।

## চট্টগ্রামে ইফতারিতে মেজবানি মাংস

**সাঈদা ইসলাম**, চট্টগ্রাম ●

সরিষার তেল ও নারকেল-বাদাম বাটার সঙ্গে কয়েক ধরনের মসলা মিশিয়ে রান্না করা গরুর মাংস চট্টগ্রামের অনন্য ঐতিহ্য। স্থানীয়ভাবে এটি মেজবানি মাংস নামে পরিচিত। বিভিন্ন সামাজিক ও পারিবারিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে মেজবানের (নিমন্ত্রণ) আয়োজনের রেওয়াজ রয়েছে চট্টগ্রামে। গত কয়েক বছরে মেজবানি স্বাদের মাংস স্থান করে নিয়েছে ইফতারের টেবিলেও। রমজান মাসে বিভিন্ন রেস্তোরাঁর পাশাপাশি নগরের বিভিন্ন সড়কে দারুণ স্বাদের মেজবানি মাংস বিক্রি করা হচ্ছে।

নগরের চৌমুহনী এলাকার পীরবাড়ি রোডের মেজবানি মাংসের কদর পুরো নগরেই রয়েছে। রোজার মাসে যেকোনো দিন দুপুরের পর পীরবাড়ি রোডে ঢুকলেই মেজবানি মাংসের খুশবু পাওয়া যাবে। রাস্তার দুই ধারে বসে মাংস বিক্রির অস্থায়ী বেশ কয়েকটি দোকান।

সম্প্রতি পীরবাড়ি রোডে গিয়ে দেখা যায়, বেশির ভাগ দোকানের ব্যানারে লেখা, 'স্পেশাল রান্না করা মেজবানের মাংস'। দোকানগুলোর টেবিলের একপাশে থরে থরে সাজানো ছোট-বড় বাটি। টেবিলের অপর পাশে পাশে মেজবানের মাংসের বড় হাঁড়ি। মাংস গরম রাখতে রয়েছে কয়লার ব্যবস্থাও। ক্রেতা এলে হাঁড়ি থেকে গরম মাংস তুলে দেওয়া হচ্ছে বাটিতে। এই মাংসের সঙ্গে বিক্রি হচ্ছে মেজবানি কায়দায় মাংসের হাড়গোড় দিয়ে রান্না চনার ডাল (ছোলার ডাল)।

পীরবাড়ি রোডের একটি দোকানে মেজবানি মাংস রান্না করেন মোকলেছুর রহমান বাবুর্চি। এমনিতে সারা বছর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে মেজবানি মাংস রান্না করেন তিনি। মেজবানি মাংসের বিশেষত্ব কী জানতে চাইলে তিনি পুরো রহস্যটা ভাঙলেন না। বললেন, মশলার অনুপাতের এদিক-সেদিক হলেই আসল স্বাদ ও ঘ্রাণ আসবে না।

কথা হয় পীরবাড়ি রোডের মেজবানি মাংস বিক্রির অন্যতম উদ্যোক্তা সাঈদ মোহাম্মদের সঙ্গে। তিনি বলেন, ১৯৯৮ সালে এলাকার কয়েকজন পরিচিত বন্ধুবান্ধব মিলে প্রথম মেজবানি মাংস বিক্রি শুরু করেন তাঁরা। প্রথম দিন ১০ কেজি মেজবানি মাংস রান্না হয়েছিল। খুব অল্প সময়ের মধ্যে পাড়া-প্রতিবেশীরাই সেগুলো কিনে নেন। সেই থেকে শুরু। কেবল রমজান মাসেই মেজবানি মাংস বিক্রি করেন তাঁরা।

খুলশী থেকে ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে পীরবাড়ি রোডে মাংস কিনতে এসেছেন কাতারপ্রবাসী ব্যবসায়ী নিজাম উদ্দিন। তিনি বলেন, মেজবানি মাংসের চেয়ে প্রিয় খাবার আর কিছুই নেই। সাদা ভাতের সঙ্গে এর স্বাদ অতুলনীয়।

বিক্রেতারা জানান, দুপুর ১২টার মধ্যেই মেজবানি মাংস রান্নার কাজ শেষ করা হয়। এখানে কেজিপ্রতি মেজবানি মাংস বিক্রি হচ্ছে ৪৮০ টাকায়, চনার ডাল ১৪০ টাকায়।

মেজবানি মাংসের জনপ্রিয়তার কারণে নগরের পাঠানটুলী, শেখ মুজিব রোড, বাদামতলী, বহদ্দারহাটেও এ রকম অস্থায়ী দোকানের দেখা মিলেছে।

## কৃষক নয় ব্যবসায়ীরা দিচ্ছেন ধান!

### হবিগঞ্জে সরকারের ধান সংগ্রহ

**হাফিজুর রহমান**, হবিগঞ্জ ●

হবিগঞ্জে বিধি ভঙ্গ করে ব্যবসায়ীরা সরকারি গুদামে ধান দিচ্ছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এর ফলে বঞ্চিত হচ্ছেন প্রান্তিক কৃষক।

জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সূত্র জানায়, এ জেলায় গত ২৬ মে থেকে ধান কেনা শুরু হয়। আটটি উপজেলায় ১০টি ক্রয়কেন্দ্রের মাধ্যমে ১৫ হাজার ৩৩৬ মেট্রিক টন ধান সংগ্রহ করা হবে। ৩১ আগস্ট পর্যন্ত এ অভিযান চলবে। ২৩ জুন পর্যন্ত ১ হাজার ৫৩০ টন ধান সংগ্রহ করা হয়। জেলায় বর্তমানে ধানের দাম প্রতি মণ ৫৩০ থেকে ৫৫০ টাকা। কৃষকদের ক্ষতি পুষিয়ে দিতে সরকার একই ধান ৯২০ টাকা মণ দরে সংগ্রহ করছে।

কৃষকেরা বলছেন, ধান সরবরাহ করার জন্য তাঁদের নাম তালিকায় ওঠানো হয়নি। এ কার্যক্রমের শুরু থেকেই স্থানীয় ব্যবসায়ীরা ধান সরবরাহ করছেন।

২২ জুন হবিগঞ্জ শহরের গরুর বাজার-সংলগ্ন ধান ক্রয়কেন্দ্রে (খাদ্যগুদাম) গিয়ে দেখা যায়, ধানভর্তি ট্রাক, ট্রাক্টর ও ছোট ছোট ট্রলি সারি ধরে দাঁড়ানো। দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে সাত টন ধান বিক্রির রসিদ নেন জহুর আলী ও আজগর মিয়া নামের দুই ব্যক্তি।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, জহুর ও আজগর কেউই কৃষক নন। তাঁরা শহরের উমেদনগর এলাকার একটি ধান ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের লোক। সারিতে দাঁড়ানো অন্য ব্যক্তিরাও ব্যবসায়ীদের লোকজন। একেকজন ব্যবসায়ী পাঁচ-ছয়জনকে কৃষক সাজিয়ে ধান বিক্রির জন্য পাঠিয়েছেন। বিষয়টি খাদ্য বিভাগের লোকজনও জানেন।

তবে জহুর আলী ও আজগর মিয়া বলেন, তাঁরাই একই সঙ্গে ব্যবসায়ী ও কৃষক।

বেলা একটার দিকে ধানবোঝাই একটি ট্রাক কেন্দ্রে আসে। কিন্তু এর সঙ্গে কোনো কৃষককে খুঁজে পাওয়া যায়নি।

এ সময় কেন্দ্রের দায়িত্বরত ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি-এলএসডি) এ কে এম এমরান হোসেন ভূঁইয়া বলেন, তিনিও জানেন না কারা এ ধান নিয়ে এসেছেন। সেখানে উপস্থিত বাবুল মিয়াসহ কয়েকজন বলেন, এখানে ধানবোঝাই যত ট্রাক, ট্রাক্টর ও ট্রলি রয়েছে, সবই স্থানীয় ব্যবসায়ীদের।

সদর উপজেলার শায়েস্তাগঞ্জ ধান ক্রয়কেন্দ্রে গিয়েও ধানবোঝাই সারি সারি ট্রাক ও ট্রাক্টর দেখা যায়। এখানেও ধান সরবরাহকারীদের বেশির ভাগই ব্যবসায়ী।

কেন্দ্রে পাঁচ টন ধান বিক্রি করেন ছালেহ মিয়া ও আবদুস সালাম নামের দুজন। তাঁরা বলেন, তাঁরা ধান ব্যবসায়ী ইলিয়াস মিয়ার লোক।

বানিয়াচং উপজেলার আলমপুর গ্রামের কৃষক সফিকুল আলম বলেন, কৃষক ধান সংগ্রহকেন্দ্রে গেলে খাদ্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের হাতে নানাভাবে হয়রানির শিকার হন। তাঁরা কৃষকের ধান দেখলেই বলেন, আর্দ্রতা লাগবে ১৪ ভাগ। ধান ভেজা, আরও শুকাতে হবে ইত্যাদি। এ ছাড়া তাঁদের প্রতি মণে দুই-তিন কেজি ধান বেশি দিতে হয়। অথচ ব্যবসায়ীদের কোনো শর্তই পালন করতে হয় না।

## রাস্তা ভেঙে দিঘিতে মানুষের দুর্ভোগ

**জুড়ী** (মৌলভীবাজার) **প্রতিনিধি** ●

মৌলভীবাজারের কুলাউড়া উপজেলার হাজীপুর ইউনিয়নের দুটি কাঁচা রাস্তা বেশ কিছু দিন ধরে পাশের একটি সরকারি দিঘিতে ধসে পড়ছে। এতে ওই ইউনিয়নের চারটি গ্রামের লোকজন ওই রাস্তা দিয়ে চলাচল করতে গিয়ে দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন।

এলাকাবাসী ও উপজেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, চান্দগাঁও গ্রামে প্রায় ১০ বিঘা জমিতে একটি সরকারি দিঘি আছে। এটি চান্দগাঁও দিঘি নামে পরিচিত। মাছ চাষের জন্য উপজেলা প্রশাসন চান্দগাঁও মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিমিটেডকে তিন বছর মেয়াদে দিঘিটি ইজারা দিয়েছে। দিঘির পশ্চিম পাড়ে চান্দগাঁও-পীরেরবাজার ও দক্ষিণ পাড়ে চান্দগাঁও-কেওলাকান্দি কাঁচা রাস্তা। ওই দুটি রাস্তা দিয়ে চান্দগাঁও, মীরগাঁও, কাথাইরপার ও ভূঁইগাঁও (একাংশ) গ্রামের অন্তত তিন হাজার লোক চলাচল করেন। মাস খানেক আগে থেকে দিঘির পশ্চিম ও দক্ষিণ পাড়ের রাস্তায় ভাঙন দেখা দেয়। ভাঙন প্রতিরোধে ব্যবস্থা না নেওয়ায় রাস্তার বেশ কিছু অংশ দিঘিতে ধসে পড়েছে।

হাজীপুর ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) ৮ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য রাজা মিয়া গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে বলেন, ঝুঁকি নিয়ে দুটি রাস্তা দিয়ে যান চলাচল করছে। রাতে চলাচলের সময় ধসে পড়া স্থানে পড়ে গিয়ে পথচারীরা প্রায়ই দুর্ঘটনার শিকার হন।

হাজীপুর ইউপির চেয়ারম্যান আবদুল বাছিত বলেন, নির্বাচিত হওয়ার পর ২১ জুন তিনি শপথ নিয়েছেন। ওই দিন বিকেলে তিনি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। তাঁর মতে, দুটি রাস্তাকে ভাঙনের কবল থেকে রক্ষা করতে হলে দিঘির পাড়ে প্রতিরক্ষাদেয়াল নির্মাণ করতে হবে। এ ব্যাপারে উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে তিনি কথা বলবেন।

চান্দগাঁও মৎস্যজীবী সমিতির সভাপতি রণ মালাকার বলেন, গত মে মাসে ঝোড়ো বাতাসে দিঘির দুই পাড়ের কয়েকটি গাছ উপড়ে যায়। এর পর থেকেই রাস্তায় ধস নামে।

উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) মহাজন আলী হোসেন গতকাল বিকেলে মুঠোফোনে *প্রথম আলো*কে বলেন, এ ব্যাপারে খোঁজ নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

### সরানোর উদ্যোগ নেই, বর্ষায় পাহাড়ধসে প্রাণহানির শঙ্কা

# টেকনাফে পাহাড়ের কোলে ১০ হাজার মানুষের বাস

**গিয়াস উদ্দিন, টেকনাফ**, কক্সবাজার ●

কক্সবাজারের টেকনাফে পাহাড়ের পাদদেশে বসবাস করা পরিবারগুলো সরানোর উদ্যোগ নেই। বর্ষা এলে শুধু মাইকিং করে দায় সারে প্রশাসন। পরিবেশবাদীরা বলছেন, অতি ঝুঁকিতে থাকা লোকজনকে না সরালে এই বর্ষায়ও প্রাণহানির আশঙ্কা রয়েছে।

পরিবেশকর্মী ও বন বিভাগের কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পাহাড়ের পাদদেশে বসবাস করছে প্রায় ১০ হাজার মানুষ।

সরেজমিনে দেখা গেছে, টেকনাফ পৌরসভার উপজেলা পরিষদসংলগ্ন ফকিরামোরা, ধুমপেরাংঘোনা, পল্লানপাড়া ও নাইট্যংপাড়ার পাহাড়ে বাঁশের বেড়া, ছন, গোলপাতা, টিন, পলিথিন ও মাটির তৈরি ঘরে বসবাস করছে কমপক্ষে এক হাজার পরিবার। এসব ঘরে শিশুসহ বিভিন্ন বয়সী ৫ থেকে ১১ জন পর্যন্ত বসবাস করছেন।

ফকিরামোরায় পাহাড়ের পাদদেশে বসবাস করা নবী হোসেন ও সানজিদা বেগম বলেন, ছয় বছর আগে পাহাড়ধসে প্রাণহানির পর সরকারিভাবে খাসজমি বরাদ্দ দেওয়ার কথা বলে তালিকা তৈরি করা হলেও তাদের এখনো পর্যন্ত কোনো জমি দেওয়া হয়নি। তাই পাহাড়ের পাদদেশে ঝুঁকি নিয়ে হলেও বসবাস করতে বাধ্য হয়েছি।

উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা জানান, চলতি মাসের প্রথম সপ্তাহে টানা বৃষ্টির সময়ও মাইকিং করা হয়। কিন্তু কেউ সরে না।

বন বিভাগ সূত্র জানায়, টেকনাফ উপজেলায় তিনটি রেঞ্জে বিভক্ত করা হয়েছে—টেকনাফ, শীলখালী ও হোয়াইক্যং রেঞ্জ। এতে ১৩ হাজার ৮৫৯ হেক্টর বনভূমিতে প্রায় ১০ হাজার মানুষ বসবাস করছে। এর মধ্যে গত বছর অতি ঝুঁকিতে বসবাসরত ৭৫১ পরিবারের একটি তালিকা উপজেলা প্রশাসনের কাছে জমা দেওয়া হয়েছিল। পরে তা আর বাস্তবায়ন হয়নি। বর্তমানে উপজেলা পরিষদসংলগ্ন ফকিরামোরা, ধুমপেরাংঘোনা, গিলাতলি, বৈদ্যরঘোনা, নাজিরঘোনা, শিয়াইল্যারঘোনা, উরুমেরছড়া, পল্লানপাড়া, নাইট্যংপাড়া, কেরুনতলি, বরইতলি, জাহালিয়াপাড়া, রোজারঘোনা, রঙ্গিখালী, উলুচামারী, লেচুয়াপ্রাং, পানখালী, সিকদারপাড়া, রোজারঘোনা, মিনাবাজার, আমতলি, নোয়াখালী, কচ্চপিয়া, বড়ডেইল, পুরানপাড়া, চাকমাপাড়া, হলবনিয়া, আছারবনিয়া ও শামলাপুর এলাকায় পাহাড়ের পাদদেশে বসতি রয়েছে। স্থানীয় কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তির সহায়তায় স্থাপনা তৈরি করে বসতি গড়ে তোলে হয়েছে।

উপজেলা প্রশাসন ও বন বিভাগ সূত্র জানায়, ২০১৫ সালের ২৭ জুন টেকনাফের বাহারছড়ার পূর্ব পুরানপাড়ায় পাহাড়ধসে মা-মেয়ে যায় যান। বড় দুর্ঘটনা ঘটে ২০১০ সালের ১৫ জুন। কক্সবাজার জেলার বিভিন্ন স্থানে পাহাড়ধসে ৬৪ জনের মৃত্যু হয়। এর মধ্যে টেকনাফের ছিল ৩৪ জন।

কক্সবাজার বন ও পরিবেশ সংরক্ষণ পরিষদের সভাপতি দীপক শর্মা বলেন, টেকনাফে পাহাড়ের পাদদেশে সরকারি জায়গা দখল করে ঘর তোলায় সহায়তা করে স্থানীয় প্রভাবশালীরা। এসব পাহাড়ের বসবাসকারীদের বেশির ভাগ রোহিঙ্গা।

বন বিভাগের টেকনাফ রেঞ্জ কর্মকর্তা মো. সাদেকুর রহমান বলেন, স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের যোগসাজশে বিভিন্ন পাহাড় দখল করে শত শত মানুষ দীর্ঘদিন ধরে অবৈধভাবে বসবাস করে আসছে। প্রতি বছর পাহাড়ধসে প্রাণহানির ঘটনার পর তাদের সরিয়ে দেওয়া হলেও পুনরায় একই স্থানে আবারও বসতি স্থাপন করে। এ ব্যাপারে গত বছর একটি তালিকা তৈরি করে উপজেলা প্রশাসনের কাছে জমা দেওয়া হয়েছে। এ বছর আরও একটি তালিকা তৈরির কাজ চলছে।

টেকনাফ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ শফিউল আলম বলেন, ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে বসবাসকারীদের নতুন তালিকা পাওয়া গেলে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এর মধ্যে পাহাড়ের পাদদেশে ঝুঁকিপূর্ণ বসবাসকারীদের নিরাপদ আশ্রয়ে সরে যেতে মাইকিং করা হয়েছে।



**কেনাকাটা**

ঈদ ঘনিয়ে আসছে। তাই চলছে কেনাকাটার ধুম। সবাই ব্যস্ত শেষ মুহূর্তের কেনাকাটায়। ঈদের নতুন পোশাক কিনতে ক্রেতারা ভিড় করছেন নগরের বিভিন্ন বিপণিবিতান কেন্দ্রে। সকালে থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত চলছে ঈদের কেনাকাটা। সিলেট নগরের নয়াসড়ক এলাকায় একটি বিপণিবিতান থেকে সম্প্রতি তোলা ● প্রথম আলো

## দক্ষিণ আফ্রিকায় দুই বাংলাদেশি খুন

**নোয়াখালী অফিস** ●

দক্ষিণ আফ্রিকায় এক দিনের ব্যবধানে সন্ত্রাসীদের গুলিতে দুই বাংলাদেশি নিহত হয়েছেন।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন বেলাল হোসেন (৩৩) ও আবরার হোসেন (৫০)। বেলালের বাড়ি নোয়াখালীর সোনাইমুড়ী উপজেলার বজরা ইউনিয়নের ছনগাঁও গ্রামে। আবরারের বাড়ি নোয়াখালী পৌরসভার সোনাপুর এলাকায়।

পারিবারিক সূত্র জানায়, দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গ শহরে ২১ জুন নিজ ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের সামনে খুন হন বেলাল হোসেন। বেলালের বাবা আবুল কাশেমের অভিযোগ, দক্ষিণ আফ্রিকাপ্রবাসী নোয়াখালীর সোনাইমুড়ির এক বাসিন্দা এক বছর আগে তাঁর ছেলের কাছ থেকে ৪২ হাজার র‍্যান্ড (দক্ষিণ আফ্রিকার মুদ্রা) ধার নেন। কিছুদিন আগে পাওনা টাকা চাইলে ওই ব্যক্তি টালবাহানা শুরু করেন এবং তাঁর ছেলেকে হত্যার হুমকি দেন। তাঁর ছেলে ২১ জুন বিকেলে মুঠোফোনে তাঁকে বিষয়টি জানিয়েছেন। রাতেই ওই ব্যক্তি দোকানের সামনে এসে গুলি করে তাঁর ছেলেকে হত্যা করেন।

আবুল কাশেম বলেন, ২০০৬ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় যান বেলাল। এরপর সে আর দেশে আসেননি। এ বছর বাড়িতে এসে বিয়ে করার কথা ছিল তাঁর। ছয় বোন ও দুই ভাইয়ের মধ্যে বেলাল সবার বড় ছিল।

সোনাইমুড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কাজী হানিফুল ইসলাম বলেন, সোনাইমুড়ির যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে বেলালকে হত্যার অভিযোগ উঠেছে, তিনি সোনাইমুড়ী থানার একটি হত্যা মামলার যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি।

এদিকে আগের দিন ২০ জুন দক্ষিণ আফ্রিকার লুসিকিসিকি শহরে খুন হন নোয়াখালী পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের সোনাপুর এলাকার বাসিন্দা আবরার হোসেন ওরফে পাপ্পু (৫০)।

আবরারের মামাতো ভাই দেলোয়ার হোসেন বলেন, গত ২৫ বছর ধরে লুসিকিসিকি শহরে বসবাস ও ব্যবসা করে আসছিলেন আবরার। ২০ জুন রাত সাড়ে ১০টার দিকে নিজের ফিলিং স্টেশনে কাজ করছিলেন তিনি। এ সময় চাঁদা দাবিকে কেন্দ্র করে কয়েকজন সন্ত্রাসী সেখানে এসে এলোপাতাড়ি গুলি ছোড়ে। এতে ঘটনাস্থলেই আবরার মারা যান।

## ২০ বছর পর খোঁজ মিলল পল্লীবিদ্যুতের মিটারটির!

**কেন্দুয়া** (নেত্রকোনা) **প্রতিনিধি** ●

২০ বছর ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে মিটারটি। তবে এটি কোথায় তা জানত না পল্লী বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষ। এরই মধ্যে ব্যবহার হয়ে গেছে ৪০ হাজার ইউনিট। বর্তমান হিসাবে বিল বকেয়া পড়েছে চার লাখ টাকার বেশি। অধিক বিল আসায় টনক নড়ে কর্তৃপক্ষের। মিটারের সন্ধানে নামে পল্লী বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষ।

মিটারটি রয়েছে নেত্রকোনার কেন্দুয়া উপজেলা পরিষদ চত্বরে। বিদ্যুতের বকেয়া বিল নিয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) এক চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে পল্লী বিদ্যুতের কর্মকর্তারা পরিদর্শনে আসার পর সেটির খোঁজ মেলে।

উপজেলা পরিষদ ও পল্লী বিদ্যুৎ কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, উপজেলা পরিষদের বিভিন্ন দপ্তর ও আবাসিক ভবনে বিদ্যুৎ ব্যবহারের কারণে পল্লী বিদ্যুতের কাছে ১৭ লাখ টাকার বিল বকেয়া পড়ে। এ বিষয়ে কেন্দুয়ায় নতুন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) কাছে চিঠি আসে। এরপর ইউএনও মুহাম্মদ মুতাসিমুল ইসলাম এত বিল বকেয়া থাকার কারণ জানতে চেয়ে পল্লী বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিতভাবে ব্যাখ্যা চান। তা ছাড়া তিনি স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়কেও বিষয়টি জানান।

এর পরিপ্রেক্ষিতে ২০ জুন নেত্রকোনা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির উপমহাব্যবস্থাপক (ডিজিএম, কারিগরি) বাবুল হোসেন ও জেলা সদরের দায়িত্বে থাকা সহকারী মহাব্যবস্থাপক (এজিএম) মো. মজিবুর রহমানসহ আঞ্চলিক কার্যালয়ের কর্মকর্তারা কেন্দুয়ায় আসেন। এ সময় তাঁরা উপজেলা পরিষদ চত্বর এলাকা ঘুরে বিভিন্ন বৈদ্যুতিক লাইনে ত্রুটি পরিদর্শনের পাশাপাশি অবৈধভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহার করা হচ্ছে কি না খতিয়ে দেখার চেষ্টা করেন। একপর্যায়ে তাঁরা ইউএনওর কার্যালয়ের পেছনে একটি বৈদ্যুতিক মিটারের খোঁজ পান, যেটি ১৯৯৬ সাল থেকে ব্যবহৃত হয়ে এলেও স্থানীয় পল্লী বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষের নজরে ছিল না। ফলে সেটির কোনো বিলও করা হচ্ছিল না।

এ সময় পল্লী বিদ্যুতের কর্মকর্তাদের কাছে উপজেলা পরিষদ চত্বর এলাকার কেন্দ্রীয় মিটারের ব্যবহৃত ইউনিটের রিডিংয়ের সঙ্গে এর অধীন অন্তত ৪৫টি 'সাবমিটারের' মোট রিডিংয়েরও গড়মিলের বিষয়টি ধরা পড়ে। তাঁরা জানান, নতুন সাবমিটারটি পাওয়ায় কেন্দ্রীয় মিটারের সঙ্গে থাকা সাবমিটারগুলোর ব্যবহৃত ইউনিটের রিডিংয়ের গড়মিলও অনেক কমে যায়।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে পল্লী বিদ্যুতের কেন্দুয়া আঞ্চলিক কার্যালয়ের প্রকৌশলী মো. আবদুল ওয়াদুদ বলেন, 'অন্তত ২০ বছর ধরে ব্যবহার হয়ে আসা মিটারটি সম্পর্কে আমাদের কাছে কোনো তথ্য ছিল না। বর্তমান রিডিং অনুযায়ী ওই মিটারে ৪০ হাজার ইউনিট বিদ্যুৎ ব্যবহার করা হয়েছে। সে হিসাবে বকেয়া বিলের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে চার লক্ষাধিক টাকা।'

জানতে চাইলে কেন্দুয়ার ইউএনও মুহাম্মদ মুতাসিমুল ইসলাম বলেন, উপজেলা পরিষদের আগামী মাসিক উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটির সভায় বিষয়টি উত্থাপন করা হবে। সেখানে আলোচনার পর এ বিষয়ে অনুমোদন পাওয়া গেলে নতুন সন্ধান পাওয়া মিটারের বকেয়া চার লাখ ৩৩ হাজার টাকা পরিশোধে উদ্যোগ নেওয়া হবে। তবে তিনি ক্ষোভে প্রকাশ করে বলেন, উপজেলা পরিষদের মতো জায়গার একটি মিটার সম্পর্কে পল্লী বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষ কোনো কিছু জানবে না, এটা হতে পারে না। তাদের সঠিক নজরদারির অভাবে এমন অনিয়মের ঘটনা ঘটেছে।




বর্তমান রিডিং অনুযায়ী ওই মিটারে ৪০ হাজার ইউনিট বিদ্যুৎ ব্যবহার করা হয়েছে। সে হিসাবে বকেয়া বিলের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে চার লক্ষাধিক টাকা

প্রথম আলো
gulfedition@prothom-alo.info

## পবিত্র ঈদুল ফিতর

### ঐক্যবদ্ধভাবে ঈদের আনন্দে শামিল হোন

এক মাস সিয়াম সাধনার পর সবার দুয়ারে কড়া নাড়ছে পবিত্র ঈদুল ফিতর। মধ্যপ্রাচ্যসহ সারা বিশ্বের মুসলমানদের মধ্যে তাই এখন ঈদের আনন্দময় আবহ বিরাজ করছে। এমন আনন্দঘন সময় কাতার ও বাহরাইনপ্রবাসী বাংলাদেশি এবং বিশ্বজুড়ে বসবাসরত সর্বস্তরের প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রতি ঈদুল ফিতরের শুভেচ্ছা। ঈদ মুবারক।

প্রতিবছরের মতো এবারও ঈদের আয়োজনে মুখর থাকবে কাতার ও বাহরাইন। সরকারি মন্ত্রণালয় ও বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থার আয়োজনে ঈদুল ফিতরের বৈচিত্র্যময় বিভিন্ন আয়োজন উৎসবের পরশ বুলিয়ে দেবে লাখ লাখ অভিবাসীর হৃদয়ে। এর বাইরে বাংলাদেশি কমিউনিটির বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠন নিজেদের উদ্যোগে ঈদ উদ্‌যাপনের আয়োজন করে থাকে।

জীবন-জীবিকার তাগিদে হাজার হাজার মাইল দূরে পরবাসে যারা পরিবার ও স্বজনহীন বসবাস করছেন, তাঁদের এই নিঃসঙ্গতার বেদনা আমরা গভীরভাবে অনুভব করি। দিনভর অক্লান্ত পরিশ্রম ও হাড়ভাঙা খাটুনির পর মাস শেষে যাদের উপার্জনে প্রাপ্তির হাসি ফোটে পরিবারের সদস্যদের মুখে, প্রতিনিয়ত যাদের পাঠানো প্রবাসী আয়ে (রেমিট্যান্স) সচলভাবে এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশের অর্থনীতি—পরিবার ও স্বদেশের জন্য তাঁদের এই ত্যাগ ও ভালোবাসা সত্যিই মহান।

প্রতিবছর ঈদুল ফিতর উপলক্ষে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশি কমিউনিটি নানা ধরনের ঈদ উৎসবের আয়োজন করে থাকে। এর মধ্য দিয়ে বিদেশে কেবল দেশীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের চর্চা ও প্রসার হয় তা নয়, বরং স্বদেশ থেকে অনেক দূরে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের কাছে তা দেশপ্রেম ও দেশের জন্য ভালোবাসার নতুন উপলক্ষ তৈরি করে। ঈদুল ফিতর উদ্‌যাপনের এই আবহে তাই আমাদের হাজার বছরের সমৃদ্ধ সংস্কৃতি আরও বিস্তৃতি লাভ করুক, এই আমাদের কামনা।

আমরা যে যেখানেই থাকি, আমরা প্রত্যেকে বাংলাদেশের প্রতিনিধি। তাই যে দেশে আমরা বসবাস করি সে দেশের আইনকানুন ও সংস্কৃতির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাশীল থাকতে হবে। সবাই মিলে ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করে নেওয়ার মধ্যেই ঈদুল ফিতরের সার্থকতা। সব বিবাদ ও বিভেদ ভুলে বুকে বুক মিলিয়ে প্রবাসে সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে ঈদের আনন্দে শামিল হবেন, এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

## অর্থ পাচার রোধ

### প্রয়োজন রাজনৈতিক সদিচ্ছা

স্বল্পোন্নত দেশগুলোর মধ্যে অর্থ পাচারে বাংলাদেশ শীর্ষে, আর অর্থ পাচারের দিক থেকে শীর্ষ ১০০ দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৪০। দেশটির অর্থ পাচারের পরিস্থিতি কতটা ভয়াবহ তা বোঝার জন্য এই দুটি তথ্যই যথেষ্ট। বিনিয়োগ খরায় ভুগছে যে দেশ, সেখান থেকে এত বিপুল পরিমাণ অর্থ পাচারের বিষয়টি সত্যিই বিস্ময়কর। বোঝা যায় দেশে যেকোনো পর্যায়ে বিনিয়োগ নিয়ে অর্থের মালিকদের আস্থাহীনতা কোন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে! এর সঙ্গে আর্থিক নীতি ও এর প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতার যেমন সম্পর্ক রয়েছে, তেমনি রয়েছে অনিশ্চিত রাজনৈতিক পরিস্থিতি।

আন্তর্জাতিক সংস্থা গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটির (জিএফআই) তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশ থেকে গত ১০ বছরে যে অর্থ পাচার হয়েছে, তা এবারের জাতীয় বাজেটের চেয়েও এক লাখ কোটি টাকা বেশি। অর্থ পাচার একটি বৈশ্বিক সমস্যা, কিন্তু বাংলাদেশ থেকে যে মাত্রায় অর্থ পাচার হচ্ছে, তা এককথায় মাত্রাছাড়া। এত টাকা বিদেশে পাচারের পেছনে যে বাস্তবতা ও কারণ কাজ করে সে ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের পর্যবেক্ষণ হচ্ছে; নির্বাচনের আগে টাকা পাচার বাড়ে, রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা টাকা পাচার উৎসাহিত করে এবং যথাযথ বিনিয়োগের পরিস্থিতি না থাকায় টাকা বাইরে চলে যাচ্ছে। অর্থ পাচার রোধে দ্রুত ও কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার কোনো বিকল্প নেই। শনিবার এ নিয়ে গবেষণা প্রতিষ্ঠান সিপিডির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক পরামর্শ সভায় দেশের অর্থনীতিবিদ, ব্যাংকার ও ব্যবসায়ীদের তরফে যেসব পরামর্শ এসেছে, তা বিবেচনায় নেওয়া জরুরি।

সভায় টাকা পাচার রোধে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি সমন্বয়ের জন্য একটি টাস্কফোর্স গঠনের প্রস্তাব এসেছে। বলা হয়েছে অর্থ পাচার রোধে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর সঙ্গে সহযোগিতা বাড়ানোর কথা। জিএফআই তথ্য অনুযায়ী মোট পাচার হওয়া অর্থের ৮৫ থেকে ৯০ শতাংশই হয় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের আড়ালে। ফলে এই দিকটিতে কঠোর নজরদারি নিশ্চিত করতে হবে। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, অর্থ পাচার রোধের ব্যাপারে রাজনৈতিক সদিচ্ছা। একই সঙ্গে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা দূর করতে না পারলে অর্থ দেশে রাখার ব্যাপারে সম্পদশালীরা আস্থা ফিরে পাবে না।

# কতটুকু এগিয়েছে আওয়ামী লীগ

প্র তি ষ্ঠা বা র্ষি কী

**মহিউদ্দিন আহমদ**



বাংলাদেশ রাষ্ট্রের উত্থানপর্বের কান্ডারি ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

আজকের দিনটি আওয়ামী লীগের তো বটেই, বাংলাদেশের ইতিহাসের একটি অনন্য দিন। ১৯৪৯ সালের এই দিনে ঢাকার কে এম দাস লেনের 'রোজ গার্ডেন'-এর দোতলায় বিকেলে প্রায় ৩০০ রাজনৈতিক নেতা-কর্মীর উপস্থিতিতে জন্ম নিয়েছিল পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ। মুসলিম লীগের বিক্ষুব্ধ তরুণেরাই ছিলেন দলের পথিকৃৎ। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম লীগের ক্ষমতালিপ্সু নেতৃত্বের কবজা থেকে রাজনীতিকে মুক্ত করে জনগণের (আওয়াম-এর) মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা করা। দলটির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। 'আওয়ামী লীগ' নামটিও তাঁর দেওয়া। ৪০ জনের প্রথম কার্যকরী কমিটিতে আরও ছিলেন আতাউর রহমান খান, সাখাওয়াত হোসেন, আলী আহমেদ খান, আলী আমজাদ খান ও আবদুস সালাম খান (সহসভাপতি), শামসুল হক (সাধারণ সম্পাদক), শেখ মুজিবুর রহমান (যুগ্ম সম্পাদক), খন্দকার মোশতাক আহমদ ও এ কে এম রফিকুল হোসেন (সহসম্পাদক) এবং ইয়ার মোহাম্মদ খান (কোষাধ্যক্ষ)। শেখ মুজিব তখন কারাগারে। ইয়ার মোহাম্মদ খানের কারকুনবাড়ি লেনের তিনতলা বাড়ির একতলায় ছিল আওয়ামী লীগের প্রথম অফিস। আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতাদের অনেকের নাম আজকের প্রজন্মের অজানা। আজ দলটি ৬৭ বছর পেরিয়ে ৬৮তে পা রেখেছে। আওয়ামী লীগের অসংখ্য নেতা-কর্মীকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা।

বয়সের দিক থেকে কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, কমিউনিস্ট পার্টি এবং কৃষক প্রজা পার্টি আরও পুরোনো। বাংলাদেশ কংগ্রেসের নেতা মনোরঞ্জন ধর ১৯৭২ সালে সদলবলে আওয়ামী লীগে যোগ দিয়ে দলের বিলুপ্তি ঘটান। মুসলিম লীগ ভাঙতে ভাঙতে শেষ। কমিউনিস্ট পার্টিও ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। অবিভক্ত বাংলায় কৃষক-প্রজা পার্টি একটা বড় দল ছিল। শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হকের মৃত্যুর পর দলটি আর উঠে দাঁড়াতে পারেনি। যেটুকু অবশিষ্ট ছিল, তাও ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি বাহিনীকে সহযোগিতা দেওয়ার কারণে আর টিকতে পারেনি। আওয়ামী লীগের পরে জন্ম নেওয়া বেশ কয়েকটি দলের আজ আর অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। যেমন : গণতন্ত্রী দল, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, জাতীয় লীগ ইত্যাদি। সবকিছু ছাপিয়ে আওয়ামী লীগ এখনো টিকে আছে প্রবল প্রতাপে।

আওয়ামী লীগের সাত দশকের পথচলার কয়েকটা বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। একাধিক কিংবদন্তিতুল্য নেতার সমাবেশ ঘটেছিল এই দলে, যেমনটি অন্য কোনো দলে দেখা যায়নি। মাওলানা ভাসানী, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। নেতৃত্বের এই পরম্পরা আওয়ামী লীগকে বিশিষ্টতা দিয়েছিল। এখন দলের নেতৃত্বে আছেন বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা। দেখা গেছে দল যত পরিণত হয়েছে, দলের নেতা তত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছেন। এমনকি দলকে ছাপিয়ে দলের নেতা নিজেই হয়ে গেছেন প্রতিষ্ঠান।

১৯৫৪ সালের ডিসেম্বরে পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি সোহরাওয়ার্দী দলের সিদ্ধান্তের বাইরে গিয়ে মোহাম্মদ আলী বগুড়ার মন্ত্রিপরিষদে যোগ দিয়েছিলেন। মন্ত্রিত্ব নেওয়ার পর এক সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছিলেন, 'আওয়ামী লীগ আবার কী? আমিই আওয়ামী লীগ।' সাংবাদিক আবার প্রশ্ন করলেন, 'এটা কি আওয়ামী লীগের ম্যানিফেস্টো-বিরোধী না?' সোহরাওয়ার্দীর জবাব ছিল, 'আমিই আওয়ামী লীগের ম্যানিফেস্টো'। বাস্তবে তা-ই ছিল। দল যত বড় হয়েছে, দলের নেতা তত ক্ষমতাশালী হয়েছেন। দলের কথায় নেতা চলেননি। নেতার কথায় দল চলেছে।

একটা কথা জন-আলোচনায় প্রায়ই উঠে আসে, যেখানে দলের মধ্যে গণতন্ত্রের চর্চা নেই, সেখানে দেশের গণতন্ত্র আসবে কী করে? দলের মধ্যে গণতন্ত্রচর্চার সনাতন ধারণাটি হলো, কাউন্সিল সভায় সর্বস্তরের প্রতিনিধিরা ভোট দিয়ে নির্বাহী কমিটির সদস্য নির্বাচন করবেন। বাস্তবে এটা হয় না। ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন আওয়ামী লীগের যে কমিটি গঠন করা হয়েছিল, সেখানে ভোটাভুটির প্রশ্ন ওঠেনি। সবাই মিলে মাওলানা ভাসানীকে কমিটি তৈরি করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। ভাসানীর তৈরি করা কমিটি নিয়ে কোনো বিতর্ক হয়নি। কমিটি গঠনের এই পদ্ধতি এখনো অব্যাহত আছে।

তরুণ শেখ মুজিব ১৯৫২ সালে আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পান এবং ১৯৫৩ সালের কাউন্সিল সভায় পুরোদস্তুর সাধারণ সম্পাদক হন। তখন থেকেই তিনি সার্বক্ষণিকভাবে দলকে তৃণমূলে বিস্তৃত করার কাজে লেগে যান। আজ যে আওয়ামী লীগকে আমরা দেখি, তার ভিত তৈরি হয়েছিল ওই সময়। ইউনিয়ন পর্যায়েও আওয়ামী লীগের কমিটি গঠন করা হয়েছিল। এ রকম ব্যাপ্তি আর কোনো দলের ছিল না, এখনো নেই।

১৯৫৩ থেকে ১৯৬৬, এই ১৩ বছর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন শেখ মুজিব। এত দিন ধরে একটি দলের সাধারণ সম্পাদক থাকার এই রেকর্ড এখনো অটুট। এ দেশে রাজনৈতিক দলগুলো সভাপতিকে কেন্দ্র করেই ঘুরপাক খায়। কিন্তু শেখ মুজিব যত দিন দলের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন, দল প্রকৃতপক্ষে তিনিই চালাতেন। তিনি ছিলেন দলের প্রাণভোমরা। এখানে দুটো ব্যাপার খুবই গুরুত্বপূর্ণ—সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বশীলতা এবং তাঁর ব্যক্তিত্ব। এই দুইয়ের সমাহার পরবর্তী সময়ে আর কোনো সাধারণ সম্পাদকের মধ্যে দেখা যায়নি। এখন সাধারণ সম্পাদকের পদ আনুষ্ঠানিকতা মাত্র।

শেখ মুজিব মনে করতেন, দল যদি সরকার গঠন করে, তাহলে দলের নির্দেশেই সরকার চলবে। ১৯৫৬-৫৮ সালে কয়েক মেয়াদে এ দেশে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে প্রাদেশিক সরকার ছিল। তখন সরকারের ওপর দলের কর্তৃত্ব ছিল। আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্রে একটা বিধান ছিল, সরকারের মন্ত্রী হলে তাঁকে দলীয় পদ ছেড়ে দিতে হবে। এই বিধান মেনে নিয়ে ১৯৫৭ সালে শেখ মুজিব প্রাদেশিক সরকারের মন্ত্রী পদে ইস্তফা দিয়েছিলেন।

শেখ মুজিব ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নেন। সর্বসম্মতিক্রমে তাঁকে বাহাত্তরের এপ্রিলে আবারও দলের সভাপতি করা হয়। তবে তিনি গঠনতন্ত্রে হাত দেননি। মন্ত্রিসভার কোনো সদস্যকে দলীয় পদে আর রাখা হয়নি। ১৯৭৪ সালের জানুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত দলের কাউন্সিলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সভাপতির পদ ছেড়ে দেন। নতুন সভাপতি নির্বাচিত হন আবুল হাসনাত মোহাম্মদ কামারুজ্জামান। তবে সরকার ও দলের মধ্যে ক্ষমতার যে কেন্দ্রীভবন ঘটেছিল এবং শেখ মুজিবের যে বিশাল ব্যক্তিত্ব ছিল, তাঁকে কেন্দ্র করেই সরকার এবং দল আবর্তিত হচ্ছিল। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ যখন আবার সরকার গঠন করে, গঠনতন্ত্রের এই বিধানটি আর কার্যকর থাকেনি। দলের প্রধান এবং সরকারের প্রধান একই ব্যক্তি। যেহেতু দলের চেয়ে সরকারের ক্ষমতা বেশি, দল ক্রমে সরকারের মুখাপেক্ষী হয়েছে, দল হয়ে গেছে সরকারি প্রতিষ্ঠান। দলের স্বাস্থ্যের জন্য এটা ভালো হয়নি।

মাওলানা ভাসানী আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন প্রথম ৭ বছর। এরপর সভাপতি হন মাওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ। তিনি ৯ বছর এই দায়িত্বে ছিলেন। শেখ মুজিব ১৯৬৬-৭৪ সময়কালে ৮ বছর সভাপতি ছিলেন। ১৯৭৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে একদলীয় 'বাকশাল' ব্যবস্থা কায়েম হলে তিনি ছয় মাস এর চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন। পঁচাত্তরের আগস্টে এক সেনা-অভ্যুত্থানে তিনি নিহত হন। শেখ হাসিনা দলের সভানেত্রী নির্বাচিত হন ১৯৮১ সালে। তিনি এই দায়িত্বে আছেন একটানা ৩৬ বছর। এই অঞ্চলে এটা একটা অনতিক্রম্য রেকর্ড। নেতৃত্বের এই ধারাবাহিকতা আওয়ামী লীগকে একদিকে স্থিতিশীলতা দিয়েছে, অন্যদিকে তাকে করেছে এক ব্যক্তির ওপর নির্ভরশীল। তিনি হয়তো আরও অনেক বছর দলের শীর্ষ পদে থাকবেন। রাজনীতি থেকে অবসর নেওয়ার দৃষ্টান্ত এ দেশে নেই বললেই চলে।

আওয়ামী লীগ যখন দেশের হাল ধরেছিল ১৯৭২ সালে, সংসদে তখন বিরোধী দল ছিল না। চার দশক পর এই অবস্থার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। সংসদে এখন কিছু ছদ্ম বিরোধী দল সরকারি দলের ডালে বসে গুন গুন করে। রাজনীতির জুয়াখেলায় হেরে বিএনপি ক্ষমতার বৃত্ত থেকে ছিটকে পড়েছে। দলটি এখন বিপর্যস্ত। আওয়ামী লীগের প্রতিপক্ষ এখন আওয়ামী লীগ নিজেই। সম্প্রতি ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে দলের এক গ্রুপ অন্য গ্রুপের ওপর চড়াও হয়েছে। তৃণমূল পর্যায়ে দলের সংহতিতে চিড় ধরেছে। কেন্দ্রীয় পর্যায়ে প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী নেতৃত্বের আড়ালে এই দ্বন্দ্ব চাপা পড়েছে। দলটি যদি সরকারে না থাকে, এই দ্বন্দ্বের ফল হবে মারাত্মক।

আওয়ামী লীগের মধ্যে ঝগড়া-ফ্যাসাদ নতুন কোনো ব্যাপার নয়। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের উত্থানপর্বের কান্ডারি ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। তাঁর মতো বটবৃক্ষসম একজন নেতার অনুপস্থিতিতে মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রবাসী সরকার উপদলীয় কোন্দলে বিপর্যস্ত হয়েছিল। প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের বিরুদ্ধে দলের অন্য নেতারা একাধিকবার অনাস্থা জানিয়েছিলেন। ১৯৭৫ সালের পর অভ্যন্তরীণ বিরোধের কারণে আওয়ামী লীগ বারবার সংকটে পড়েছে। দল ভেঙেছে কয়েকবার। ফলে দলের মধ্যে একজন দাপুটে 'মেসিয়া'র আগমনের প্রেক্ষিত তৈরি হয়। এ রকম একটা পরিস্থিতিতেই শেখ হাসিনা দলের সভানেত্রী নির্বাচিত হয়েছিলেন। দলের মধ্যে সংহতি ও বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার অভাবে সবাই চাতক পাখির মতো একজন ত্রাণকর্তার খোঁজ করেন। সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতির এই ঘেরাটোপ থেকে আওয়ামী লীগ এখনো বেরিয়ে আসতে পারেনি। বাহাত্তরে আমরা যে সংবিধান পেয়েছিলাম, তা ছিল আওয়ামী লীগ সরকারের একটা বড় অর্জন। পরবর্তী সময়ে এই সংবিধানে কাটাছেঁড়া হয়েছে অনেক। ইতিমধ্যে দেশ ও সমাজের চালচিত্র আমূল পাল্টে গেছে। বদলে গেছে বিশ্ব পরিস্থিতিও। পরিবর্তনের এই চ্যালেঞ্জকে মোকাবিলা করা কঠিন, কিন্তু জরুরি। দুঃখজনক হলেও সত্য যে আওয়ামী লীগ এখনো অতীতচারী। এখনো আওয়ামী লীগ বাহাত্তরের সংবিধানে ফিরে যাওয়ার কথকতায় মশগুল। সঙ্গে আছে নব্য আওয়ামী লীগারদের সার্বক্ষণিক বঙ্গবন্ধু-কীর্তন।

রবীন্দ্রনাথ 'প্রাচ্য সমাজ' প্রবন্ধে লিখেছিলেন, 'আমাদের পূর্বাঞ্চলে প্রবলা প্রকৃতির পদতলে অভিভূতভাবে বাস করিয়া প্রত্যেক মানুষ নিজের অসারতা ও ক্ষুদ্রতা অনুভব করে; এইজন্য কোনো মহৎ লোকের অভ্যুদয় হইলে তাঁহাকে স্বশ্রেণী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া দেবতা-পদে স্থাপিত করে। তাহার পর হইতে তিনি যে কয়টি কথা বলিয়া গিয়াছেন বসিয়া বসিয়া তাহার অক্ষর গণনা করিয়া জীবনযাপন করি; তিনি সাময়িক অবস্থার উপযোগী যে বিধান করিয়া গিয়াছেন তাহার রেখামাত্র লঙ্ঘন করা মহাপাতক জ্ঞান করিয়া থাকি।' অথচ আমাদের সম্মুখপানে এগোতে হবে, পাড়ি দিতে হবে অনেকটা পথ। বঙ্গবন্ধু হবেন আমাদের প্রেরণার উৎস। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর সময়টা যে আমরা অনেক আগেই পার হয়ে এসেছি, তা উপলব্ধি করা দরকার।

দেশে এখন প্রচণ্ড শক্তিশালী একটা সরকার বিরাজমান। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিধর নেতাদের একজন। অভ্যন্তরীণ প্রেক্ষাপটে এতটা ক্ষমতাশালী সরকার ও দলীয় প্রধান পৃথিবীতে খুব কম আছে। কিন্তু এটা কোনো চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত না। দল যখন সরকারে থাকে না, তখন দলের শক্তির পরীক্ষা হয়। বেশ কয়েক বছর হলো আওয়ামী লীগকে এই পরীক্ষা দিতে হচ্ছে না। কিন্তু ভবিষ্যতের কথা ভেবেই আওয়ামী লীগকে দল গোছাতে হবে। দলের কোমরের জোর কতটুকু, তার প্রমাণ পাওয়া যাবে যখন সরকার বদল হবে। আওয়ামী লীগ কি নিকট ভবিষ্যতে সরকার পরিবর্তনের কোনো সম্ভাবনা দেখছে না?

● **মহিউদ্দিন আহমদ : লেখক ও গবেষক।**
mohi2005@gmail.com

# জাকাত ও রমজান

ধ র্ম

**শাঈখ মুহাম্মাদ উছমান গনী**



ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের একটি হলো জাকাত। রমজানের সঙ্গে জাকাতের সম্পর্ক সুনিবিড়। জাকাত মানে যেমন পবিত্রতা, তেমনি রমজান মানে হলো আগুনে পুড়ে সোনা খাদমুক্ত বা খাঁটি করা। আল কোরআনে নামাজের নির্দেশ যেমন ৮২ বার রয়েছে, অনুরূপ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জাকাতের নির্দেশনাও ৮২ বার রয়েছে। 'জাকাত' শব্দ দ্বারা ৩০ বার, 'ইনফাক' শব্দ দ্বারা ৪৩ বার এবং 'সদাকাত' শব্দ দ্বারা ৯ বার এই নির্দেশনা রয়েছে। এর দ্বারা জাকাতের গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়।

**আল কোরআনে জাকাত প্রসঙ্গ**

জাকাত শব্দটি পবিত্র কোরআনে আছে ৩২ বার, নামাজের সঙ্গে কোরআন মজিদে আছে ২৬ বার; স্বতন্ত্রভাবে কোরআনে আছে চারবার; পবিত্রতা অর্থে দুবার। এ ছাড়া জাকাত কখনো সদাকাত, কখনো ইনফাক শব্দ দ্বারা বোঝানো হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ইনফাক শব্দটি ব্যাপক, সদাকাত শব্দটি সাধারণ ও জাকাত শব্দটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কখনো কখনো এর ব্যতিক্রমও হয়েছে, অর্থাৎ এ তিনটি শব্দ একে অন্যের স্থলে ব্যবহৃত হয়েছে।

কোরআন মজিদে ১৯টি সুরায় জাকাতের আলোচনা এসেছে। যথা : (১) সুরা বাকারা (চারবার)। (২) সুরা নিসা (দুবার)। (৩) সুরা মায়িদা (দুবার)। (৪) সুরা তওবা (চারবার)। (৫) সুরা আরাফ। (৬) সুরা কাহাফ। (৭) সুরা মারইয়াম (তিনবার)। (৮) সুরা মুমিনুন। (৯) সুরা রুম। (১০) সুরা ফুচ্ছিলাত/হা-মীম সিজদাহ। (১১) সুরা আম্বিয়া। (১২) সুরা হজ (দুবার)। (১৩) সুরা নূর (দুবার)। (১৪) সুরা নমল, (১৫) সুরা লোকমান, (১৬) সুরা আহজাব, (১৭) সুরা মুজাদালাহ, (১৮) সুরা মুজাম্মিল ও (১৯) সুরা বাইয়িনাহ।

জাকাত মানে প্রবৃদ্ধি আর রমজানে প্রতি ইবাদতের সওয়াব আল্লাহ তায়ালা ৭০ গুণ বৃদ্ধি করে দেন। জাকাত প্রদান করতে গিয়ে আত্মপ্রচারণা ঠিক নয়। ব্যানার ঝুলিয়ে, সাইনবোর্ড লাগিয়ে, মাইকিং করে জাকাত প্রদান করা মোটেই সুন্নতসম্মত নয়। স্বল্পমূল্যের শাড়ি ও লুঙ্গি দ্বারা জাকাত দেওয়া তাকওয়ার প্রকাশ নয়। এ প্রসঙ্গে কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তোমরা কখনো প্রকৃত কল্যাণ লাভ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা তা ব্যয় করবে যা তোমরা ভালোবাস। তোমরা যেকোনো বস্তুই ব্যয় করো, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা সে বিষয়ে অবগত।' (আল কোরআন, পারা : ৪, সুরা-৩ আল ইমরান, আয়াত : ৯২)।

জাকাত প্রদান করা মুমিনের পরিচয়। 'যারা (মুমিনগণ) এমন যে, যদি আমি তাদের পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করি, তারা (ক) নামাজ কায়েম করে, (খ) জাকাত প্রদান করে, (গ) সৎকাজের আদেশ করে ও (ঘ) মন্দ কাজে বাধা প্রদান করে।' (সুরা-হজ, আয়াত ৪১)।

**জাকাত যাঁদের ওপর ফরজ**

প্রয়োজনের অধিক 'নিসাব' পরিমাণ (বা তদূর্ধ্ব পরিমাণ) অর্থ-সম্পদ (স্বর্ণ-রুপা, নগদ টাকা ও ব্যবসাপণ্য) কারও কাছে এক বছর থাকলে, তার নিম্নবর্ণিত খাতগুলোর সমুদয় অর্থ-সম্পদের ২ দশমিক ৫ শতাংশ (শতকরা আড়াই ভাগ) জাকাত প্রদান করা ফরজ। ঋণ থাকলে তা বাদ দিয়ে হিসাব করতে হবে। যদি তার প্রয়োজনের অধিক স্থাবর সম্পদ থাকে এবং ঋণের পরিমাণ ওই সম্পদের চেয়ে কম হয়, তবে তা বাদ যাবে না। আর যদি ঋণের পরিমাণ ওই সম্পদের চেয়ে বেশি হয়, তবে সে সম্পদের পরিমাণ ঋণ বাদ দিয়ে অবশিষ্ট ঋণ জাকাতযোগ্য সম্পদ থেকে বাদ দিয়ে হিসাব করতে হবে। যে ঋণ পরিশোধের জন্য কিস্তি নির্ধারিত আছে, সে ঋণের বর্তমান কিস্তি (যদি পরিশোধ না করা হয়ে থাকে) বাদ দিতে হবে। অনুরূপ বর্তমান মাসের যাবতীয় খরচও বাদ রাখবে। প্রাপ্তবয়স্ক ও অপ্রাপ্তবয়স্ক সবার ওপর উল্লিখিত শর্তে জাকাত প্রযোজ্য। জাকাত ফরজ হওয়ার জন্য সাবালক হওয়া শর্ত নয়। কারও ওপর জাকাত ফরজ অবস্থায় তার মৃত্যু হলে প্রথমে তার সম্পদ থেকে জাকাত আদায় করতে হবে। অবশিষ্ট সম্পদ যথারীতি ব্যবহৃত হবে। (জাকাত নির্দেশিকা, পৃষ্ঠা : ১২৮)।

**নিসাবের পরিমাণ**

'নিসাব' হলো সোনা সাড়ে সাত ভরি, রুপা সাড়ে ৫২ ভরি অথবা এর সমমূল্যের নগদ টাকা ও ব্যবসাপণ্য। সেকালে সাড়ে সাত ভরি সোনা ও সাড়ে ৫২ ভরি রুপার মূল্যমান সমান ছিল। বর্তমানে সোনা ৪০ হাজার টাকা ভরি হিসাবে সাড়ে সাত ভরির মূল্য হয় প্রায় তিন লাখ টাকা, আর রুপা এক হাজার টাকা ভরি হিসাবে সাড়ে ৫২ ভরির মূল্য হয় প্রায় ৫০ হাজার টাকা।

**জাকাত ও সদকাতুল ফিতর ব্যয়ের খাত**

এ প্রসঙ্গে কোরআনে ঘোষণা হয়েছে, 'মূলত সদাকাত হলো—(১) ফকির, (২) মিসকিন, (৩) জাকাতকর্মী (৫) কৃতদাস, (৬) ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি, (৭) আল্লাহর পথে জিহাদ ও (৮) বিপদগ্রস্ত বিদেশি মুসাফিরের জন্য। এটি আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞানী ও পরম কৌশলী।' (সুরা তওবা, আয়াত ৬০)।

**যারা অগ্রাধিকার পাবেন**

এ প্রসঙ্গে কোরআনে ঘোষণা হয়েছে, 'এমন অভাবী লোক, যারা আল্লাহর পথে নিজেদের নিয়োজিত রাখার কারণে (উপার্জনের জন্য) দুনিয়া চষে বেড়াতে পারে না। সম্ভ্রান্ততার কারণে অনভিজ্ঞ লোকেরা তাদের অভাবহীন মনে করে। আপনি তাদের চিহ্ন দেখে চিনতে পারবেন। তারা মানুষের কাছে নির্লজ্জভাবে ভিক্ষা করে না। আর তোমরা যেকোনো
উত্তম জিনিস ব্যয় করো, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা সে বিষয়ে অবগত আছেন।' (সুরা বাকারা, আয়াত : ২৭৩)। উপরিউক্ত আটটি খাতের মধ্যে যুগ-চাহিদা ও গুণাগুণ বিবেচনায় রেখে নিকটাত্মীয় ও প্রতিবেশীদের অগ্রাধিকার দিতে হবে। এতে জাকাত আদায় হওয়ার পাশাপাশি নিয়ত অনুযায়ী ক্ষেত্রবিশেষ সওয়াবেরও তারতম্য হবে। যেমন দীনি ইলম অর্জন ইত্যাদি।

**জাকাত ও দুর্ঘটনা**

জাকাত প্রদান করতে গিয়ে কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে তার দায়ভার জাকাতদাতা বা আয়োজককেই নিতে হবে। যথা : কেউ আহত হলে তাঁর চিকিৎসার ও পরিবারের ব্যয়ভার নিতে হবে। কেউ নিহত হলে; অনিচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ডের জন্য তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এই ক্ষতিপূরণের পরিমাণ হলো জনপ্রতি ১০০ উট। একেকটি উঠের দাম সর্বনিম্ন ৫০ হাজার থেকে সর্বোচ্চ ১ লাখ টাকা; সুতরাং মাথাপিছু ক্ষতিপূরণ ৫০ লাখ থেকে ১ কোটি টাকা হতে পারে। সরকারি নির্দেশনায় প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় আদালতের সিদ্ধান্তে স্থানীয় সরকার বা যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে নিহত ব্যক্তির পরিবার ও উত্তরাধিকারীদের প্রদান করা হবে।

**মাসআলা : মিসকিন ও ফকির**

ইসলামি পরিভাষায় যাঁরা নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক নন; তাঁদের ওপর জাকাত, ফিতরা ও কোরবানি ওয়াজিব হয় না; তাঁরা সদকা খেতে পারেন। যাঁরা জাকাত দেবেন না তাঁরা জাকাত-ফিতরা খেতে পারবেন; তাঁরাই ফকির-মিসকিন। (আল ফিকহ আলা মাজাহিবিল আরবাআ)।

● **মুফতি মাওলানা শাঈখ মুহাম্মাদ উছমান গনী : যুগ্ম মহাসচিব, বাংলাদেশ জাতীয় ইমাম সমিতি, সহকারী অধ্যাপক, আহ্ছানিয়া ইনস্টিটিউট অব সুফিজম।**
smusmangonee@gmail.com

# বাঁশ-বৃত্তান্ত

দু ই দু' গু ণে পাঁ চ

**আতাউর রহমান**

পাকিস্তান আমলে নোয়াখালীতে একবার প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় হয়েছিল। সে আমলে এতদঞ্চলের গ্রামদেশে ঘরবাড়ির অধিকাংশই বাঁশের খুঁটি ও শণ বা খড়ের চাল দ্বারা নির্মিত হতো। ওই ঘূর্ণিঝড়ে নোয়াখালীর গ্রামাঞ্চলে ঘরবাড়ির প্রচুর ক্ষতি হয়। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর তথা ছোটলাট ছিলেন দোর্দণ্ডপ্রতাপ আবদুল মোনেম খান। তিনি ঘূর্ণিঝড়কে বলতেন 'ঘুণ্ডাবাত্যা' আর প্রেসিডেন্টের নামোচ্চরণকালে সব সময়ই যোগ করতেন 'আমার প্রিয় প্রেসিডেন্ট' কথাগুলো। তো ঘূর্ণিঝড়ের পরে নোয়াখালী পরিদর্শন করে একটি জনসভায় তিনি বলেছিলেন, 'আমার প্রিয় প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ আইয়ুব খান আপনাদের নোয়াখালীর ঘুণ্ডাবাত্যার পরিপ্রেক্ষিতে অনেক বাঁশ দিয়েছেন। প্রয়োজনবোধে আমিও আরও বাঁশ দেব।' লোকজন তখন বলাবলি করতে শুরু করে দিল, 'বাঁশ যা দেওয়ার দিয়েছেন, মেহেরবানি করে আর বাঁশ দিয়েন না।'

আর ছোটবেলায় আমার আম্মা গল্প করেছিলেন : গ্রামের এক সহজ-সরল লোক গিয়েছে শ্বশুরবাড়ি। সেখানে সম্বন্ধীর বউ তাকে ভাতের সঙ্গে খেতে দিয়েছে হাঁসের মাংস-সহযোগে ছালন। খেয়ে খুব স্বাদ পেয়ে সে জিজ্ঞেস করল, 'ছালনটা কিসের তৈরি?' সম্বন্ধীর বউ হেঁয়ালি করে বললেন, 'হাঁস আর বাঁশ'। ব্যস, বাড়িতে ফিরে সে হাঁস জবাই করে তারপর শুকনো বাঁশ কাটতে শুরু করে দিল। তাকে অনেক কষ্টে বোঝানো গিয়েছিল যে বাঁশ বলতে পরিণত বাঁশ নয়, বরং নতুন অঙ্কুরিত বাঁশ, তাও সব প্রকারের নয় একটি বিশেষ প্রকারের বাঁশ যেটাকে স্থানীয়ভাবে 'বরুবাঁশ' বলে, ওটার অঙ্কুরকে বোঝানো হয়েছে। বাস্তবিকই এটা একটা ডেলিকেসি তথা উপাদেয় খাদ্য এবং আমাদের দেশে হাটে-বাজারে ঢালাওভাবে পাওয়া না গেলেও ইংরেজিতে এটাকে বলে 'ব্যাম্বু-শুট' এবং চীনদেশে টিনে প্রক্রিয়াজাত ব্যাম্বু-শুটস ঢাকার অভিজাত এলাকার ডিপার্টমেন্টাল স্টোরসমূহ থেকে আমরা মাঝেমধ্যে কিনি। কাজেই দেখা যাচ্ছে, বাঁশ শুধু দেওয়াই হয় না, খাওয়াও হয়। আর এটার আদর্শ কম্বিনেশন হচ্ছে হাঁসের মাংস। আমি সৈয়দ মুজতবা আলী নই, নতুবা পাঠকদের উপকারার্থে রেসিপিটা রসিয়ে রসিয়ে উপস্থাপন করতে পারতাম।

রোজা-রমজানের দিনে খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারটা বাদ দিয়ে এবার আসল কথায় আসা যাক। বাঙালির জীবনে বাঁশ হচ্ছে একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, এর গুরুত্ব অপরিসীম। বাঙালির জন্ম ও মৃত্যু দুটোতেই বাঁশের ব্যবহার অপরিহার্য। একসময় ছিল যখন গ্রামবাংলায় বাঁশের চটা, যেটা অত্যন্ত ধারালো হয়ে থাকে, সেটা দিয়ে গাঁয়ের ধাত্রীরা নবজাত শিশুদের নাড়ি কাটতেন; বর্তমানে বোধকরি সেটা আর তেমন প্রচলিত নেই। তবে মৃতদেহকে কবরস্থ করার বেলায় বাঁশের প্রয়োজন যেমন আগেও ছিল, বর্তমানে আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। আর হিন্দুধর্মাবলম্বীদের বেলায় শ্মশানে শবসমূহ দাহ করার কালেও বাঁশের ব্যবহার অপরিহার্য।

বাংলাদেশের কুটিরশিল্পেও বাঁশের অবদান অনস্বীকার্য। গরুর গাড়ি, ঠেলাগাড়ি, গরিবের বাড়ি ও তাঁতের শাড়ি বানাতে বাঁশ ব্যতিরেকে উপায় নেই। নায়ের মাঝি যে নৌকাটা চালায়, সেটার অধিকাংশ উপকরণ—দাঁড়, বইঠা, মাস্তুল ও পাটাতন; আর কৃষক যে কৃষিকাজ করে, সেটারও অধিকাংশ উপকরণ—ফসল রক্ষার্থে বাঁশের বেড়া, কৃষকের মাথার মাথাল, বলদের ঘাড়ের জোয়াল, মই ও হাতের পাঁচন ইত্যাদি, সবই তো বাঁশের তৈরি। গ্রামের ঝগড়াঝাঁটি ও মারামারিতে বাঁশের লাঠিই তো প্রধান অবলম্বন। গ্রামাঞ্চলের খাল-নালা ও ছোট নদী অদ্যাবধি পায়ে হেঁটে পাড়ি দেওয়ার প্রধান উপায় হচ্ছে বাঁশের সাঁকো। আর শহীদ তিতুমীর তো বাঁশের কেল্লা বানিয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন।

> বাঁশের উৎপাদন বর্তমানে এ দেশে অনেক কমে গেছে কিন্তু পরস্পর বাঁশ দেওয়া কমেনি, বরং বেড়েছে। বিশেষত রাজনীতির ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়, বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা সুযোগ পেলেই প্রতিপক্ষকে বাঁশ দিতে কসুর করেন না

শহরাঞ্চলেও মুক্তাঙ্গনে সভা-সমিতি করতে গেলে প্যান্ডেল বানাতে বাঁশ ছাড়া কি চলে? কর্ণফুলী পেপার মিলে কাগজ উৎপাদনের সবচেয়ে প্রধান কাঁচামাল হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাঁশ। বাঁশ ও বেতের দ্বারা নির্মিত বহু শৌখিন দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করে আমরা বেশ বৈদেশিক মুদ্রা আয় করছি। এবং বাঁশ আমাদের দেশের কৃষ্টি-সাহিত্যেও বেশ স্থান করে নিয়েছে। তা নইলে বাঁশে বাঁশির সুর শুনে প্রেমিকার মন উদাস হতো না। তা নইলে অঙ্কে তৈলাক্ত বাঁশের ধাঁধা থাকত না। আর তা নইলে কবি লিখতেন না :

'বাঁশ বাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ঐ,
মাগো আমার শোলক বলা কাজলা দিদি কই?'

সে যা হোক। ছোটবেলায় বর্ষাকালে আমরা দেখতাম, বাঁশ ব্যবসায়ীরা দূরদূরান্ত থেকে প্রধানত নদী দিয়ে বাঁশের ভেলা সাজিয়ে বাঁশ বিক্রির জন্য নিয়ে আসতেন। ওঁরা সেই বাঁশের ভাসমান চাতালের ওপরেই খাওয়া-দাওয়া ও নিদ্রা সারতেন; পাকও করতেন চাতালের ওপরেই, এমনকি প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার ব্যবস্থাও থাকত সেখানে। বাঁশ ব্যবসায়ী বিভিন্ন ঘাটে ভেলা থামিয়ে বাঁশের বেচাকেনা করতেন আর আমরা ছোটরা অবাক-বিস্ময়ে সেই ভাসমান ভেলার দিকে তাকিয়ে থাকতাম।

বাঁশের উৎপাদন বর্তমানে এ দেশে অনেক কমে গেছে কিন্তু পরস্পর বাঁশ দেওয়া কমেনি, বরং বেড়েছে। বিশেষত রাজনীতির ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়, বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা সুযোগ পেলেই প্রতিপক্ষকে বাঁশ দিতে কসুর করেন না। এটা শুভ লক্ষণ না অশুভ লক্ষণ, সেটা বলতে পারব না। মার্ক টোয়েন কর্তৃক একটি পত্রিকার সম্পাদনাকালে একদিন এক ব্যবসায়ী গ্রাহক তাঁর পত্রিকার ভাঁজে একটা মৃত মাকড়সা পেয়ে জানতে চেয়েছিলেন, ওটা কি শুভ লক্ষণ নাকি অশুভ লক্ষণ? প্রত্যুত্তরে মার্ক টোয়েন নাকি লিখে পাঠিয়েছিলেন, 'ওটা শুভ লক্ষণও নয়, অশুভ লক্ষণও নয়। আসলে মাকড়সাটি মৃত্যুর আগে আমাদের পত্রিকাটি পর্যবেক্ষণ করে দেখছিল কোন ব্যবসায়ী তাঁর জিনিসের বিজ্ঞাপন আমাদের পত্রিকায় দেননি, যাতে করে সে ওই ব্যবসায়ীর গুদামের দরজায় জাল বুনে নিশ্চিন্তে বসবাস করতে পারে।'

সুশীল পাঠক! এ দেশে বাঁশের অগণিত ব্যবহারের সঙ্গে সম্প্রতি যোগ হয়েছে ভবন নির্মাণে লোহার রডের সঙ্গে বাঁশের মিশ্রণ। কিন্তু সরকার নেহাত বেরসিক। তাই সম্প্রতি চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ভবন নির্মাণকালে রডের সঙ্গে বাঁশ মিশ্রণ করায় সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালককে গ্রেপ্তার করেছে। দেখা যাক শেষমেশ কী হয়!

● **আতাউর রহমান : রম্যলেখক। ডাক বিভাগের সাবেক মহাপরিচালক।**

সম্পাদক : মতিউর রহমান; ব্যবস্থাপনা সম্পাদক : সাজ্জাদ শরিফ; মুদ্রণ ও পরিবেশনা : দার আল শারক (ফরেন পাবলিকেশন্স), পোস্ট বক্স : ৩৪৮৮, ডি রিং রোড (লুলু হাইপারমার্কেটের পাশে), দোহা, কাতার
Editor: Matiur Rahman; Printed & Distributed by: Dar Al Sharq (Foreign Publications), P O Box: 3488, D Ring Road (Next to Lulu Hypermarket), Doha, Qatar, Phone: +974 44650 600, Fax: +974 44657198, Email: editorfp@daralsharq.net

# মাশুল নির্ধারিত হলো কোন বিবেচনায়?

ট্রা ন জি ট

**আলী ইমাম মজুমদার**

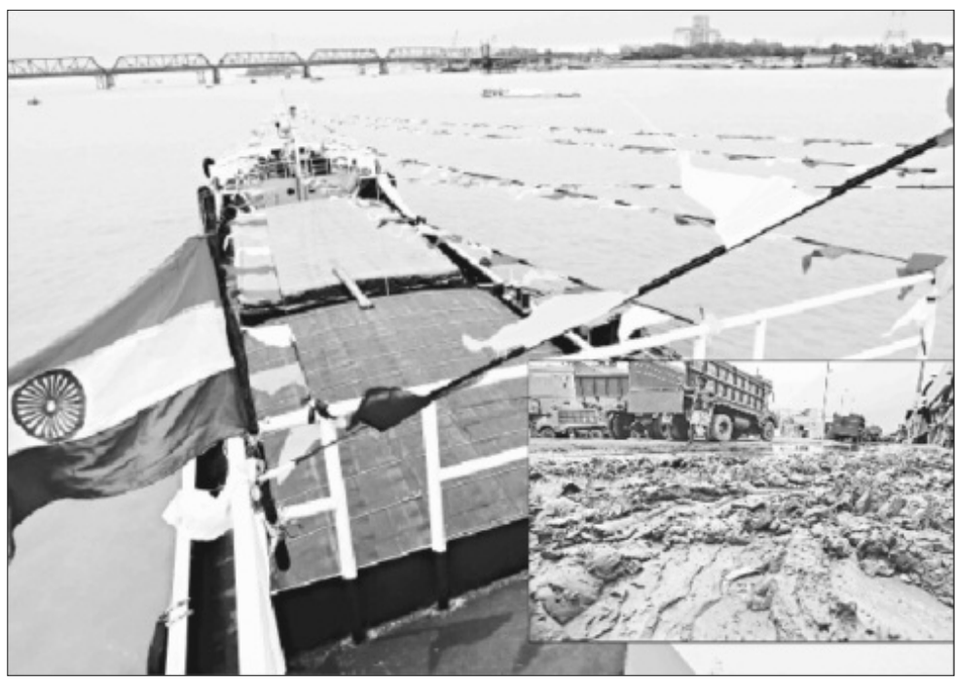

ভারতীয় পতাকাবাহী জাহাজে ট্রানজিটের পণ্য চলাচল এবং (ইনসেটে) সড়কের বেহাল অবস্থা

'বকশিশ চাই না মালিক, হিসাবের পাওনা চাই।' ষাটের দশকে বাংলা চলচ্চিত্রে একটি জনপ্রিয় গানের কলি। বাংলাদেশ-ভারতের সঙ্গে সম্পাদিত ট্রানজিট চুক্তির আওতায় কলকাতা থেকে ভারতের আগরতলায় মালামাল পাঠানোর মাশুল প্রসঙ্গে এ গানের কলিটি স্মরণে আসা অস্বাভাবিক নয়। এ ট্রানজিট আনুষ্ঠানিকভাবে সম্প্রতি চালু হয়েছে। ব্যবহৃত হচ্ছে কলকাতা থেকে আশুগঞ্জ-আখাউড়া জল ও স্থলপথ। দূরত্ব ৫০০ কিলোমিটার। মাশুল টনপ্রতি ১৯২ টাকা। অবশ্য জাহাজ ও ট্রাক ভাড়া আর বন্দর ব্যবহারের চার্জ আমদানিকারকই দেবেন। তা বলে ট্রানজিট মাশুল টনপ্রতি মোটে ১৯২ টাকা!

উল্লেখ্য, এ পথ ব্যবহার না করলে তারা মাল পাঠাত শিলিগুড়ি-শিলং হয়ে আগরতলা। দূরত্ব ১৬০০ কিলোমিটার। সময় কমেছে দুই-তৃতীয়াংশ। সে পথটি একসময়ে প্রবল ঝুঁকিপূর্ণও ছিল বিচ্ছিন্নতাবাদীদের হামলার কারণে। মালামালের এসব গাড়িবহর পাড়ি দিত সামরিক কনভয়ের প্রহরায়। এতে সময়ও লাগত তিন গুণ। ব্যয় হতো প্রচুর। নিরাপত্তার সে ঝুঁকি এখন প্রায় শূন্যের কোঠায়। আর এতেও উল্লেখযোগ্য ও ন্যায্য অবদান রেখেছে বাংলাদেশ সরকার। ত্রিপুরায় এ পথে ভারতের মালামাল নিতে আগেও একাধিকবার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। নদী বেঁধে রেখে বিদ্যুৎকেন্দ্রের ভারী যন্ত্রপাতি পাড়ি দিতে সহায়তাও করেছে। অবশ্য বিনিময়ে ন্যায্য দামে কিছু বিদ্যুৎ কিনতে পারছে বাংলাদেশ।

আশুগঞ্জ নৌবন্দরটির অবকাঠামো নেই বললেই চলে। এর তেমন প্রয়োজনও আমাদের ছিল না। এ বন্দর থেকে আখাউড়া পর্যন্ত ৫২ কিলোমিটার সড়কটি সামান্য অংশ বাদে প্রায় পুরোটাই খানাখন্দে ভর্তি ও দুর্ঘটনাপ্রবণ। তাই এই রুটে ট্রানজিট দিতে বাংলাদেশ ইচ্ছুক ছিল না। ভারতের অনুরোধে স্বীকৃত হয়। আর কার্যত ১৯৭১-এ আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধে ভারত সরকারের সামগ্রিক ইতিবাচক ভূমিকার অংশ হিসেবে, বিশালসংখ্যক শরণার্থীর চাপ বহন করেছে এ ক্ষুদ্র রাজ্য ত্রিপুরা। একপর্যায়ে তাদের সংখ্যা ছাড়িয়ে গিয়েছিল মূল জনসংখ্যাকে। ফলে ত্রিপুরার জন্য আমাদের করণীয়ও কিছু আছে। আর তা করাও হয়েছে যতটুকু সম্ভব। তাই বলে নগণ্য পরিমাণ মাশুলে মালামাল আনা-নেওয়ার এ ব্যবস্থাটি কি যৌক্তিক? তারা এ পরিমাণ মাল আগের পথে আনতে কী পরিমাণ অর্থ ব্যয় করত আর সময়ই বা লাগত কত, এটা কি হিসাব করা হয়েছে?

ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে আমাদের সরকারের গঠিত একটি কমিটি যথেষ্ট পর্যালোচনা করে এ বিষয়ে প্রতিবেদন দেয়। তাঁরা প্রস্তাব করেছিলেন এ পথে প্রতি টন মালামাল পরিবহনের মাশুল হবে ১০৫৮ টাকা। পণ্য পরিবহনে নজরদারি করার জন্য লোকবলের বেতন-ভাতাদি, অবকাঠামো নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় ইত্যাদি বিবেচনায় নিয়ে এটাকে বেশি বলার সুযোগ কোথায়? এ নৌপথের নাব্যতা রক্ষা ও পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়টিও এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। সরকার কী বিবেচনা থেকে তাদের গঠিত কমিটির প্রস্তাবিত হারের প্রায় আশি শতাংশ হ্রাস করে নতুন মাশুল ধার্য করল, তার কোনো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আমরা পাইনি। আশুগঞ্জ নৌবন্দর থেকে আখাউড়া পর্যন্ত সড়কপথটি মোটামুটি স্বাভাবিক মানে উন্নীত করতে ব্যয় কত হবে, কে দেবে এর টাকা, রক্ষণাবেক্ষণে বছর বছর ব্যয় কত, এটা কি বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে? যা-ই হোক বিষয়টি অস্পষ্ট থাকা অসমীচীন। তবে মাশুল দিয়েই যদি নেওয়া হয় সেটা তো হিসাবমাফিক হওয়া উচিত। আর সে হিসাব হতে হবে স্বচ্ছ ও যৌক্তিক। পয়সাও নেব আর ঠকছি বলে ধারণা করতে থাকব, এমনটা সঠিক হবে না।

ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক নিয়ে অনেক লেখা ও বলা হয়েছে। স্বাধীনতাসংগ্রামে আমাদের অকৃত্রিম বন্ধুর সঙ্গে বেশ কিছু দায়দেনা সুন্দরভাবে মিটে গেছে। যেমন গঙ্গার পানি বণ্টন ও পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে যাওয়া শরণার্থীদের প্রত্যাবাসনে ভারত বাস্তব ভূমিকা রেখেছে। তেমনি সাম্প্রতিক কালে ছিটমহল বিনিময়েও অকারণ জট থেকে বেরিয়ে আসার সাহসী পদক্ষেপ রেখেছে তারা। একইভাবে উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলোর বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীর শিবির নির্মূল আর তাদের নেতাদের আশ্রয় স্থান হিসেবে বাংলাদেশকে ব্যবহার বন্ধে আমাদের দৃঢ় পদক্ষেপও অনুরূপ উল্লেখ্য। তবে

> যৌক্তিক কারণেও 'না' বলতে অনেক ক্ষেত্রেই আমরা ভুলে গেছি। তা বলতে নতুনভাবে শিখলে প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্পর্ক কার্যত আরও জোরদার হবে। আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ও সচেতন জাতিকে সবাই সম্মান করে

অবিশ্বাসের সুড়ঙ্গটি প্রশস্ত হচ্ছে। আর এর প্রসারও বহুমাত্রিক। উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় ভূমি আবদ্ধ রাজ্যগুলোর জন্য ভারতকে ট্রানজিট দেওয়া বাংলাদেশের একটি নৈতিক দায় বিবেচনা করা যায়।

এটাও বিবেচনায় নিতে হবে আমাদের সড়ক ও রেল পরিবহন ব্যবস্থা নাজুক ও সর্বক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটাতেই সক্ষম হচ্ছে না। এগুলোর মান উন্নয়ন করলে সক্ষমতা কিছুটা বাড়বে। আর নতুন ব্যবস্থা চালু করতে শুধু অর্থ হলেই চলবে না, জোগান দিতে হবে মূল্যবান ভূমি। আর আমাদের ভূমিস্বল্পতা সর্বজনবিদিত। তবু বলতে হয় এর মাঝেই সমন্বয় বিধান করে সড়ক ও রেলপথে ট্রানজিটের ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু এতে যে অতিরিক্ত টাকা লাগবে, তার জোগান কে দেবে আর শর্ত কী, তাও অস্পষ্ট। নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণে ব্যয়ও কম হবে না। এসব বিষয় বিবেচনায় নিয়েই সড়ক ও রেলপথে ট্রানজিট মাশুল ধার্য করা সংগত হবে। বন্দরের সুবিধাদি আমাদের আছে। আর তা সম্প্রসারণকাজও চলছে। এগুলো ব্যবহার করা হলে তার মাশুলও যৌক্তিক পরিমাণে বিবেচনায় নিতে হবে। যদি সব পক্ষ ন্যায়-নীতি ও বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে এর ব্যবস্থা করে, তবে ভুল বোঝার সুযোগ থাকবে না। সময়ে সময়ে পর্যালোচনার আবশ্যকতা থাকলেও টেকসই হবে ব্যবস্থাটি। আর আমরা সবাই এটাই চাই।

ট্রানজিটের সঙ্গে সব ক্ষেত্রে অন্য বিষয়াদি মিলিয়ে ফেলা যৌক্তিক নয়। কিন্তু দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক এমন একটি বিষয় যাতে একের সঙ্গে অপরটি চলে আসে। ট্রানজিট যেমন ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোর অর্থনৈতিক বিকাশে আবশ্যক, ঠিক তেমনি আমাদের কাছে আবশ্যক যৌথ নদীগুলোর পানির সুষ্ঠু বণ্টন। বিষয়টি সামান্য কিছু অগ্রসর হলেও তিস্তায় গিয়ে ঠেকে গেছে। গত কয়েক বছর শুষ্ক মৌসুমে ভাটির তিস্তা শুকনাই থাকে। ভেস্তে গেছে সেচব্যবস্থা। এ যৌথ নদীটির পানিতে অধিকার আমাদেরও আছে। এমনটা কার্যত মানছে না আমাদের প্রতিবেশী দেশটির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার। এ বিষয়ে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের একটি শুভ প্রচেষ্টা সে রাজ্যই বানচাল করে দেয়। এবারের বিধানসভা নির্বাচনের পর কিছু একটা হবে এমনটা বলা হচ্ছিল। যদিও কোনো লক্ষণ দেখছি না। তবু থেকে যাই আশাবাদীদের মাঝেই।

আবার শুনছি হিমালয় অববাহিকার সবগুলো নদীর পানি আন্তনদী সংযোগ প্রকল্পের আওতায় ভারতের অন্য রাজ্যগুলোর দিকেও পাঠানো হবে। এমনিতেই শুষ্ক মৌসুমে পানি ছাড়ে না পশ্চিমবঙ্গ। আর অন্য রাজ্যে পানি গেলে আমাদের বরাতে কী জুটবে তা নিয়ে কোনো আলাপ-আলোচনা নেই। আমরাও মুখ খুলছি না। যৌথ নদী থেকে এ ধরনের পানি প্রত্যাহার প্রকল্পের প্রস্তাব প্রণয়নে আমাদের অংশীদারি ও মতামত প্রয়োজন। সবাই এ ব্যাপারে সরকারের ভূমিকার দিকে চেয়ে আছে। যৌথ নদীর পানি বণ্টন নিয়ে ভারতের কোনো কোনো রাজ্যের ভূমিকায় দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কে কোনো প্রভাব পড়বে না, এরূপ যাঁরা ভাবেন তাঁরা বাস্তববাদী নন। আর সে ধরনের সম্পর্কের একটা তো ট্রানজিট। সে ট্রানজিটের নগণ্য মাশুলও হতাশাকে উসকে দিচ্ছে।

সাম্প্রতিক কালে আমাদের একটি প্রধান সমস্যা হচ্ছে আমরা অনেক ক্ষেত্রেই 'না' বলতে পারছি না। যেটা সম্ভব নয়, বা যৌক্তিক নয় সেখানে সবাই 'না' বলে। ত্রিপুরা থেকে গ্যাস আমদানির আমাদের এক প্রস্তাবে ভারত সরাসরি 'না' বলেছে। হয়তো এ ধরনের গ্যাস রপ্তানি তাদের বিবেচনায় লাভজনক হবে না। প্রথিতযশা শিক্ষক ও কথাশিল্পী হাসান আজিজুল হক কিছুদিন আগে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন সম্পর্কে আমাদের 'না' বলতে নতুনভাবে শিখতে বলেছিলেন।

সত্যিকার অর্থেই বাংলাদেশের সৃষ্টির সূচনাটাই হয়েছিল জিন্নাহ সাহেবের মুখের ওপর রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে 'না' বলে। আর তাও একবার নয় তিনবার। যৌক্তিক কারণেও এভাবে 'না' বলতে অনেক ক্ষেত্রেই আমরা ভুলে গেছি। তা বলতে নতুনভাবে শিখলে প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্পর্ক কার্যত আরও জোরদার হবে। আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ও সচেতন জাতিকে সবাই সম্মান করে।

● **আলী ইমাম মজুমদার : সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব।**
majumder234@yahoo.com

## গুণীজন কহেন

"

নিজেকে নকল করাও একধরনের স্টাইল।

**আলফ্রেড হিচকক** (১৮৯৯-১৯৮০)
ইংরেজ চলচ্চিত্রনির্মাতা

"

ব্রিটিশদের স্থির থাকার দারুণ এক গুণ আছে। তাদের যখন কোনো সমস্যা থাকে না, তখনো তারা চুপচাপ থাকে।

**ফ্র্যাঙ্কলিন পি জোন্স** (১৯০৮-১৯৮০)
মার্কিন সাংবাদিক

"

যারা নিজের জন্য নিয়ম তৈরি করতে পারে না, তাদের জন্যই নিয়মনীতি তৈরি করা হয়।

**চাক ইয়েগার** (১৯২৩)
মার্কিন বৈমানিক

"

ভালোবাসাই পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যদিও বেসবল তার চেয়েও একটু বেশি ভালো।

**ইয়োগি বেরা** (১৯২৫-২০১৫)
মার্কিন ক্রীড়াবিদ

সূত্র : ব্রেইনি কোটস ডটকম, যুক্তরাষ্ট্র

## শব্দভেদ

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | | ৩ | | ৪ | | ৫ |
| ৬ | | | ৭ | ৮ | | | |
| ৯ | | ১০ | | ১১ | | ১২ | |
| | | | | | | ১৩ | |
| | ১৪ | | | | ১৫ | | |
| ১৬ | | | ১৭ | | | ১৮ | ১৯ |
| | | ২০ | | ২১ | | | ২২ |
| ২৩ | | | | | | ২৪ | |

**বাঁ থেকে ডানে**
১. সতর্ক। ৪. চিত্রযুক্ত। ৬. অভিমত। ৭. দশ বছর কাল। ৯. শব্দের বর্ণ বিশ্লেষণ। ১১. লেখনী। ১৩. সর্বদা। ১৪. ভাত। ১৫. অর্পণ। ১৬. সন্ন্যাসী। ১৮. দাম। ২০. সঙ্গে বিচরণ করে এমন। ২৩. বিশ্ব। ২৪. দন্ত।

**ওপর থেকে নিচে**
১. সম্মিলিত উদ্যোগে কোনো কিছু গড়ে তোলার প্রয়াস। ২. জ্ঞান। ৩. নদীর পুরুষবাচক শব্দ। ৪. সব। ৫. বিচলিত। ৮. গাড়ি। ১০. নতুন ধান কাটা উপলক্ষে উৎসব। ১২. সিংহাসন। ১৪. শেষ। ১৬. হরিৎ বর্ণ। ১৭. মুগ্ধতা। ১৯. বর্জিত। ২০. শুভ। ২১. চাঁদ।

তৈরি করেছেন : **মেসবাহ খান,** রাজপাট, মাগুরা।

**গত সংখ্যার সমাধান**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| আঁ | চ | ল | | স | মা | দ | র |
| ধা | রা | | দ | ক্ষ | তা | | হ |
| র | চ | না | | ম | | শ | স্য |
| | র | সি | ক | তা | | | ম |
| উ | | কা | ন | | ব | ল | য় |
| দা | তা | | ক | ল | স | | |
| সী | মা | | | ক্ষ | তি | ক | র |
| ন | ক | ল | | ণ | | ম | দ |

## বেসিক আলী

শাহরিয়ার

# দেশে-বিদেশে রমজান

কা তা রে জী ব ন যে ম ন

**আবদুল্লাহ আল মামুন**

কাতারের তাঁবুতে ইফতারের জন্য অপেক্ষা করছেন বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশের অভিবাসীরা

বছর ঘুরে যখন পবিত্র রমজান মাস আসে, তখন একধরনের স্বর্গীয় ভালো লাগায় মনটা ভরে ওঠে। রমজানের পবিত্রতায় যেন সাফ হয়ে যায় কলুষিত মন। বিশ্বের দেশে দেশে ছড়িয়ে আছে কোটি কোটি মুসলমান। পবিত্র রমজান মাসের বিধান সারা দুনিয়ার মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য এক হলেও সামাজিক আচার, দৈনন্দিন জীবনযাপনের ধরন ও খাদ্যাভ্যাসের ভিন্নতার কারণে দেশে দেশে এই মাস ভিন্ন আঙ্গিকে উদ্‌যাপিত হয়। কাতারে পবিত্র রমজানও তাই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। মধ্যপ্রাচ্যের আরব দেশে এখন চলছে গ্রীষ্মকাল। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহের মধ্যে কাতারে রোজা পালন করছেন সবাই।

রমজান মাসে কাতারের অফিস-আদালতে সকাল আটটার পর থেকেই কাজ শুরু হয়। কাজের সময়সূচি বেসরকারি খাতে সর্বোচ্চ ছয় ঘণ্টা আর সরকারি অফিস-আদালতে পাঁচ ঘণ্টা। নির্মাণ খাতের প্রতিষ্ঠানে খুব ভোরে সাইটে কাজ শুরু হয়ে ১১টার মধ্যেই শেষ। অন্যদিকে রাতেও একটা শিফট হয়। দোকানপাট রাত আটটা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত খোলা থাকে। রাত ১০টার পরই যেন দোহা শহর জেগে ওঠে। জমে ওঠে হোটেল, রেস্তোরাঁ ও সিসা খানা। ফাস্টফুডের দোকানগুলো আয়োজন করে বিশেষ ইফতারির।

তবে দেশি ইফতারির স্বাদ পেতে কাতারে কোনো অসুবিধা নেই। কারণ, প্রায় প্রতি এলাকায়ই রয়েছে বাংলাদেশি রেস্তোরাঁ, যাতে থাকে নানা পদের ইফতারির আয়োজন। বাংলাদেশি কমিউনিটির সংগঠনগুলো এসব রেস্তোরাঁ কিংবা মসজিদে কমিউনিটি ইফতার অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। করপোরেট ইফতার অনুষ্ঠান চলে ফাইভ স্টার হোটেলে। এভাবে রমজান মাসজুড়ে কাতারে বিরাজ করে আনন্দ ও উৎসবের আবহ। কাতারের দোহা শহরের বিশেষ জায়গায় স্থাপন করা হয়েছে কামান। ইফতারের সময় হলে এসব কামানের তোপধ্বনি নগরবাসীকে ইফতারের সময় জানিয়ে দেয়। কাতার টেলিভিশন চ্যানেলেও কামানের তোপধ্বনি সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। কাতারের ঐতিহ্যবাহী এই রীতি সত্যিই উল্লেখ করার মতো।

দোহার সব মসজিদে তারাবি পড়ানো হয়। তবে খতম তারাবি পড়ানো হয় এমন মসজিদের সংখ্যা আগের চেয়ে এখন অনেক কমে গেছে। খতম তারাবির কথা বলতে গেলে মুশাইরিব এলাকার বুখারি মসজিদের কথা বলতেই হয়। ওই মসজিদের বাংলাদেশি ইমাম মাওলানা ওবায়দুল্লাহর সুললিত কণ্ঠের সুস্পষ্ট কোরআন তিলাওয়াত তারাবি নামাজের একটি বাড়তি পাওয়া বলেই মনে হয়।

রমজান মাসে কাতারি নাগরিক এবং ধনী শেখেরা অকুণ্ঠচিত্তে দান-খয়রাত করেন। প্রতিটি মসজিদে বাংলাদেশের মতো মহল্লাবাসী ইফতারি ও খাবার সরবরাহ করেন। আমি একটি বাংলাদেশি রেস্তোরাঁর কথা জানি, যেখানে রমজান মাসের ৩০ দিন বিনা মূল্যে সবাইকে ইফতারি পরিবেশন করা হয়। রেস্তোরাঁর কাতারি মালিক ইফতারের যাবতীয় খরচ বহন করেন। তিনি এটা জাকাত নয় বরং বাড়তি সওয়াবের জন্যই নাকি করেন।

এ ছাড়া কাতারে সরকারি উদ্যোগে বিভিন্ন এলাকায় শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত তাঁবুতে ব্যাচেলর, শ্রমিক এবং নিম্নবিত্ত প্রবাসীদের জন্য ইফতারের আয়োজন করা হয়। এটা সবার জন্য থাকে উন্মুক্ত, ফলে অনেক অমুসলিমও এই ইফতারে শরিক হন। ইফতারির জন্য খেজুর, পানীয় ছাড়াও বড় থালায় পোলাওয়ের সঙ্গে মুরগির রোস্ট কিংবা আরবি স্টাইলে রান্না করা খাসির তরকারি দেওয়া হয়। থালায় যে পরিমাণ খাবার পরিবেশন করা হয়, তা ন্যূনতম চারজন থেকে ছয়জন রোজাদার খুব সহজে পেট পুরে খেতে পারবেন।

কাতারে প্রতি রমজান মাসের একটি দিন আমি ওই তাঁবুতে গিয়ে আমজনতার সঙ্গে ইফতার করি। এবার বেশ কয়েকজন বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম ওয়াকরার কাছে একটি তাঁবুতে। তাঁবুর ভেতর ঢুকে দেখি হাউসফুল। চেহারা দেখে ও কথা শুনে মনে হলো রোজাদারদের অধিকাংশই বাংলাদেশি। কোথাও বসার চেষ্টা করছিলাম। বেশ কিছু থালায় দেখি মাত্র তিনজন করে বসে আছেন। ওখানে বসতে চাইলে ওরা বলছিলেন, 'ভাই, বসা যাবে না, এই জায়গার মানুষটি একটু বাইরে গেছেন, এখনই এসে পড়বেন।' সবচেয়ে দুঃখজনক হলো, পরে দেখলাম তাঁদের কথামতো যিনি বাইরে গেলেন, তিনি আর ফিরে এলেন না। তাঁরা হয়তো ভাবছিলেন, যে খাবার রয়েছে, তা হয়তো তিনজনের জন্য যথেষ্ট নয়। বাড়তি কেউ বসলে হয়তো খাবারে ঘাটতি পড়ে যাবে। অথচ খাবার শেষে দেখলাম প্রায় অনেক থালায় প্রচুর খাবার পড়ে আছে। যাহোক, খুব জড়সড় হয়ে একটা থালার পাশে বসে পড়লাম। ওখানে বসা বাকি চারজন বাংলাদেশি তেমন একটা কিছু বললেন না। অবাক হয়ে দেখলাম, বেশ কিছু মিসরি ও আরব মাত্র দুজন করে খাবারের থালা দখল করে আছে। ওখানে এমনকি তৃতীয় কাউকেও বসতে দিচ্ছে না। এসব দেখে বিষণ্নতায় ভরে গেল মন। মনে হলো, আমার পবিত্র উদ্দীপনায় কেউ যেন ঠান্ডা জল ঢেলে দিল। পবিত্র রমজানের মূল মন্ত্র হলো আত্মসংযম আর রিপুর চাহিদাকে বলিদান দেওয়া। কিন্তু পাঁচতারা হোটেলের উচ্চবিত্তের ইফতার অনুষ্ঠান বলুন কিংবা নিম্নবিত্তের জন্য নির্ধারিত তাঁবুই হোক; কোথাও খুঁজে পেলাম না রমজান মাসের সহমর্মিতা।

মুসলিম-অধ্যুষিত দেশের তুলনায় মুসলিম সংখ্যালঘু দেশে পবিত্র রমজানের আমেজ অনেকটা ভিন্ন। অস্ট্রেলিয়ার সিডনি শহরের কথাই ধরা যাক। এই শহরের মোট জনসংখ্যার মাত্র ৪ দশমিক ৫ শতাংশ হলো মুসলিম। সিডনিতে স্থায়ীভাবে বসবাস করার সুবাদে দেখলাম, মুসলিম-অধ্যুষিত মহল্লায় না থাকলে রমজান মাস কখন আসে আর কখন যায়, সেটা বোঝাই মুশকিল। কারণ, ওই দেশে রমজান মাসে সবকিছু আগের মতোই চলে। অফিস থেকে বাসায় ফিরতে দেরি হতো বলে প্রায় সিটি ট্রেনে বসেই ইফতারি সেরে নিতাম। সিডনি শহরে রয়েছে ৩০টির বেশি মসজিদ। মসজিদ কাছে-ধারে না থাকলে এলাকার কোনো কমিউনিটি হল কিংবা স্কুলের ক্লাসরুমে সবাই তারাবির নামাজ সেরে নেন। নামাজের অনুমতি দিতে কর্তৃপক্ষকে কখনো তেমন বাড়াবাড়ি করতে দেখিনি। বাংলাদেশি কমিউনিটির উদ্যোগে সিডনি শহরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে গোটা চারেক মসজিদ। এসব মসজিদে বাংলাদেশ থেকে হাফেজ এনে খতম তারাবির আয়োজন করা হয়। পাকিস্তানি, আফগান মসজিদেও একই ধরনের ব্যবস্থা থাকে।

তবে প্রবাসীদের কাছে সবচেয়ে সেরা স্বদেশের রমজান মাস। কোনো কিছুর সঙ্গেই যে এর তুলনা নেই। রমজান মাস এলে, বিশেষ করে কৈশোরের সেই সোনালি দিনগুলো আমাকে ভীষণ নাড়া দেয়। ভাবি, আহা! রোজার সেই দিনগুলো যদি আবার ফিরে আসত? কৈশোরে ইফতারের সময়টা ছিল মাহেন্দ্রক্ষণ, সবচেয়ে আনন্দের। ইফতারের সময় হলে মহল্লায় বেজে উঠত সাইরেন। কখনো আবার লম্বা বাঁশের ডগায় টাঙিয়ে রাখা হতো লাল রঙের ইলেকট্রিক বাল্ব। ইফতারের সময় হলেই জ্বলে উঠত সেই লাল বাতি। বাতি জ্বললেই বাচ্চা ছেলেমেয়েদের মধ্যে বয়ে যেত খুশির বন্যা, শুরু হয়ে যেত ছোটাছুটি। সবাই দল বেঁধে গেয়ে উঠত, 'লাল বাত্তি জ্বাল গেয়া, ইফতারির টাইম হো গ্যায়া!'

তখন সাহরির সময় এখনকার মতো ছিল না অ্যালার্ম দেওয়া ঘড়ি কিংবা মুঠোফোন। কিন্তু তাতে কী? 'মহল্লাবাসী জাগো, সাহরির সময় হলো' বলে টিনে বাড়ি দিয়ে কিংবা ঘণ্টা বাজিয়ে উচ্চ স্বরে পাড়ার অলিগলি থেকে সবাইকে ডাকা হতো। শয়নকক্ষের দেয়াল ভেদ করে ভেসে আসা ক্ষীণ এই ডাক শুনে সবাই সাহরির জন্য জেগে উঠতেন।

পুরান ঢাকার ঐতিহ্যবাহী চকবাজারের ইফতারি ছিল দেশখ্যাত। চকের রকমারি ইফতারি খাওয়ার জন্য অনেকে মফস্বল শহর থেকে ঢাকায় আত্মীয়স্বজনদের বাড়ি যেতেন। চকের ইফতারির বিভিন্ন পদের মধ্যে ছিল বাখরখানি, চাপাতি, নানরুটি, কুলিচা, নানখাতাই, শিক কাবাব, হান্ডি কাবাব, মাছ ও মাংসের কোপ্তা, শামী ও টিকা কাবাব, পরোটা, বোগদাদি রুটি, মোরগ কাবাব, ফালুদার শরবত ও নানা রকম ফল, পনির, বোরহানি, চাটনি ঐতিহ্য। তবে পুরান ঢাকা এখনো ইফতারির সেই ঐতিহ্য বজায় রেখেছে।

রমজান মাসে বিভিন্ন ধরনের ইফতার অনুষ্ঠানে যাই। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন পদের খাবার থাকে রাশি রাশি কিন্তু খুঁজে পাই না প্রাণের স্পন্দন। ছোট্টবেলার কিংবা কলেজজীবনের ইফতারের মজার সিকিভাগও মেলে না এই অনুষ্ঠানে।

● **আবদুল্লাহ আল মামুন : প্রকৌশলী ও চেয়ারম্যান, আইইবি, কাতার।** amarlekha@gmail.com

# আপনার রাশি

কাজী এস হোসেন

যাঁরা এই সাত দিনের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁদের জন্য বিশেষ শুভ সংখ্যা ৩ ও ৯। শুভ রত্ন—অ্যামিথিস্ট ও রক্ত প্রবাল। শুভ রং—বেগুনি, লাল ও চকলেট। এবার জেনে নেওয়া যাক ১২টি রাশিতে এ সপ্তাহের পূর্বাভাস :

**মেষ (২১ মার্চ-২০ এপ্রিল)**
এ সপ্তাহে সার্বিকভাবে আপনার উপার্জন বৃদ্ধি পেতে পারে। যৌথ বিনিয়োগ শুভ। মামলা-মোকদ্দমা থেকে দূরে থাকুন। প্রেমের বিয়েতে অভিভাবকের সম্মতি পাওয়া সহজ হবে। দূরের যাত্রায় সতর্ক থাকুন।

**বৃষ (২১ এপ্রিল-২১ মে)**
চাকরিতে কারও কারও বেতন-ভাতাদি নিয়ে সৃষ্ট জটিলতার অবসান হতে পারে। মামলা-মোকদ্দমায় জড়ানো উচিত হবে না। সামাজিক কর্মকাণ্ডের জন্য প্রশংসিত হতে পারেন। যাত্রাপথে সতর্ক থাকুন।

**মিথুন (২২ মে-২১ জুন)**
বেকারদের কারও কারও জন্য এ সপ্তাহেই চাকরি-সংক্রান্ত সুখবর অপেক্ষা করছে। প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে ভুল-বোঝাবুঝির অবসান হতে পারে। এ সপ্তাহে হঠাৎ করেই হাতে টাকাপয়সা চলে আসতে পারে।

**কর্কট (২২ জুন-২২ জুলাই)**
কর্মস্থলে প্রতিপক্ষের বিরোধিতা সত্ত্বেও গুরুত্বপূর্ণ কাজে সফল হতে পারেন। এ সপ্তাহে বাড়িতে বিশিষ্ট মেহমানের আগমন ঘটতে পারে। প্রেমে সাফল্যের দেখা পাবেন। যাবতীয় কেনাকাটা শুভ।

**সিংহ (২৩ জুলাই-২৩ আগস্ট)**
সপ্তাহজুড়েই ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে তেজিভাব বিরাজ করবে। পাওনা আদায়ের জন্য সপ্তাহের শুরু থেকেই উদ্যোগী হোন। ফেসবুকে কারও সঙ্গে প্রেমের সূচনা হতে পারে। সৃজনশীল কাজের স্বীকৃতি পাবেন।

**কন্যা (২৪ আগস্ট-২৩ সেপ্টেম্বর)**
ব্যবসায়িক চুক্তি সম্পাদনের জন্য সপ্তাহের প্রথম দুদিন বিশেষ শুভ। সৃজনশীল পেশায় আপনার সুনাম অন্যের ঈর্ষার কারণ হতে পারে। এ সপ্তাহে বাড়িতে বিশিষ্ট মেহমানের আগমন ঘটতে পারে। দূরের যাত্রা শুভ।

**তুলা (২৪ সেপ্টেম্বর-২৩ অক্টোবর)**
ব্যবসায়ে নতুন বিনিয়োগ আশার সঞ্চার করবে। পরিবারের কারও রোগমুক্তিতে আপনার মানসিক অস্থিরতা দূর হতে পারে। এ সপ্তাহে সার্বিকভাবে আপনার আয় বৃদ্ধি পেতে পারে। দূরের যাত্রায় সতর্ক থাকুন।

**বৃশ্চিক (২৪ অক্টোবর-২২ নভেম্বর)**
চাকরিতে কারও কারও শুভ পরিবর্তনের সম্ভাবনা আছে। আপনি একজন অভিনয়শিল্পী হয়ে থাকলে এ সপ্তাহে নতুন অভিনয়ের প্রস্তাব পেতে পারেন। প্রেমিক-প্রেমিকার জন্য এখন সুসময় বিরাজ করছে।

**ধনু (২৩ নভেম্বর-২১ ডিসেম্বর)**
ফাটকা ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করে লাভবান হতে পারেন। এ সপ্তাহে আকস্মিকভাবে অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে। প্রেমবিষয়ক জটিলতার অবসান হবে। সৃজনশীল কাজের স্বীকৃতি পাবেন। যাবতীয় কেনাকাটা শুভ।

**মকর (২২ ডিসেম্বর-২০ জানুয়ারি)**
চাকরিতে কারও কারও কর্মস্থলে পরিবর্তনের সম্ভাবনা আছে। আপনি একজন চিত্রশিল্পী হয়ে থাকলে আপনার আঁকা ছবি কোনো প্রদর্শনীতে পুরস্কৃত হতে পারে। প্রেমের ব্যাপারে ইতিবাচক সাড়া পেতে পারেন।

**কুম্ভ (২১ জানুয়ারি-১৮ ফেব্রুয়ারি)**
সপ্তাহের শুরু থেকেই অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে তেজিভাব বিরাজ করবে। ফেসবুকে কারও সঙ্গে প্রেমের সূচনা হতে পারে। মামলা-মোকদ্দমা থেকে দূরে থাকুন। এ সপ্তাহে আপনার উপার্জন বৃদ্ধি পেতে পারে।

**মীন (১৯ ফেব্রুয়ারি-২০ মার্চ)**
শিক্ষার্থীদের কেউ কেউ বিদেশেও কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হবেন। প্রেমের ঝোড়ো হাওয়া কারও কারও মনকে নাড়া দিতে পারে। জমিজমা-সংক্রান্ত বিরোধের নিষ্পত্তি হতে পারে। আর্থিক লেনদেন শুভ।

ঈদের দিন নৃত্যশিল্পী শামীম আরা নীপা নিজেই তৈরি করেন ভিন্ন স্বাদের খাবার। ছবি : খালেদ সরকার

## নাচের শিল্পী রাঁধেন ভালো

**নাদিয়া নাহরিন**

নৃত্যশিল্পী শামীম আরা নীপা। তাঁর নাচের ছন্দের কথা তো সবাই জানেন। রান্নাতেও কম ছন্দ তোলেন না এই শিল্পী। ঈদের মতো দিনগুলোতে চেষ্টা করেন ভিন্ন স্বাদের কিছু রান্না করতে।

২৫ জুন শামীম আরা নীপার সঙ্গে কথা হয় ঢাকার মণিপুরিপাড়ায় তাঁর বাসায় বসে। রান্নাঘর থেকে তখনো সুবাস আসছিল বিরিয়ানির। বসার ঘরে আলাপের শুরুতেই শামীম আরা নীপা বলেন, 'মায়ের কাছেই রান্না শিখেছি। এত দিন যত রান্না খেয়েছি, মায়ের হাতের রান্নাই সেরা।'

নীপার ঈদের দিন শুরু হয় পরিবারের সঙ্গে। হালকা আরামদায়ক পোশাকে সকালটা বাড়িতেই কাটে। 'সকালে আমার ভাইবোনের ছেলেমেয়েরা ঘিরে ধরে। আমার বোনেরা একেকজন একেক পদের রান্না নিয়ে হাজির হয় এখানে। দুপুরে সবাই খেতে বসি একসঙ্গে। খাবার টেবিল তখন স্মৃতির খোলা অ্যালবাম। পরিবারের সবার আলাপচারিতায় উঠে আসে ছোটবেলার ঈদের দিনগুলোর কথা।' কথাগুলো বলার সময় একধরনের উৎফুল্ল ভাব ফুটে ওঠে নীপার চোখে-মুখে।

রাতের বেলা বেড়াতে বের হন নীপা। আত্মীয় কিংবা বন্ধুদের বাড়িতে ঘোরাফেরা করেই অনেকটা সময় কেটে যায়। বেড়াতে যাওয়ার আগে তাই জমকালো সাজ বেছে নেন। শাড়ির সঙ্গে তখন নানা ধরনের গয়না পরেন। শাড়ি পরলেও সেটায় আরামকে প্রাধান্য দেন। ছোটবেলায় মায়ের রান্না খেতে খুব ভালোবাসতেন। এখন নিজে পরিবারের জন্য তৈরি করেন নানা পদ।

তাই রান্নার আগ্রহে মাকেই শতভাগ 'ক্রেডিট' দিতে চান নীপা। মায়ের কাছেই শিখেছেন নানা পদের রান্না। এবারও কি রান্না করবেন—উত্তরে জানান, 'অবশ্যই। এবারের ঈদে ভারী খাবার হিসেবে পোস্তা বড়ির বিরিয়ানির সঙ্গে তন্দুরি বিফ রান্না করব। আর ডেজার্ট হিসেবে জেলো পুডিং তৈরি করব। এই দুটি পদই ঈদের দিনের স্পেশাল হিসেবে এবার করব।'

নকশার পাঠকদের জন্য শামীম আরা নীপা দিয়েছেন দুটি বিশেষ রেসিপি।

### পোস্তা বড়ির বিরিয়ানি তন্দুরি বিফ

**উপকরণ**
হাড় ছাড়া গরুর মাংস ১ কেজি, টক দই ১ কাপ, আদা বাটা ১ টেবিল চামচ, রসুন বাটা ১ টেবিল চামচ, এলাচি ৩ থেকে ৪টা, দারুচিনি বাটা ১ চামচ, লবণ পরিমাণমতো, তেল ৪ টেবিল চামচ, বেরেস্তার জন্য বড় পেঁয়াজ ৪টা, চিনি আধা চা-চামচ, কাঁচা মরিচ কয়েকটা, পোলাওয়ের চাল ১ কেজি ও তন্দুরি মসলা পরিমাণমতো।

**প্রণালি**
প্রথমে তন্দুরি মসলা মাখিয়ে গরুর মাংস ম্যারিনেট করে রেখে দিতে হবে। তারপর ২ টেবিল চামচ তেলে পেঁয়াজগুলো হালকা বাদামি করে ভেজে নিতে হবে। একই তেলে ম্যারিনেট করা মাংস রান্না করে ফেলতে হবে। সঙ্গে অল্প একটু চিনি ছিটিয়ে নিতে হবে ভিন্ন স্বাদের জন্য। মাংস রান্না হয়ে গেলে নামানোর আগে অল্প আঁচে বেশ কয়েকটি কাঁচা মরিচ দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। এতে একধরনের ঝাল ঝাল স্বাদ পাওয়া যাবে।
এরপর পোলাওয়ের জন্য প্রথমেই পোস্ত বড়ির দানা তেলে ভেজে নিতে হবে। পোস্ত দানার পর ৪ কাপ পানির মধ্যে অল্প আদা, ফ্লেভারের জন্য গরমমসলার সঙ্গে ১ কেজি পোলাওয়ের চাল দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। পোলাও হয়ে গেলে একটি ডিশে নামিয়ে নিয়ে এর ওপর ভেজে রাখা পোস্ত বড়ির দানা ছিটিয়ে দিতে হবে। ব্যস, তৈরি।

### জেলো পুডিং

**উপকরণ**
দুধ ১ লিটার, কর্নফ্লাওয়ার ২ চা-চামচ, কনডেন্সড মিল্ক ১ কৌটা, চায়না গ্রাস ১০ আউন্স ও ২ থেকে ৩ রঙের জেলো পাউডার কৌটা।

**প্রণালি**
প্রথমে দুধটাকে ঘন করে নিতে হবে। এর সঙ্গে কনডেন্সড মিল্ক, কর্নফ্লাওয়ার ও চায়না গ্রাস গুলে মিশিয়ে নিতে হবে। আর জেলো পাউডারগুলোকে ২ কাপ গরম পানিতে গুলে রেফ্রিজারেটরে রেখে দিতে হবে, যতক্ষণ না ঠান্ডা হয়। ঠান্ডা হয়ে গেলে কিউব করে দুধের যে মিশ্রণ, তার ওপর দিয়ে দিতে হবে। এরপর পুরোটা ঠান্ডা হওয়ার জন্য ফ্রিজে ৫ থেকে ৬ ঘণ্টার জন্য রেখে দিতে হবে। ঠান্ডা হয়ে গেলে বের করে পরিবেশন করুন।

দম্পতির ঈদ

## এবারের ঈদটা পরিবারের জন্যই

**মনজুর কাদের**

এ বছরের জানুয়ারিতে বিয়ে করেছেন অভিনেতা নাঈম ও অভিনেত্রী নৃত্যশিল্পী নাদিয়া। সে হিসাবে বিয়ের পর এটাই তাঁদের প্রথম ঈদ উদ্‌যাপন। প্রথম ঈদ নিয়ে দুজন বেশ রোমাঞ্চিত। দুজনই এখন ঈদের নাটকের শুটিং নিয়ে ব্যস্ত। এরই ফাঁকে কথা বললেন নকশার সঙ্গে।

নাদিয়া বলেন, 'ঈদের পুরোটা সময় পরিবারের সঙ্গে কাটানোর ইচ্ছা আমাদের। শ্বশুরবাড়িতে কাটবে ঈদের দিন। আমার বাবা-মা তো কেউই দেশে নেই। এরপর মামা-মামি ও কাজিনদের সঙ্গেও সময় কাটবে। এবার ঈদে লম্বা একটা ছুটি পেয়েছি। নিজেদের নিয়ে একটু আরাম করে সময় কাটানোর পরিকল্পনা করেছি। বন্ধুদের সঙ্গেও অনেক আড্ডা হবে বলে মনে হচ্ছে।'

এবারের ঈদে বেশ কয়েকটি নাটকে দেখা যাবে নাঈম ও নাদিয়াকে। সেই বিষয়টি মনে করিয়ে দিয়ে নাঈম বললেন, 'যেহেতু বছরের অনেকটা সময় শুটিং নিয়ে ব্যস্ত থাকি, তাই ঈদের সময়টা পুরোপুরি একসঙ্গে কাটবে। এত দিন ঈদের সময় গাড়ি নিয়ে বের হলে আমার ড্রাইভিং সিটের বাঁ পাশের সিট খালি থাকত। এবার তা হবে না।'

একসঙ্গে প্রথম ঈদ, তাই নাঈম ও নাদিয়ার মধ্যে উপহার দেওয়া-নেওয়া হয়ে গেছে। দুজন দুজনের পরিবারের জন্য উপহার কিনেছেন। নাদিয়া এরই মধ্যে পেয়ে গেছেন অনেকগুলো শাড়ি। বললেন, 'বিয়ের পর প্রথম ঈদ তো, তাই চারদিক থেকে উপহার পাচ্ছি। সবাই আমাকে শাড়ি দিচ্ছেন।'

ঈদের ছুটিতে একসঙ্গে সময় কাটাবেন নাদিয়া-নাঈম দম্পতি। ছবি : সুমন ইউসুফ

এত দিন মায়ের জন্য শাড়ি কিনেছেন নাঈম। এবার বউয়ের জন্যও শাড়ি কিনেছেন। বললেন, 'ঈদের আগে একটানা শুটিং। কোনোভাবে সময় বের করতে পারছিলাম না। তাই বাধ্য হয়ে একদিন পরিচালকের কাছ থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত ছুটি নিয়ে শাড়ি কিনতে বের হয়ে গেলাম। আমি সাধারণত ঈদে একটি সাদা পাঞ্জাবি পেলেই খুশি হই। এবার নাদিয়া আমাকে সাদার পাশাপাশি অন্য রঙের আরও কয়েকটি পাঞ্জাবি কিনে দিয়েছে।'

নাঈম ও নাদিয়া—দুজনেই ঢাকার বাসিন্দা। তাই ঈদে এবার তাঁরা ঢাকাতেই থাকছেন বলে জানালেন। কিছুদিন আগে অবশ্য এই দম্পতি যুক্তরাষ্ট্রে একটা লম্বা সময় কাটিয়ে এসেছেন। তাই জানালেন ঈদটা শুধুই পরিবার আর বন্ধুদের সঙ্গে কাটবে তাঁদের।

## সাজাই হাত সাজাই নখ

**ফারজানা ফাহমী**

উৎসব মানেই তো আনন্দ। সাজ-সাজ, রব-রব। আর সে উৎসবটি যদি হয় ঈদ, তাহলে তো কথাই নেই!
ঈদ উৎসবে মেয়েরা নিজেদের কত রঙে, কত ঢঙেই না সাজিয়ে থাকেন। মাথার চুল থেকে শুরু করে পায়ের নখ—সাজবাহারের এই আয়োজনে কোনো কিছুই যেন বাদ পড়ে না। তবে উৎসব-পার্বণে মেহেদি রঙে হাত না রাঙালে যেন মেয়েদের রূপসজ্জা পূর্ণতাই পায় না। হাতে ঐতিহ্যবাহী এই সাজের পাশাপাশি নখকেও নানা রঙে, নানা ঢঙে চলে অলংকৃত করার নানা আয়োজন।
অতীতে কেবল মেহেদি রঙে নখ রাঙাতে দেখা গেলেও হালে অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো এখানেও লেগেছে পরিবর্তনের ছোঁয়া। পুরোনোর সঙ্গে নতুন নানা কৌশল মিলে হাতের সাজে যোগ হয়েছে নতুন এক মাত্রা। প্রতি ঈদেই মেহেদি ও নখের সাজে কিছুটা হলেও নতুনত্ব থাকে। আসছে ঈদেও এর ব্যতিক্রম ঘটছে না।

**ঈদের মেহেদি সাজ**
পোশাক, জুতা ম্যাচিং গয়না ও আনুষঙ্গিক সবই হলো। তবু ঈদে মেহেদির রঙে হাত-পা না রাঙালে কি মেয়েদের ঈদের সাজ পূর্ণতা পায়? সাজপোশাক যত জাঁকজমকই হোক না কেন, হাত-পায়ে মেহেদি না লাগালে কেন জানি ঈদের আমেজটাই আসতে চায় না।
সেই মিসরীয় সভ্যতা থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত মেয়েদের রূপসজ্জার দারুণ অনুষঙ্গ হয়ে আছে মেহেদি। মেহেদি লাগানোর ধরনে নানা সময় এসেছে নানা ঢং। মূলত এশিয়া মহাদেশেই মেহেদির প্রচলনটা সবচেয়ে বেশি। বেশির ভাগ মেহেদির ডিজাইনেও রয়েছে এ অঞ্চলের ছাপ।
মেহেদি নকশায় গত কয়েক বছরে এসেছে বেশ কিছু পরিবর্তন। সবশেষ ২০১৬ সালে মেহেদির নকশায় যে ধারা এসেছে, তা হলো 'মরক্কীয় মেহেদি নকশা'। এ ধরনের নকশা বেশ বড়সড়। আমাদের এ অঞ্চলের মতো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নকশার নামগন্ধও সেখানে পাওয়া যাবে না।
যেহেতু এখন মেয়েদের ফ্যাশনে গাউনসহ পশ্চিমা বিভিন্ন পোশাকের চল এসেছে, তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে মেহেদির নকশায়ও এসেছে ভিন্নতা। দীর্ঘ দিন মেহেদি পরিয়ে আসছেন সায়মা ফাইরুজ। তিনি বললেন, হালের পোশাক ফ্যাশনের সঙ্গে মিল রেখেই এখন মেহেদির নকশাগুলো খুবই হালকা ধরনের হয়ে থাকে।হালের ফ্যাশন বা মেহেদির ধারার পাশাপাশি মেহেদি লাগানোর সময় এর নকশা হাতের গড়নের ওপরও নির্ভর করে। একেক গড়নে একেক ধরনের নকশা ভালো লাগে। যাঁদের হাত একটু চওড়া, তাঁদের হাতে বেশি কারুকাজের নকশা বেশি ভালো ফোটে। অপর দিকে, চিকন বা সরু হাতে কম কারুকাজের বড় নকশা বেশ ভালো লাগে।

**পরামর্শ**
মেহেদির রং গাঢ় করার জন্য, মেহেদি দেওয়ার পর তার ওপর লেবুর রস ও চিনির মিশ্রণ ঢেলে, সেভাবে যতক্ষণ সম্ভব মেহেদি হাতে রেখে দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন সায়মা ফাইরুজ। এতে করে রং গাঢ় হয় এবং বেশি দিন স্থায়ী হয়। এ ছাড়া কাঁচা মেহেদি হাত থেকে উঠিয়ে ফেলার পর এক দিন অন্তত হাতে সাবান বা ক্ষারজাতীয় কিছু ব্যবহার থেকে যথাসম্ভব দূরে থাকতে বলেছেন তিনি।

## নখের রঙিন সাজ

ফ্যাশন ও শোবিজ দুনিয়ায় 'নেইল আর্ট' দারুণ জনপ্রিয়। নেইল আর্ট বলতে নেইলপলিশ ব্যবহার বা নখের ওপর প্রাথমিক একটি রঙের প্রলেপ এঁকে তার ওপর বাহারি রঙের কারুকাজ করা বা কৃত্রিম নখের ব্যবহারকে বোঝানো হয়ে থাকে।

এই সময়ে জনপ্রিয় অ্যাক্রোলিক নেইল

কৃত্রিম নখের ব্যবহার সাধারণত করা হয়ে থাকে নখের ক্যানভাসকে আরও বড় করার জন্য। এ ছাড়া যাঁদের নখ পাতলা, তাঁরা নখ বড় করতে পারেন না। একটু বড় করলেই নখ ভেঙে যায়। সে ক্ষেত্রে আলগা নখের ব্যবহার করেন অনেকে। নেইল আর্টে জনপ্রিয় ধারণা অ্যাক্রিলিক। বেশি সময় ধরে স্থায়িত্বের কারণে গোটা বিশ্বেই অ্যাক্রিলিক নখের চল অনেক বেশি। টিউলিপ নেইল অ্যান্ড স্পার স্বত্বাধিকারী ও অভিনেত্রী নিপুণ বললেন, 'শুধু নেইলপলিশের টান তো অনেক হলো। নখের সৌন্দর্যে কয়েক রকম রং ব্যবহার করে নানা ধরনের ছবি আঁকলেই বরং ঈদের সাজে ভিন্নতা আসবে। আন্তর্জাতিক ধারা ধরেই আমরা নখে অ্যাক্রিলিক আর্ট করছি। এই ঈদে নখের সাজে চমক আনতে অ্যাক্রিলিক আর্ট করতে পারেন।'
কীভাবে করা যাবে এমন নকশা? নেইল টেকনিশিয়ান প্রথমে বিশেষ ধরনের তরল পদার্থের সঙ্গে বিশেষ পাউডার মিশিয়ে একটি মিশ্রণ তৈরি করেন। এরপর সেই মিশ্রণের প্রলেপে পুরো নখ ঢেকে দেওয়া হয়। মিশ্রণটি নখে দেওয়ার পর কারও কারও কাছে অস্বস্তিকর একধরনের অনুভূতি হতে পারে। তবে এতে মোটেও চিন্তিত হওয়ার দরকার নেই। কারণ, মিশ্রণটি মোটেও ক্ষতিকর কিছু নয়। প্রলেপ দেওয়ার পর বাতাসে কিছুক্ষণের মধ্যেই তা শুকিয়ে যায়। তবে এ জন্য ঘরে অবশ্যই পর্যাপ্ত বাতাস ঢোকার ব্যবস্থা থাকতে হবে। বেশ কিছুদিন যাওয়ার পর নখের সঙ্গে সঙ্গে অ্যাক্রিলিক নকশাও সামনের দিকে বাড়তে থাকে। এ অবস্থায় নতুন নখে আবারও প্রলেপ দিতে হয়। বাংলাদেশে ফ্যাশনের ক্ষেত্রে নতুন সংযোজন এই অ্যাক্রিলিক নেইল। তাই সুবিধামতো সময়ে যেকোনো পারলারে গিয়ে পছন্দের সাজ-নকশায় রাঙিয়ে আকর্ষণীয় করে তুলতে পারেন নখ।

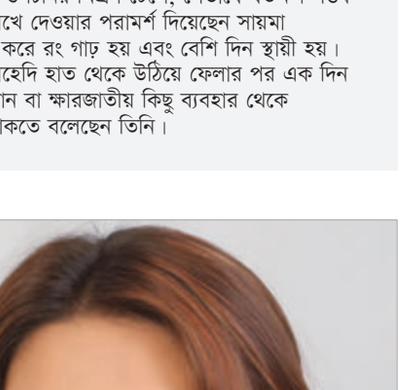

মডেল : অবনি
নেইল আর্ট : টিউলিপ নেইল অ্যান্ড স্পা
ছবি : আবদুস সালাম

# জোছনা ও জননীর গল্প

হুমায়ূন আহমেদ

কথাশিল্পী হুমায়ূন আহমেদ (১৯৪৮-২০১২) জয় করেছিলেন লাখো পাঠকের মন। প্রবাসী পাঠকদের জন্য ধারাবাহিকভাবে ছাপা হচ্ছে তাঁর অসম্ভব জনপ্রিয় একটি উপন্যাস




**পর্ব : ১৭**

আসমানী শাহেদের পাশে বসতে বসতে বলল, চট করে চা-টা খেয়ে নাও।
আসমানীকে আজ অন্য দিনের চেয়ে অনেক বেশি হাসিখুশি লাগছে। তার কারণ স্পষ্ট নয়।
শাহেদ চায়ের কাপে চুমুক দিল। মিষ্টি কম হয়েছে। আরেকটু চিনি দাও—এই কথাটা বলতেও আলসেমি লাগছে। মনে হচ্ছে চিনির কথাটা বললেও সময় নষ্ট হবে।
দৈনিক পাকিস্তান -এর প্রথম পাতায় সুন্দর একটা ছবি ছাপা হয়েছে। কালো পতাকা উড়িয়ে শেখ মুজিবুর রহমান যাচ্ছেন প্রেসিডেন্ট ভবনে, প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বৈঠক। বৈঠকে কী হলো না-হলো পত্রিকায় নিশ্চয়ই তার বিস্তারিত বিবরণ আছে।
তুমি এখন পত্রিকায় হাত দিও না। পড়তে শুরু করলে তুমি এক ঘণ্টার আগে উঠবে না। চা-টা শেষ করে তোমাকে একটু দোকানে যেতে হবে। শেখ মুজিব এবং ইয়াহিয়ার বৈঠকের চেয়েও এটা অনেক বেশি জরুরি।
তাই না-কি?
হ্যাঁ তাই। শেখ মুজিব ভাববেন তাঁর দেশ নিয়ে, আমি ভাবব আমার সংসারের তেল-চিনি নিয়ে।
দেশটা তোমার না?
আমার কাছে আগে আমার সংসার। তারপর দেশ।
কঠিন কিছু কথা শাহেদের মুখে এসে গিয়েছিল। সে নিজেকে সামলাল। সকালবেলাটা তিক্ততার জন্যে ভালো না। সে পত্রিকায় মন দিল।
আসমানী হাত বাড়িয়ে পত্রিকা দুটো নিয়ে নিল। শাহেদের মাথায় চট করে রক্ত উঠে গেল। সে নিজেকে সামলে সিগারেট ধরাল। এখন সে একটা ঝগড়া শুরু করতে চায় না। ঝগড়া করার সময় অনেক পাওয়া যাবে। আপাতত যা করতে হবে তা হচ্ছে কায়দা করে পত্রিকা দুটো নিয়ে নিতে হবে। এমনভাবে নিতে হবে যেন আসমানী টের না পায়। এই মুহূর্তে পত্রিকা পড়ার প্রতিই তার আগ্রহটা অনেক বেশি। স্ত্রীরা স্বামীর যেকোনো বিষয়ের প্রতি অতিরিক্ত আগ্রহকেই সন্দেহের চোখে দেখে।
আসমানী শাহেদের পিঠে হাত রেখে বলল, দোকানে যাওয়া ছাড়াও তোমাকে কাঁচাবাজারেও যেতে হবে, ঘরে কোনো বাজার নেই। চাল-ডাল সব কিনতে হবে। সবাই খাবার কিনে ঘরে জমা করে রাখছে। শুধু আমাদের ঘরে কিছু নেই।
শাহেদ অনাগ্রহের মতো ভঙ্গি করে বলল, দেখি কাগজটা?
আসমানী বলল, এখন কাগজ পাবে না। দোকানে যাবে, কাঁচাবাজারে যাবে; তারপর কাগজ। কাগজ পালিয়ে যাচ্ছে না।
শাহেদ রাগ চাপতে চাপতে বলল, দোকান এবং কাঁচাবাজারও পালিয়ে যাচ্ছে না।
আসমানী বলল, আচ্ছা, তোমার প্রতি সামান্য দয়া করলাম। কাঁচাবাজারে পরে যাবে। দোকান থেকে ঘুরে আসো। রুনির জন্য দুনম্বরি খাতা কিনতে হবে। সে ছবি আঁকবে, তারপর নাশতা খাবে। নাশতা না খেয়ে বসে আছে। তোমার মেয়ে যে কী পরিমাণ মেজাজি হয়েছে! আমার ধারণা, সে মেজাজ পেয়েছে তোমার কাছ থেকে। যা বলবে তা-ই করবে। তোমার চা খাওয়া শেষ হয়েছে না? এখন ওঠো। মেয়ে ঘুম থেকে উঠেছে সাতটার সময়, এখন বাজছে দশটা। কিচ্ছু মুখে দেয়নি।
শাহেদ ঝামেলা করল না। উঠে দাঁড়াল, শার্ট গায়ে দিল। আসমানী বলল, তোমাকে কাগজ পড়তে না দেওয়ার জন্য আমার নিজেরই খারাপ লাগছে, তবে দোকান থেকে ফিরেই দেখবে গরম চা এবং চায়ের কাপের পাশে ভাঁজ করা পত্রিকা। ভালো কথা, খাতা যে আনবে খাতার কভারে হাতির ছবি থাকতে হবে। হাতির ছবি ছাড়া খাতা আনলে চলবে না। তোমার মেয়ে কী চিজ হয়েছে, তুমি তো জানো না। হাতির ছবির কথা মনে থাকে যেন। মনে থাকবে।
মুখটা এমন প্যাঁচার মুখের মতো করে রেখেছ কেন? তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, তুমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া। পাকিস্তানের সমস্যায় হতাশ, বিরক্ত ও ক্লান্ত। আমি লক্ষ করেছি ভোরবেলাতেই তোমার মেজাজ থাকে বেশি খারাপ। ইয়াহিয়া সাহেব! হিজ এক্সিলেন্সি! আজ কি অফিসে যাবে?
না।
ভালো হয়েছে। আজ তাহলে তুমি রুনির মাথা কামিয়ে দেবে। ছোটবেলায় কয়েকবার মাথা না কামালে চুল ঘন হয় না। একটা রেজার ব্লেড এনো তো। এক বোতল ডেটল। মাথা কেটে গেলে দিতে হবে।
আর কী কী লাগবে একসঙ্গে বলো।
আর কিচ্ছু লাগবে না। দোকানে ভালোবাসা কিনতে পেলে তোমাকে সের খানেক ভালোবাসা কিনতে বলতাম। ইদানীং তোমার মধ্যে এই জিনিসের সাংঘাতিক অভাব দেখছি। ভালো কথা, চা-পাতা নেই, চা-পাতা আনতে হবে। প্লাস চিনি। এই দুটো যদি না আনো তাহলে চা-পাতা এবং চিনি ছাড়া চা খেতে হবে।
কিছু বাকি পড়ল কি না আবার মনে করে দেখো। তাঁতের মাকুর মতো আমি দোকান-বাসা, দোকান-বাসা করতে পারব না।
আর কিছু লাগবে না। ভালো কথা, তুমি যখন খুব রেগে যাও তখন তোমার চেহারা কিন্তু খানিকটা ইয়াহিয়া খানের মতো হয়ে যায়। ঠাট্টা করছি না। অনেস্ট। যে জায়গায় তোমরা গোঁফ রাখো, তোমার সেই জায়গাটা ইয়াহিয়া খানের মতোই বড়। আচ্ছা গোঁফ রাখার জায়গাটার নাম যেন কী?
জানি না।
কী আশ্চর্য, যেখানে তোমরা এত কায়দা করে গোঁফ রাখো তার নামও জানো না?
শাহেদ বিরক্ত গলায় বলল, অকারণে এত কথা বলছ কেন? তুমি তো মাথা ধরিয়ে দিচ্ছ।
খাতা, চা, চিনি, রেজার ব্লেড নিয়ে শাহেদ মিনিট দশেকের মধ্যে ফিরে এল।
আসমানী বলল, তোমাকে না বললাম হাতির ছবি মার্ক খাতা কিনতে। এই খাতা দেখেই তো তোমার মেয়ে কাঁদতে শুরু করবে।
হাতি মার্কা খাতা ছিল না।
থাকবে না কেন? ছিল তো বটেই। তুমি বলতে ভুলে গেছ। যা দিয়েছে তা-ই নিয়ে চলে এসেছ। প্লিজ, খাতাটা বদলে আনো।


অলংকরণ : মাসুক হেলাল

শাহেদ শার্ট খুলতে খুলতে বলল, বদলাতে পারব না। যা এনেছি তাই তোমার মেয়েকে দাও। আদর দিয়ে দিয়ে তুমি মেয়েটাকে নষ্ট করছ। জগতের নিয়ম হচ্ছে, কোনো জিনিস চাইলেই পাওয়া যায় না। অথচ তোমার মেয়ের ধারণা হয়েছে, যা চাওয়া যায়, তা-ই পাওয়া যায়। হাতি মার্কা খাতা চেয়েছে, হাতি মার্কা খাতা দিতে হবে। বাঘ মার্কা চাইলে বাঘ মার্কা। এসব কী?
তুমি এমন চোখ বড় বড় করে আমার সঙ্গে কথা বলছ কেন?
জন্ম থেকেই আমার চোখ বড়। এই জন্য চোখ বড় বড় করে কথা বলছি। তুমিই বা সরু চোখে তাকিয়ে আছ কেন? সরু চোখে তাকিয়ে থাকার মতো অপরাধ কি করেছি?
মেয়ে যখন কেঁদে বাসা মাথয় তুলবে, তখন কী করবে?
ওকে বুঝিয়ে বলো। বুঝিয়ে বললেই কেঁদে বাড়ি মাথায় তুলবে না। শিশুরা লজিক বুঝতে পারে। সমস্যা বড়দের নিয়ে। বড়রা লজিক বুঝতে চায় না।
তাহলে দয়া করে তোমার বিখ্যাত লজিক দিয়ে ওকে বোঝাও।
শাহেদ খবরের কাগজ নিয়ে বসল। আসমানী কিছুক্ষণ স্বামীর দিকে তাকিয়ে রুনির কাছে গেল। এবং তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে রুনির আকাশ ফাটানো চিৎকার শোনা যেতে লাগল। ভয়াবহ চিৎকার। মনে হচ্ছে বাড়িঘর ভেঙে পড়বে। চিৎকার অগ্রাহ্য করে কাগজে মন দেওয়া যাচ্ছে না। শাহেদের মেজাজ দ্রুত খারাপ হচ্ছে। ইচ্ছা করছে উঠে গিয়ে মেয়েটার গালে একটা চড় বসিয়ে দেয়। এটাও করা যাবে না। তাহলে সারা দিন আসমানী মুখ ভোঁতা করে রাখবে। সন্ধ্যাবেলা দেখা যাবে মেয়েকে নিয়ে মা'র বাড়ির দিকে রওনা হয়েছে। শাহেদ ডাকল, রুনি মা, শুনে যাও তো। রুনি সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকল।
কেন কাঁদছ গো, মা?
বাবা, ছবি আঁকব।
ছবি আঁকবে সেটা তো খুবই ভালো কথা। আঁকো। তোমার জন্য তো খাতা কিনে এনেছি। একটা কেনার কথা ছিল, দুটো কিনেছি।
হাতির ছবির খাতা লাগবে। এই খাতায় আঁকব না। এই খাতা পচা।
হাতির ছবির খাতা দোকানে ছিল না, তাই আনা হয়নি। আমি আবার যখন বের হব, তখন নিয়ে আসব।
না, আমার এখনি লাগবে।
চাইলেই সবকিছু পাওয়া যায় না, মা।
পাওয়া যায়।
না, পাওয়া যায় না।
পাওয়া যায়।
এ রকম করে কথা বলবে না রুনি। এ রকম করে কথা বললে আমার মেজাজ খুব খারাপ হবে। হঠাৎ দেখা যাবে তোমার গালে ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দিয়েছি।
না, তুমি চড় বসাবে না।
তুমি কিন্তু আমার মেজাজ খুব খারাপ করছ রুনি। এখন লক্ষ্মী মেয়ের মতো যাও, ছবি আঁকো। আমি কাগজ পড়ি।
না, তুমি কাগজ পড়বে না।
রুনি হাত বাড়িয়ে খবরের কাগজ টেনে নিল এবং শাহেদের কিছু বলার আগেই ছিঁড়তে শুরু করল। রুনির মুখ গম্ভীর। তাকে দেখে মনে হচ্ছে কাগজ ছেঁড়ার এই কাজটি সে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে করছে।
শাহেদের অধিক শোকে পাথর হওয়ার মতো ব্যাপার হলো। সে মেয়ের কাগজ ছেঁড়া দেখল। শোকের প্রবল ধাক্কাটা কমে যাওয়ার পরপরই মেয়ের গালে চড় বসিয়ে দিল, রুনি সারা বাড়ি কাঁপিয়ে চিৎকার করতে লাগল। আসমানী ছুটে এসে মেয়েকে তুলে নিয়ে গেল। শাহেদের মনটা হলো খারাপ। ইচ্ছে করলে ছেঁড়া কাগজগুলো হাতে নিয়ে পড়া যায়। ইচ্ছা করছে না। মেয়েটার গালে আরেকটা চড় দিতে ইচ্ছা করছে। মনে হচ্ছে আগেরবারেরটা তেমন জোরালো হয়নি। রুনির কান্না থেমে গেছে। জোরালো চড় হলে এত সহজে কান্না থামত না। বাসা থেকে কিছুক্ষণের জন্য দূরে কোথাও চলে যেতে ইচ্ছে করছে। কাঁচাবাজারে যাওয়া যেতে পারে। চাল-ডাল-তেল-নুন আসলেই কিনে রাখা দরকার। সবাই কিনেছে। সে কেন কিনবে না? কয়েক কার্টন সিগারেট। যুদ্ধের সময় সবচেয়ে দুষ্প্রাপ্য হয় সিগারেট।
আসামানী রুনিকে কোলে নিয়ে ঘরে ঢুকল। ভীত গলায় বলল, দেখো তো দেখো তো ওর মুখ দিয়ে রক্ত পড়ছে।
রুনি, হাঁ করো তো মা। হাঁ করো।
রুনি হাঁ করল। আসলেই মুখভর্তি রক্ত।
আসমানী হতভম্ব গলায় বললম কী করেছ তুমি মেয়ের?
শাহেদ অপ্রস্তুত গলায় বলল, গালটাল কোথাও কেটে গেছে। এত অস্থির হওয়ার মতো কিছু হয়নি। দেখি, ওকে আমার কোলে দাও।
না, আমি আমার মেয়েকে তোমার কোলে দেব না। তুমি কোন সাহসে আমার মেয়েকে কোলে নিতে চাও?
আসমানী ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। রুনি হাত বাড়িয়ে দিয়েছে বাবার কোলে যাবার জন্য। শিশুরা অতিসহজে অন্যের অপরাধ ক্ষমা করতে পারে।
শাহেদ বলল, কোথায় কেটেছে একটু দেখি। দরকার হলে একজন ডাক্তার দেখিয়ে আনি।
তোমাকে কিছুই করতে হবে না। খবরদার, তুমি আমার মেয়েকে কোলে নেবে না। খবরদার তুমি আমার মেয়েকে ছোঁবে না।
তুমি এমন ভেউ ভেউ করে কাঁদছ কেন? তোমার মেয়ে তো কাঁদছে না। এই দেখো, রক্ত পড়াও বন্ধ হয়েছে। আর রক্ত পড়ছে না।
আসমানী কাঁদতে কাঁদতেই মেয়ে কোলে নিয়ে পাশের কামরায় চলে গেল।
শাহেদের মন এমনই খারাপ হলো যে তার নিজেরও কাঁদতে ইচ্ছা করল। দিনটা সুন্দরভাবে শুরু হয়ে হঠাৎ কেমন এলোমেলো হয়ে গেল। তার আর ঘরে চুপচাপ বসে থাকার কোনো মানে হয় না। সবচেয়ে ভালো হয় কিছুক্ষণ বাইরে কাটিয়ে এলে। অফিসে যাওয়া যেতে পারে। অফিস থেকে ফেরার পথে বাজার করে আনলে আসমানীর রাগ হয়তো কিছু কমবে। মেয়েটার জন্য গাদাখানিক হাতির ছবি আঁকা খাতা আনতে হবে। আর একটা ঘুড়ি কিনতে হবে। কবে যেন ঘুড়ির কথা বলছিল।
অফিসে শাহেদের সময়টা খুব খারাপ কাটল। খাঁ-খাঁ করছে অফিস। বলতে গেলে কেউ আসেনি।
অফিসের পিয়ন রুস্তম টুলে বসে ঝিমুচ্ছে। চোখ মেলে একবার সে শাহেদকে দেখল। উঠে দাঁড়াচ্ছে—এমন ভঙ্গি করে আবারও চোখ বন্ধ করে ঝিমাতে লাগল।
ইউনাইটেড ইনস্যুরেন্স কোম্পানি। একসময় লোকজন গমগম করত। আজ মাছি উড়ছে। যেসব কোম্পানির মালিক অবাঙালি তার সবগুলোরই এই অবস্থা। মালিকেরা অফিসে আসা বন্ধ করেছেন। অফিসে মাছি ওড়া শুরু হয়েছে।
ক্যাশিয়ার নিবারণ বাবু বললেন, আজ অফিসে এসেছেন কেন? আজ জোরগুজব শহরে আর্মি নামবে। শেখ সাহেব আর ইয়াহিয়ার বৈঠক বানচাল হয়ে গেছে। সবাই এখন ঘর সামলাতে ব্যস্ত, আপনি কেন অফিসে?
শাহেদ বলল, আপনিও তো অফিসে।
আমার ঘরে কিছু করার নেই। ফ্যামিলি দেশে পাঠিয়ে দিয়েছি। কাজেই চলে এসেছি। আপনাদের সঙ্গে গল্পগুজব করব।
বেশ তো করুন গল্পগুজব।
নিবারণ সাহেব অনেক ধরনের মজার মজার গল্প করলেন। এর মধ্যে ভৌতিক গল্পও আছে। তার কাকার শ্রাদ্ধের দিন নাকি সবাই দেখেছে অবিকল তার কাকার মতো দেখতে এক লোক শোবার ঘরের খাটে বসে আছে। লোকটা সম্পূর্ণ নগ্ন। শুধু গলায় পৈতা। শাহেদের কোনো গল্পই তেমন মজা লাগল না। নিবারণ বাবু ঝুঁকে এসে বললেন, আপনাকে খুব চিন্তিত লাগছে। ভাবিকে দেশের বাড়িতে পাঠিয়ে দেন। তাহলে দেখবেন আমার মতো হয়ে যাবেন। চিন্তাভাবনাহীন লাটু মিয়া। যখন ইচ্ছে বনবন করে ঘুরব।
শাহেদ বলল, উঠি।
আরও কিছুক্ষণ বসুন, গল্প করি। চা খাবেন? চা আনিয়ে দিই।
না, চা খাব না।
কেন খাবেন না! চা খান। বি হ্যাপি।
শাহেদ উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, আপনি অফিসে কতক্ষণ থাকবেন?
নিবারণ বাবু আনন্দিত গলায় বললেন, আমি তো অফিসেই থাকি। বিছানা-বালিশ নিয়ে চলে এসেছি। অফিস হলো এখন সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা।
একটার দিকে শাহেদ অফিস থেকে বের হলো ।মনে হচ্ছে শহর কোনো উৎসবের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড দেওয়া হচ্ছে। শাহেদের সামনেই হাজার হাজার মানুষ মহা-উৎসাহে পুরোনো একটা বাস ঠেলতে ঠেলতে এনে রাস্তায় শুইয়ে দিল। এরা কার বাস নিয়ে এসেছে কে জানে! শেখ সাহেব কি রাস্তা ব্যারিকেড দেওয়ার কোনো নির্দেশ দিয়েছেন? তাঁর নির্দেশ ছাড়া তো এখন কিছুই হয় না। অফিস চলছে তাঁর নির্দেশে। ব্যাংক চলছে তাঁর নির্দেশে।
২৩ মার্চ, পাকিস্তানের প্রজাতন্ত্র দিবসে কোথাও পাকিস্তানি পতাকা ওড়েনি। শুধু তিনটা জায়গায় পতাকা উড়েছে—প্রেসিডেন্ট ভবনে, যেখানে ইয়াহিয়া থাকেন, গভর্নর ভবনে এবং এয়ারপোর্টে। ব্রিটিশ ডেপুটি হাইকমিশন এবং সোভিয়েত কনস্যুলেটে উড়েছে বাংলাদেশি পতাকা। চীন, ইরান, ইন্দোনেশিয়া এবং নেপাল পাকিস্তানি পতাকা তুললেও জনতার চাপে পাকিস্তানি পতাকা নামিয়ে বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়েছে। আমেরিকান দূতাবাস অবশ্যি কোনো ঝামেলায় যায়নি। তারা কোনো পতাকাই ওড়ায়নি। ভয়াবহ কাণ্ডটা করেছে ইপিআর। তারা যশোহর সদর দপ্তরে উড়িয়েছে বাংলাদেশি পতাকা।*

*ক্রমশ*

একটি প্রতিবাদলিপি

## হুন সেন, আপনি কি শুনছেন?

কম্বোডিয়ার লৌহমানব হিসেবে পরিচিত প্রধানমন্ত্রী হুন সেনকে ১৫ হাজার রিয়াল জরিমানা করেছে দেশটির ট্রাফিক পুলিশ। হুন সেন মাথায় হেলমেট না পরেই দেশটির কোহ্ কং প্রদেশে মোটরসাইকেল চালাচ্ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী সেন এ জন্য দেশের জনগণের কাছে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। এদিকে এ ঘটনায় 'বাংলার উড়াধুড়া মোটরসাইকেল মালিক সমিতি' তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে একটি প্রতিবাদলিপি পাঠিয়েছে রস+আলোর দপ্তরে।

**জনাব হুন সেন,**

আপনার নামের উচ্চারণ হচ্ছে 'হুনসেন', সোজা বাংলায় শুনছেন। আমরা ধরে নিতে পারি, আপনি সবার কথাই শুনতে পছন্দ করেন। যদি তা-ই হয়, তাহলে আমরা আশা করি এই প্রতিবাদলিপি আপনি অবশ্যই মনোযোগ দিয়ে শুনছেন।

গত সপ্তাহে *প্রথম আলোয়* প্রকাশিত খবরের সূত্র ধরে জানতে পারলাম, হেলমেট না পরে মোটরসাইকেল চালানোয় পুলিশ আপনাকে জরিমানা করেছে। এবং আপনিও নাকি সেই ঘটনায় ক্ষমা চেয়েছেন! এই সংবাদে 'বাংলার উড়াধুড়া মোটরসাইকেল মালিক সমিতি'র প্রত্যেক সদস্যের মনে তীব্র ক্ষোভ, হতাশা ও প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে। যেখানে আমরা তিলে তিলে 'খোলা মুখে ধুলা খাই, হেলমেটবিহীন পৃথিবী চাই' নামক একটি বৈজ্ঞানিক, বাস্তবসম্মত আন্দোলন গড়ে তুলছি, সেখানে আপনার এই পদক্ষেপ একটি লজ্জাজনক দৃষ্টান্ত হিসেবে ইতিহাসে সাক্ষী হয়ে থাকবে।

হেলমেট না পরে মোটরসাইকেল চালানো একটি বিজ্ঞানসম্মত, আধুনিক ও কাব্যিক পদ্ধতি। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ আমাদের পারমিশন দিয়ে গেছেন এই বলে—

'আজকে যে যা বলে বলুক তোরে,
সকল তর্ক হেলায় তুচ্ছ ক'রে
পুচ্ছটি তোর উচ্চে তুলে নাচা।'

এই কবিতায় 'পুচ্ছটি' বলতে কবি মোটরসাইকেল বুঝিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একজন ড্যাম স্মার্ট কবি ও জ্যোতিষী ছিলেন। তিনি সে আমলেই বুঝতে পেরেছিলেন, বাংলার দামাল ছেলেরা একদিন এমটিভির 'রোডিস' দেখে ফাঁকা রাস্তা পেলেই হেলমেট না পরে বাইক স্টান্ট করবে। এবং আজকাল সেটাই হচ্ছে। আর ঠিক এ কারণেই আমরা, মানে 'বাংলার উড়াধুড়া মোটরসাইকেল মালিক সমিতি'র প্রত্যেক সদস্য মনে করি, হেলমেট না পরে বাইক চালানো প্রত্যেকের মৌলিক অধিকার। যদিও ট্রাফিক পুলিশ শুরু থেকেই আমাদের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে আসছে। তারা প্রতিমুহূর্তে আমাদের 'ওড়া'র পথে বাধা তৈরি করে। কিন্তু আমরা জানি, 'ওড়া'র পথে বাধা থাকবেই। তাই বলে থেমে থাকা যাবে না। এ জন্য ট্রাফিক পুলিশকে ম্যানেজ করে চলাই আমাদের একমাত্র সমাধান। এভাবেই আমরা বছরের পর বছর ধরে একটা সিস্টেম চালু করে ফেলেছি। অথচ আপনার এই ন্যক্কারজনক ঘটনা আমাদের এত দিনের পরিশ্রম ধুলোয় মিশিয়ে দিতে বসেছে।

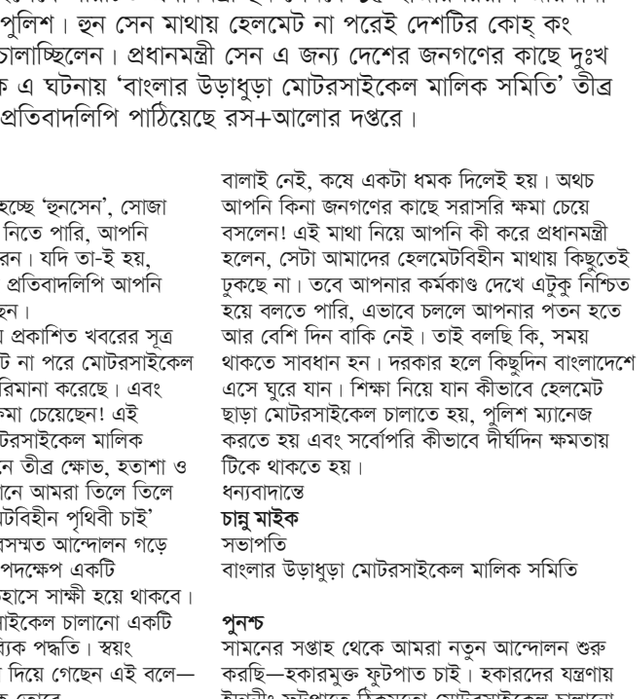

আপনি হলেন কম্বোডিয়ার প্রধানমন্ত্রী। আপনার তো পুলিশ ম্যানেজ-ট্যানেজের বালাই নেই, কষে একটা ধমক দিলেই হয়। অথচ আপনি কিনা জনগণের কাছে সরাসরি ক্ষমা চেয়ে বসলেন! এই মাথা নিয়ে আপনি কী করে প্রধানমন্ত্রী হলেন, সেটা আমাদের হেলমেটবিহীন মাথায় কিছুতেই ঢুকছে না। তবে আপনার কর্মকাণ্ড দেখে এটুকু নিশ্চিত হয়ে বলতে পারি, এভাবে চললে আপনার পতন হতে আর বেশি দিন বাকি নেই। তাই বলছি কি, সময় থাকতে সাবধান হন। দরকার হলে কিছুদিন বাংলাদেশে এসে ঘুরে যান। শিক্ষা নিয়ে যান কীভাবে হেলমেট ছাড়া মোটরসাইকেল চালাতে হয়, পুলিশ ম্যানেজ করতে হয় এবং সর্বোপরি কীভাবে দীর্ঘদিন ক্ষমতায় টিকে থাকতে হয়।

ধন্যবাদান্তে
**চান্নু মাইক**
সভাপতি
বাংলার উড়াধুড়া মোটরসাইকেল মালিক সমিতি

**পুনশ্চ**
সামনের সপ্তাহ থেকে আমরা নতুন আন্দোলন শুরু করছি—হকারমুক্ত ফুটপাত চাই। হকারদের যন্ত্রণায় ইদানীং ফুটপাতে ঠিকমতো মোটরসাইকেল চালানো যাচ্ছে না। সে কারণেই এই আন্দোলনের আয়োজন। সেখানে আপনিও সবান্ধব আমন্ত্রিত।

লেখা : **আসফিদুল হক**



## যুগোপযোগী ঈদ সালামি

লেখা : **মো. মিকসেতু**
আঁকা : **শিখা**

### সালামি হিসেবে লাইক

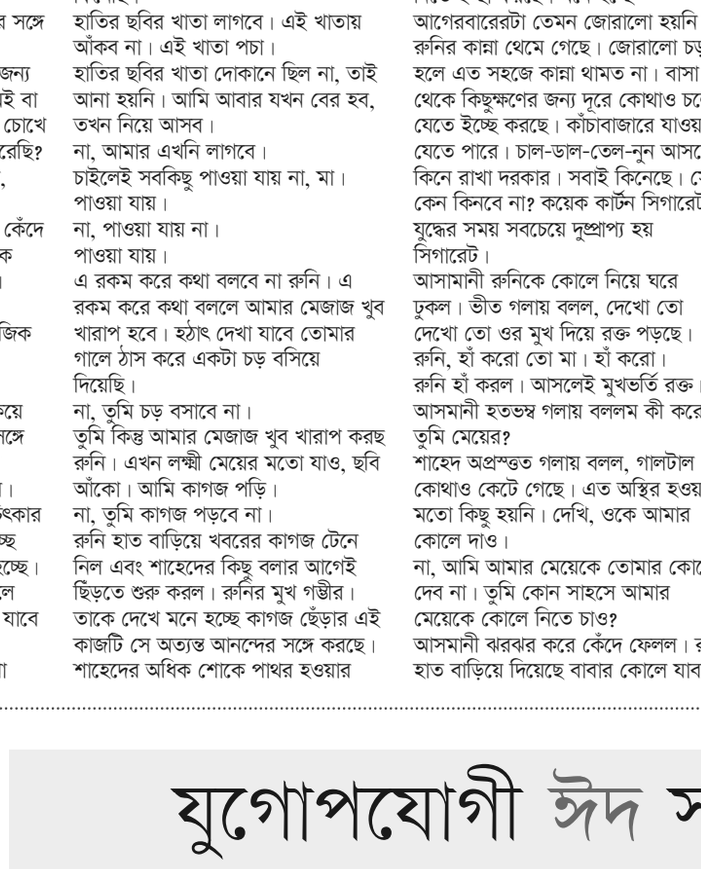




### সালামি যখন ড্রাগন

### সালামি যখন পাসওয়ার্ড

### সালামি যখন ক্যান্ডি ক্রাশ

নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে টাইব্রেকারে আর্জেন্টিনাকে হারিয়ে শতবার্ষিকী কোপা আমেরিকার শিরোপা জিতল চিলি। দুই বছরে সানচেজ-ব্রাভোদের টানা দ্বিতীয় কোপা আমেরিকা শিরোপা ● এএফপি

# লাল চিলির লাল উচ্ছ্বাস

**রাজ শুভ নারায়ন চৌধুরী** ●

লিওনেল মেসির আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসরের খবরটা সব মনোযোগ কেড়ে নিয়েছে। না হলে দিনটা শুধুই চিলির হওয়ার কথা ছিল। সবচেয়ে বড় ছবিটাও হতে পারত তাদেরই উদ্‌যাপনের। কীর্তিটা যে তেমনই গৌরবের। পৃথিবীর প্রাচীনতম ফুটবল টুর্নামেন্টের শতবার্ষিকী আয়োজনে উচ্ছ্বাসে ভাসলেন সানচেজ-ভিদাল-ব্রাভোরা। দুই বছরে টানা দ্বিতীয় কোপা আমেরিকার শিরোপা।

ম্যাচের আগে কাগজে-কলমের হিসাবে অনেক এগিয়ে ছিল আর্জেন্টিনা। কিন্তু সব অনুমান, কাগুজে পার্থক্যকে মাঠে ভুল প্রমাণ করল চিলি। আরও একবার। গত বছর ঘরের মাটিতে প্রথমবার কোপা জয়, কাল শতবার্ষিকী কোপা আমেরিকার শিরোপাও উঠল তাদেরই হাতে। গতবারও প্রতিপক্ষ ছিল আর্জেন্টিনা, ১২০ মিনিট পর গোলশূন্য ম্যাচে টাইব্রেকারে জেতে চিলি (৪-১)। ২০১৫ সালে সান্তিয়াগোর এস্তাদিও ন্যাসিওনাল থেকে এবার নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়াম—গল্পটা একই। শুধু টাইব্রেকারে আর্জেন্টিনা একটা গোল বেশি করেছে (৪-২)। ছবিটাও একই, একদিকে কান্নাভেজা আর্জেন্টিনা, অন্যদিকে শিরোপার উৎসবে মেতে উঠেছে চিলি।

..শুধু কি শিরোপা! এক টুর্নামেন্টে যা কিছু জেতা সম্ভব, সবই নিজেদের করে নিয়েছে চিলি। সেরা খেলোয়াড় (অ্যালেক্সিস সানচেজ), সেরা গোলদাতা (এদুয়ার্দো ভার্গাস, ৬ গোল), সেরা গোলকিপার (ক্লদিও ব্রাভো)—সব জায়গাতেই লা রোজাদের জয়গান।

লা রোজা, মানে লাল। পরপর দুই বছর কোপা আমেরিকায় লাল চিলির ঝাঁজে জ্বলল দলগুলো। দক্ষিণ আমেরিকার ফুটবলে এখন নতুন পরাশক্তি তারাই। ব্রাজিল-আর্জেন্টিনার পাশে সব সময়ই তৃতীয় শক্তি উরুগুয়ে, মাঝেমধ্যে হুংকার দেয় কলম্বিয়াও। কিন্তু চিলি জানিয়ে দিল, উঠে এসেছে তারাও।

অথচ শতবর্ষী টুর্নামেন্টটিতে দুই বছর আগেও তাঁরা ছিল শিরোপাশূন্য, সর্বোচ্চ সাফল্য ছিল চারবার রানার্সআপ! গতবারের শিরোপার কারিগর হোর্হে সাম্পাওলি এবার দলের সঙ্গে নেই। নতুন কোচ হুয়ান আন্তোনিও পিজ্জির অধীনে চিলি কেমন করে সেটিও ছিল দেখার বিষয়। এ আর্জেন্টিনার কাছেই হেরে টুর্নামেন্ট শুরু করা চিলি পরের প্রতিটি ম্যাচে ছাড়িয়ে গেছে নিজেদের। সানচেজ ছিলেন আক্রমণের নেতা, ভিদাল মিডফিল্ডে দলের আক্রমণগুলোকে একতারে বেঁধে দিয়েছেন, গোলপোস্টে ব্রাভোও দিয়েছেন পাহাড়ের দৃঢ়তা। কিন্তু চিলির সবচেয়ে বড় শক্তি, এই দলটি 'দল' হয়ে খেলতে জানে। নিউ জার্সির হাঁসফাঁস গরমেও ফাইনালের ১২০ মিনিটজুড়ে দলীয় শক্তিরই পতাকা উঁচিয়ে ধরেছেন চিলিয়ানরা। তারই পুরস্কার এই শিরোপা।

কোচ পিজ্জির কণ্ঠে দলীয় শক্তিরই জয়গান, 'খেলোয়াড়দের এই গ্রুপটাই জাতীয় দলকে এত শক্তিশালী করেছে। এমন দল যারা সেরাদের সঙ্গেও চোখে চোখ রেখে লড়তে পারে। আমাদের সামনে আজ বিশ্বের এক নম্বর দলটি ছিল; দুর্দান্ত খেলোয়াড়েরা এই দলে, ইতিহাসের সেরা খেলোয়াড়টিও। আমরা তবু লড়ে গেছি।'

খেলোয়াড়দের সেই লড়াই-ই বসন্তের বাতাস এনে দিয়েছে চিলির ফুটবলে। ইনস্টাগ্রামে ট্রফি হাতে ছবি দিয়ে সানচেজ যেমন লিখেছেন, 'এখন চিলিয়ানদের উপভোগের সময়!'

# মুস্তাফিজ তাহলে যাচ্ছেন সাসেক্সে!

**ক্রীড়া প্রতিবেদক** ●

দুই-দুইয়ে হয়তো চারই মিলতে যাচ্ছে, শেষ পর্যন্ত মুস্তাফিজুর রহমান খেলতে যাচ্ছেন ইংল্যান্ডের ঘরোয়া ক্রিকেটে। ১৫ জুলাই ন্যাটওয়েস্ট টি-টোয়েন্টি ব্লাস্টে হ্যাম্পশায়ারের বিপক্ষে ম্যাচটিতে বাংলাদেশের বাঁহাতি এই পেসারকে পাওয়ার আশা করছেন সাসেক্সের কোচ মার্ক ডেভিস। শুধু টি-টোয়েন্টিই নয়, মুস্তাফিজকে রয়্যাল লন্ডন ওয়ানডে কাপেও খেলাতে চায় সাসেক্স।

আইপিএল খেলে আসা মুস্তাফিজের পুনর্বাসন শুরু হয়েছে ৯ জুন থেকে। ২৩ জুন নেটে বোলিং শুরু করেছিলেন, দু-তিন দিন তা করেছেন কোনো সমস্যা ছাড়াই। কদিন আগে তাঁর পুনর্বাসনপ্রক্রিয়ার তত্ত্বাবধায়ক ও বাংলাদেশ দলের ট্রেনার মারিও ভিল্লাভারায়ন জানিয়েছিলেন, পুরোপুরি সেরে উঠতে সময় লাগবে এক মাস। সে হিসাবে ৯ জুলাইয়ের মধ্যে মুস্তাফিজের ফিট হয়ে যাওয়ার কথা।

নির্ধারিত সময়ে সেরে উঠতে পারলে ১৫ জুলাই থেকে ইংল্যান্ডে খেলতে তাঁর অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। বিসিবি অবশ্য বলে আসছে, মুস্তাফিজের ইংল্যান্ডে খেলা নির্ভর করছে তাঁর ফিটনেসের ওপর। বাংলাদেশের কোচ চন্ডিকা হাথুরুসিংহেও চান মুস্তাফিজ ইংল্যান্ডের ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলে আসুন, যাতে ইংলিশ কন্ডিশনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। তবে তাঁকে যেতে হবে ফিট হয়েই! বিসিবি সূত্রের খবর, সব ঠিক থাকলে আগামী ১২ বা ১৩ জুলাই ইংল্যান্ডের উদ্দেশে উড়াল দেবেন 'কাটার মাস্টার'। মুস্তাফিজের ইংল্যান্ডের ভিসা নেওয়ার প্রক্রিয়াও শুরু হয়ে গেছে এরই মধ্যে।

১৫ জুলাইয়ের ম্যাচটিসহ টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টে গ্রুপ পর্বে আরও তিনটি ম্যাচ থাকবে সাসেক্সের। ওয়ানডে কাপেও থাকবে সমান ম্যাচ। সাসেক্স যদি এই দুই টুর্নামেন্টে নকআউট পর্বে যায়, মুস্তাফিজকে আপাতত রেখে দেওয়ারই পরিকল্পনা আছে কাউন্টি দলটির। মিড সাসেক্স টাইমসকে দেওয়া ডেভিসের সাক্ষাৎকারে পরিষ্কার, 'কাটারমাস্টার'কে পেতে সাসেক্স কী আগ্রহী, 'ফিজকে বোঝা আসলেই খুব কঠিন। আইপিএলের পর ওর পুনর্বাসন প্রত্যাশিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় নিচ্ছে। তা ছাড়া বাড়ি ফেরার পর আবারও চলে আসাটাও ওর জন্য কঠিন হয়ে গেছে। তবে শেষ পর্যন্ত তাকে পাওয়াটা আমাদের জন্য হবে দারুণ।'

বিসিবি একাডেমি মাঠে মুস্তাফিজুর রহমানের এই বোলিং বলে দিচ্ছে, দ্রুতই চোট থেকে সেরে উঠছেন তিনি ● ছবি : প্রথম আলো

ব্যর্থতার যন্ত্রণায় আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় জানিয়ে দিলেন লিওনেল মেসি ● রয়টার্স

# আকাশি-সাদায় শেষ মেসির!

**মোসতাকিম হোসেন** ●

আরও একটা ফাইনালে হারার দুঃস্বপ্নের ঘোর তখনো কাটেনি। ২৭ জুন কোপা আমেরিকার ফাইনালে হারের পর লিওনেল মেসির অশ্রু শুকায়নি পুরোপুরি। এর মধ্যেই এমন একটা বোমা ফাটল যাতে বাকি সব চলে গেল আড়ালে। মেসির অবসরের ঘোষণাকে চমক বললেও তো কম বলা হয়!

মাত্রই তিন দিন আগে ২৯-এ পা দিয়েছেন, এখনো আর্জেন্টিনাকে আরও অনেক কিছুই দেওয়ার আছে। মেসি সিদ্ধান্তটা কি হুট করেই নিয়ে নিলেন? বন্ধু ও সতীর্থ সার্জিও আগুয়েরোর কথা থেকে যে আঁচ পাওয়া যায়, সিদ্ধান্তটা হয়তো ড্রেসিংরুমেই নিয়েছেন, 'আমি ওকে ড্রেসিংরুমে এত ভেঙে পড়তে কখনো দেখিনি।' এর পর 'মিক্সড জোনে' সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েই বোমাটা ফাটালেন, 'লকার রুমে বসে আমি অনেক ভেবেছি, জাতীয় দলের হয়ে আমি আর খেলছি না।'

সাংবাদিকেরা ধাক্কাটা সামলেই আবার জানতে চাইলেন, তাহলে কি অবসর নিচ্ছেন? আর্জেন্টাইন অধিনায়ক এবার স্পষ্ট করেই বললেন, 'আমি নিজের সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি। আমি চারটি ফাইনালে খেলেছি। কিন্তু তারপরও জিততে পারিনি। আমি সম্ভাব্য সব উপায়েই চেষ্টা করেছি। আমার চেয়ে বেশি আঘাত কেউ পায়নি, কিন্তু আমি বুঝতে পারছি, এটা আমার জন্য নয়। দেশের হয়ে একটা শিরোপার চেয়ে বেশি কিছু আমার চাওয়ার ছিল না। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে সেটা হয়নি।' আর কখনো আকাশি-সাদা জার্সিতে দেখা যাবে কি না, এমন প্রশ্নও উঠল। মেসির আগের কথাতেই অনড়, 'আমার তা মনে হয় না। আমি তো আগেই বলেছি, আমি নিজের সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি।'

সিদ্ধান্তটা একেবারে হঠাৎই নেওয়া, সেটি বোঝাচ্ছিল আর্জেন্টাইন কোচ জেরার্ডো মার্টিনোর প্রতিক্রিয়া। এ ব্যাপারে মার্টিনো কিছুই জানতেন না! শুধু বললেন, 'এভাবে হারাটা আসলে ওর জন্য মেনে নেওয়া কঠিন।' সতীর্থরাও বিহ্বল, গোলরক্ষক সার্জিও রোমেরো তো বিশ্বাসই করতে পারছেন না, 'আমার মনে হয় মেসি তাৎক্ষণিক আবেগের বশে কথাটা বলে ফেলেছে। এভাবে একটা সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাওয়াটা ও মেনে নিতে পারেনি। ওকে ছাড়া তো আমরা জাতীয় দল কল্পনাও করতে পারি না।' এই দলের মেসির সবচেয়ে কাছের বন্ধু আগুয়েরোও যেন ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না, 'ওর কী হয়েছে সেটার আসলেই কোনো ব্যাখ্যা নেই।'

তাহলে কি মেসি নিজের ওপর অন্তহীন প্রত্যাশার চাপের কাছেই হার মানলেন? গত বছর কোপার ফাইনালে হারার পর জাতীয় দলের প্রতি মেসির আত্মনিবেদন নিয়েও প্রশ্ন উঠে গিয়েছিল। ক্যারিয়ারের শুরুর দিকে যে 'অপবাদ' নিয়ে চলতে হয়েছে, একটা সময় সেটা ঝেড়ে ফেলেছেন বলেই মনে হচ্ছিল। কিন্তু কোপার পর মেসিকে নিয়ে আবারও প্রশ্ন। একটু অভিমান করেই গত ডিসেম্বরে বলেছিলেন, 'দলকে দুবার ফাইনালে তুলেছি। এর চেয়ে বেশি আমি আর কী করতে পারি?' এই তো কয়েক দিন আগেই আর্জেন্টাইন ফেডারেশনের প্রতি নিজের বিরক্তি প্রকাশ্যেই জানিয়েছেন। অবসরের ঘোষণা কি অভিমান থেকেই?

সেই চমকটা কাটতে না-কাটতেই নতুন একটা ধাক্কা। আগুয়েরোও বোমা ফাটিয়েছেন, মেসির পথ ধরে আরও বেশ কয়েকজন বিদায় নিতে পারেন আর্জেন্টিনা দল থেকে। এর মধ্যে আগুয়েরো নিজেও আছেন। মাচেরানো ও বিলিয়াও আর্জেন্টিনার হয়ে অবসরের সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছেন। এমনকি ডি মারিয়া, লাভেজ্জি, হিগুয়েইনরাও ভাবছেন বিদায়ের কথা। আগুয়েরো ঠিক সরাসরি কিছু বলেননি, কিন্তু সে রকম ইঙ্গিতই দিলেন, 'আমাদের অনেকেই জাতীয় দল থেকে বিদায়ের কথা ভাবছে। ড্রেসিংরুমে কয়েকজনকে দেখে আমার খুবই বিধ্বস্ত মনে হয়েছে। আমার মনে হয় না তারা আর জাতীয় দলের হয়ে খেলবে।'

আগুয়েরোর কথা যদি সত্যি হয়, আর্জেন্টিনা কি এত ধাক্কা সামলে উঠতে পারবে?

# 'চাকার'দের নিয়ে কাজ ঈদের পর

**ক্রীড়া প্রতিবেদক** ●

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বোলিং অ্যাকশন নিষিদ্ধ হওয়ার পরই শুরু হয়েছিল তাসকিন আহমেদ ও আরাফাত সানির পুনর্বাসনপ্রক্রিয়া। পুনর্বাসনের মধ্যেই দুজন খেলেছেন প্রিমিয়ার লিগ। তাসকিন-সানির বোলিং নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন না উঠলেও লিগে সন্দেহজনক বোলিং অ্যাকশনের অভিযোগ উঠেছে ১৩ বোলারের বিরুদ্ধে।

বিসিবির পূর্বঘোষণা অনুযায়ী বোলিং অ্যাকশন না শোধরানো পর্যন্ত এই বোলারদের বল করা থেকে বিরত থাকতে হবে। ঈদের পরই শুরু হবে তাঁদের অ্যাকশন শোধরানোর প্রক্রিয়া। গত ১৯ জুনের বোর্ড সভায় বিসিবির মিডিয়া কমিটির প্রধান ও সাবেক পেসার জালাল ইউনুসকে প্রধান করে গঠিত হয়েছে বোলিং অ্যাকশন রিভিউ কমিটি। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন তিন সাবেক ক্রিকেটার ওমর খালেদ, গোলাম ফারুক ও দীপু রায় চৌধুরী।

বোলিং অ্যাকশন শোধরানোর প্রক্রিয়া সম্পর্কে ২৫ জুন সাংবাদিকদের কিছুটা ধারণা দিয়েছেন কমিটির প্রধান জালাল ইউনুস, 'প্রথমে ওদের আমরা নেটে ডাকব। এখানে কিছু প্রযুক্তির দরকার আছে, আমরা ক্যামেরা বসাব। সেখানে তাদের অ্যাকশনে ত্রুটি ধরা পড়লে সংশোধন করা হবে। সংশোধন হলে তাদের ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলার অনুমতি দেওয়া হবে। তবে সেখানেও যদি অ্যাকশন অভিযুক্ত হয়, তাদের নিয়ে আবারও কাজ করা হবে। এরপরও ঠিক না হলে এক বছরের জন্য নিষিদ্ধ হবে।'

এখন থেকে জাতীয় লিগ, বিসিএল, বিপিএল, ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে আম্পায়ারদের অভিযোগের ভিত্তিতে বোলারদের অ্যাকশন পর্যবেক্ষণ করবে রিভিউ কমিটি। প্রথম ও দ্বিতীয় বিভাগ ক্রিকেট, অনূর্ধ্ব-১৯ ও বয়সভিত্তিক ক্রিকেটেও নিয়মিত তদারকি থাকবে তাদের। তবে বোলারদের অ্যাকশনে ত্রুটি ধরাই শুধু নয়, তাদের সংশোধনের কাজটিও করতে হবে বিসিবিকে। কিন্তু তার জন্য যে উচ্চ প্রযুক্তি এবং বিশেষজ্ঞ জনবল প্রয়োজন, সেটি বিসিবির নেই। রিভিউ কমিটির প্রধান অবশ্য জানালেন, 'সীমাবদ্ধতা নিয়েই আমাদের কাজ করতে হবে। আমাদের নিজেদের যেহেতু খুব একটা অভিজ্ঞতা নেই, চেষ্টা করব বাইরে থেকে বিশেষজ্ঞ আনার। আইসিসির কাছে আমরা এরই মধ্যে প্রযুক্তিগত সহায়তা চেয়েছি। কার্ডিফেও যোগাযোগ করেছি। চেষ্টা করব সেখানকার কয়েকজন বিশেষজ্ঞ আনার।' ভবিষ্যতে ঢাকায় বোলিং অ্যাকশন শোধরানোর মিনি ল্যাব করারও চিন্তাভাবনা আছে বলে জানিয়েছেন জালাল ইউনুস।

রিভিউ কমিটির আওতার বাইরে থাকছেন তাসকিন ও সানি। দুজনের পুনর্বাসনই চলছে জাতীয় দলের ফিজিও-ট্রেনার ও কোচের অধীনে। বাংলাদেশের পরবর্তী আন্তর্জাতিক সিরিজের আগেই দুজনকে বোলিং অ্যাকশন শোধরানোর পরীক্ষায় পাঠানো হবে বলে জানিয়েছেন জালাল ইউনুস।

# 'বিশ্বের সেরা বোলার হতে পারে আমির'

আবারও ইংল্যান্ড, আবারও লর্ডস—মোহাম্মদ আমিরের স্মৃতিতে কি ফিরে আসবে পাঁচ বছরের আগে ঘটনা-দুর্ঘটনা? 'কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালোবাসে'! স্পট ফিক্সিংয়ের দায়ে আমিরের গায়ে কলঙ্কের কালি লেগেছিল সেবারই। এর পর তো তাঁর ক্রিকেট ক্যারিয়ার থেকেই হাওয়া গেছে পাঁচটি বছর। কলঙ্কময় সেই অধ্যায় পেছনে ফেলে আমিরের দ্বিতীয় ইনিংস শুরু হচ্ছে লর্ডসেই। ২০১০-এর পর আবার আমির আবার টেস্ট খেলতে যাচ্ছেন ক্রিকেট তীর্থে।

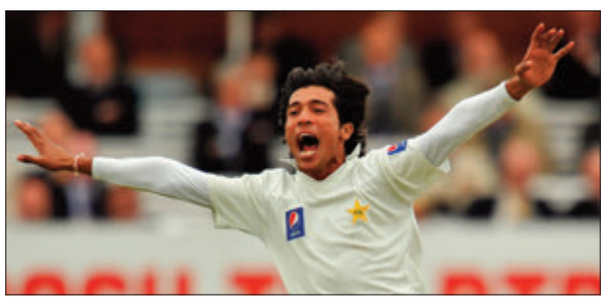

পাঁচ বছর টেস্ট না খেললেও আমিরে এতটাই আস্থা, পাকিস্তান অধিনায়ক মিসবাহ-উল-হক মনে করেন, ২৪ বছর বয়সী বাঁহাতি পেসার হতে পারেন বিশ্বসেরা, 'সে যেভাবে বোলিং করে; গতি, সুইং ও নিয়ন্ত্রণ-সবকিছুই তার বোলিংয়ে আছে। এখনো সে বিশ্বের সেরা বোলার হতে পারে।'

ইংল্যান্ডের সঙ্গে পাকিস্তানের প্রথম টেস্ট শুরু হবে আগামী ১৪ জুলাই। তার আগে সমারসেটের সঙ্গে তিন দিনের ম্যাচ খেলবেন মিসবাহরা। এই ম্যাচে ইংলিশ কন্ডিশনে নিজেকে ঝালিয়ে নেওয়ার সুযোগ পাবেন আমির। নিষেধাজ্ঞা কাটিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফেরা পাকিস্তানি পেসার এ বছর ২ ওয়ানডেতে ৫ ও ১১ ম্যাচে নিয়েছেন ১১ উইকেট। নিষেধাজ্ঞার আগে ১৪ টেস্টে ৫১ উইকেট নেওয়া পাকিস্তানি পেসার আগের ধারটাই ফিরে পাবেন বলে আশাবাদী মিসবাহ, 'ফেরার পর যতগুলো ম্যাচ খেলেছে, সে ভালো করেছে। ও জানে এখন চাপের মধ্যে আছে। তবে এটা সে ভালোভাবেই সামলাচ্ছে। এখানে খেলতে পারাটা তার জন্য দারুণ সুযোগ। এখানেই সে সমস্যায় পড়েছিল। এখানে দারুণ খেলে বিশ্বকে দেখানো ও দলকে কিছু দেওয়ার তার দারুণ সুযোগ।'

লর্ডসে খেলা সর্বশেষ টেস্টে আমির পেয়েছিলেন ৬ উইকেট। এবার সেখান থেকেই শুরু করলে তাঁর ফেরাটা হবে রাজকীয়। **এএফপি**।

# চ্যাম্পিয়ন স্পেনের বিদায়

তিনিই হতে পারতেন স্পেনের নায়ক। সেন্ট ডেনিসে ২৭ জুন ইতালির বিপক্ষে এত দারুণ সব সেভ করেছেন ডেভিড ডি গিয়া। কিন্তু দিন শেষে স্প্যানিশ গোলরক্ষকের ভূমিকাটা কিনা খলনায়কের! স্পেন প্রথম গোলটা খেল তো তাঁর ভুলেই। যার চড়া মূল্যও দিতে হয়েছে স্পেনকে। ৩৩ মিনিটে জর্জো কিয়েলিনির করা গোলের সঙ্গে যোগ হওয়া সময়ে গ্রাজিয়ানো পেল্লের আরও এক গোল। ২-০ গোলে ইউরোর শেষ ষোলোর ম্যাচটা জিতে কোয়ার্টার ফাইনালে চলে গেল ইতালি। হেরে ইউরো থেকে বিদায় নিল বর্তমান চ্যাম্পিয়ন স্পেন। সর্বশেষ ইউরোর ফাইনালে এই স্পেনের কাছেই ৪-০ গোলের হারের বদলাও হয়ে গেল আজুরিদের।

বড় টুর্নামেন্টে স্পেনকে হারানোর স্মৃতিটা যেন ভুলতেই বসেছিল ইতালি। গত ইউরোর ফাইনাল তো আছেই, একই টুর্নামেন্টের গ্রুপ পর্বে এবং পরের বছর কনফেডারেশনস কাপেও জিততে পারেনি ইতালি। প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচে স্পেনের বিপক্ষে ইতালির সর্বশেষ জয়টা ছিল সেই ১৯৯৪ বিশ্বকাপে। অবশেষে ফুরাল ইতালির ২২ বছরের প্রতীক্ষা!

শুরু থেকেই দারুণ সব আক্রমণে স্পেনকে অস্থির করে তোলে ইতালি। তবে সব আক্রমণেই শেষ পর্যন্ত বাধা হয়ে দাঁড়ান ডি গিয়া। নবম মিনিটেই পেল্লের দুর্দান্ত হেড ঠেকিয়েছেন, দুই মিনিট পর জাকেরিনির বাইসাইকেল-কিক। কিন্তু ৩৩ মিনিটে আর পারলেন না। এডারের বুলেটগতির ফ্রি-কিক ঠেকিয়ে দিলেও বলটা নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেনি ডি গিয়া, ফিরতি শটে গোল করে ইতালিকে এগিয়ে দেন কিয়েলিনি। ওই ভুলের পরও অবশ্য দারুণ খেলেছেন ডি গিয়া, ৫৬ মিনিটে এডারের সামনে ওয়ান-টু-ওয়ান হয়ে গিয়েও গোল বাঁচিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু ওই যে একটা ভুল, সেটি আর শোধরাতে পারেননি স্পেনের কেউ। উল্টো শেষ মুহূর্তে আরও এক গোল করে ব্যবধান বাড়ায় ইতালি। সনি সিক্স।

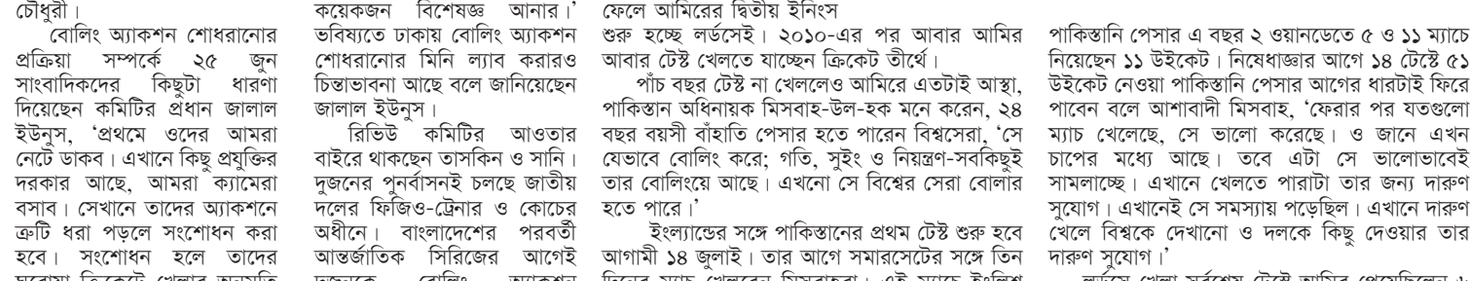

# তারকাদের স্বপ্ন

স্বপ্ন তো কত রকমের থাকে। সেই স্বপ্নের পেছনেই ছোটে মানুষ। আমরা তারকাদের কাছে জানতে চেয়েছিলাম তাঁদের স্বপ্নের কথা। হোক সেটা অপূরণীয়। হোক তা 'ওয়াইল্ড ড্রিম'। তারকাদের সেসব স্বপ্ন নিয়েই আমাদের এবারের আয়োজন।

## হলিউডে কাড়াকাড়ি হবে আমাকে নিয়ে

**জাহিদ হাসান**

হলিউডে পা রেখেছেন জাহিদ হাসান। তাকে নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে। কে তাঁর সঙ্গে অভিনয় করবে। কোন পরিচালক জাহিদ হাসানকে নিয়ে সবার আগে সিনেমা বানাবেন এ নিয়ে তুলকালাম লেগে গেছে পুরো হলিউডজুড়ে। জাহিদ হাসান চুপচাপ। নীরবে এই 'কাড়াকাড়ি' দেখছেন। শুধু নিজের সেরাটা দেওয়ার জন্য অপেক্ষায় তিনি। অবশেষে সময়ের সেরা পরিচালক আর সেরা নায়িকা সুযোগ পেলেন জাহিদ হাসানের সঙ্গে কাজ করার। সিনেমা নির্মাণ করা হলো। পুরো পৃথিবীতে তোলপাড়!

ঘটনার এখনো বাকি। বছর শেষে অস্কার জিতে ফেললেন বাংলাদেশের জনপ্রিয় অভিনেতা জাহিদ হাসান। হ্যাঁ, আমার কথাই বলছি!

আমার আরও কিছু স্বপ্ন আছে। আমার স্বপ্ন একটা-দুইটা নয়। অনেক। বুনো স্বপ্ন না বলে এগুলো অনেকটা অসম্ভব স্বপ্ন বলা যায়। আমার খুব শখ বন্ধুবান্ধব নিয়ে চাঁদে যাব। সাবমেরিনে করে সমুদ্রের তলদেশ থেকে ঘুরে আসব। তবে এসব কিছুর চেয়েও আমার বড় স্বপ্ন, এই যে দেশে যাঁরা দুই ধরনের কথা বলেন, কথা দিয়ে কথা রাখেন না, তাঁদের থাপড়ানো। আগে কোথাও অন্যায় দেখলেই এই কাজটা নিজের হাতে করতাম। এখন পরিস্থিতি আর সামাজিকতার কারণে করতে পারি না। তবে পারলে খুব ভালো হতো।

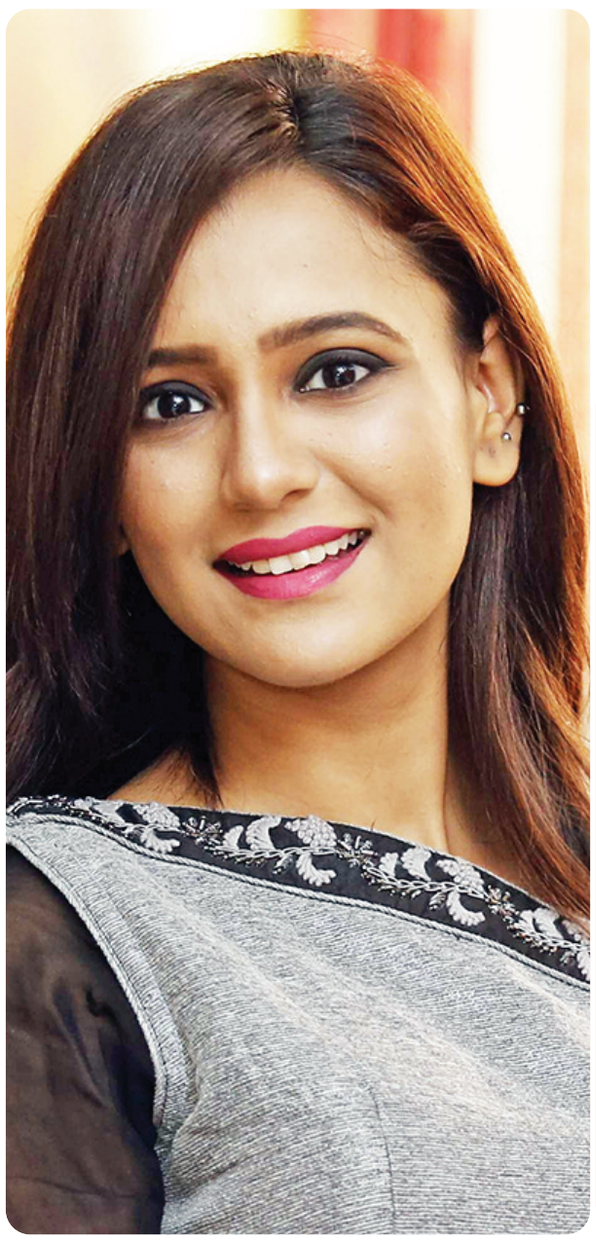

## ঘুরব একেবারে একা

**সাবিলা নুর**

আমস্টারডামের অলিম্পিক স্টেডিয়ামের পাশ দিয়ে হাঁটছি আমি। ভেতরে ঢুকব কি ঢুকব না ভাবছি। ইতিউতি তাকাচ্ছি। ভেতরে ঢোকা নিয়ে খানিকটা দ্বিধা। একা এতদূর এসেছি, না ঢুকলে কী হয়! সাহস করে ঢুকে গেলাম স্টেডিয়ামে। তারপর...।

নেদারল্যান্ডসের এ শহরটিতে কদিন আগে গিয়েছিলাম। মোটামুটি সব জায়গা দেখা শেষ। এখন নতুন কোথাও যেতে চাই। নতুন কোনো দেশ, নতুন কোনো শহর...। এভাবে পুরো পৃথিবীটাই চষে বেড়াতে চাই আমি। পুরো পৃথিবী ঘুরব আমি, তবে সবার আগে যাওয়ার জন্য একটা তালিকা করেছি। প্রথমে যাব মালদ্বীপ, স্পেন ও গ্রিস—এই তিন দেশে।

তারপর ধীরেসুস্থে অন্য দেশগুলোয় যাব। আমার এ ভ্রমণে সঙ্গে আর কেউ থাকবে না। ঘুরব একেবারে একা। কিছু জায়গা আছে আমি শুধু নিজেকে নিয়ে যেতে চাই। সবকিছু থেকে দূরে, কোনো কাজ নেই, শুধু বেড়াব আর চারপাশটা দেখব। আর একা থাকলে নিজেকে যেভাবে আবিষ্কার করতে পারব, কেউ সঙ্গে থাকলে তো এটা পারব না। নতুন দেশে গেলে সেই দেশের মানুষ, সংস্কৃতি, ভাষার সঙ্গে পরিচিত হব। এই আনন্দটা আমি একা উপভোগ করতে চাই। কাউকে ভাগ দিতে চাই না। এ কারণেই একা যাওয়া।

## ঝড়ের মধ্যে একটি কালো জিপ গাড়ি

**মাহিয়া মাহি**

অনেকের মতো আমারও কিছু স্বপ্ন আছে। প্রায়ই আমি আমার স্বপ্নের মধ্যে বসবাস করি। আমার স্বপ্নরা খুব সাদামাটা। খুব বড় কোনো চাওয়া নেই আমার। মাঝেমধ্যে আমার চলে যেতে ইচ্ছে করে অনেক দূরে। অনেক অনেক দূরে। আমি কল্পনায় ভেসে তেমন একটা জায়গায় চলে যাই যেখানে হলুদ প্রজাপতির চাষ হয়। ছোটবেলায় হলুদ প্রজাপতি দেখে মনটা আনন্দে নেচে উঠত। আমি তন্ময় হয়ে প্রজাপতির নাচ দেখতাম। আমার সেই অজানা জায়গাটিতে সেই হলুদ প্রজাপতিরা সারাক্ষণ সবুজ ঘাসের ওপর উড়ে বেড়াবে, খেলবে। সেখানে থাকবে ছোট্ট আঁকাবাঁকা একটা হ্রদ। সেই হ্রদের পানি থাকবে কচুরিপানার সাদা ফুলে ঢাকা।

সেখানে কোনো একদিন উঠবে কালবৈশাখী ঝড়। সেই ঝড়ের ঠিক আগে নীল আকাশ কালো হয়ে আসবে। বাতাস বইবে। আর আমি সে সময় পরব বাসন্তী রঙের শাড়ি। সেই কালো আকাশের নিচে শীতল বাতাস কেটে আমার সামনে এসে দাঁড়াবে একটি কালো রঙের জিপ। সে জিপ থেকে নেমে পাশে এসে বসবে আমার পছন্দের একজন মানুষ। ঠিক তক্ষুনি শুরু হয়ে যাবে কালবোশেখি ঝড়। থাকবে ঝুম বৃষ্টি। আমরা দুজন ভিজব সেই বৃষ্টিতে। ঝোড়ো বৃষ্টিতে আমি ছিটকে পড়তে গেলে শক্ত করে সে আমাকে ধরে রাখবে।

এখন যেন সেই স্বপ্নেই ভাসছি!

## ইচ্ছা হয় গ্রামে বাড়ি করব

**আরিফিন শুভ**

আমি স্বপ্ন দেখি, শৈশবের মতো ছিমছাম একটি জীবনের। আমার খুব ইচ্ছে হয় গ্রামে বাড়ি করব। গ্রামে যে রকম বাড়ি থাকে, ঠিক সে রকমের বাড়িই থাকবে আমার। ছোটবেলায় আমার চোখে ছবির মতো যেমন একটা গ্রাম ছিল, সেই গ্রামে আমাদের বাড়িটি যেমন ছিল, তেমন একটি বাড়ি হবে আমার। মাঝেমধ্যে সেই বাড়িই হবে আমার আস্তানা।

ভালুকার আঙ্গারগাড়া গ্রামে ছোটবেলায় উঠানে বসে চাঁদ দেখতাম। সেই চাঁদের আবছা আলো উঠানের মাটিতে দোল খেয়ে চারপাশে ছড়িয়ে পড়ত। আমি আবার তেমন একটা পরিবেশে ফিরে যেতে চাই।

আমার বাড়িটি মাটির বা কাঠের হতে পারে। ওপরে থাকবে খড়ের চাল। হাতে তৈরি পাখা, মাদুর বা পাটি থাকবে।

বাড়ির একটি ঘরের বাইরে খোলা জায়গায় থাকবে একটি লাঙল। মহিষের গাড়ির চাকাগুলোও রাখা হবে সেখানে। বাড়ির সীমানার বাইরে খড়ের গাদা।

সেই পরিবেশে জোছনা রাতে ফকিরি গানের আসর বসবে। দূর থেকে শোনা যাবে ঝিঁঝি পোকার ডাক।

হঠাৎ হঠাৎ এই স্বপ্নগুলো মনের মধ্যে খেলা করে।

## কৃষক হওয়ার স্বপ্ন দেখি

**শাকিব খান**

জানি, কথাটা কেউ বিশ্বাস করতে চাইবেন না। কিন্তু সত্যিই আমি কৃষক হওয়ার স্বপ্ন দেখি। ভালো কৃষক।

শহরের যান্ত্রিক জীবন আর ভালো লাগে না। এখানে নিজের মতো করে সময় বের করা কঠিন। একই রকম একঘেয়ে জীবন।

আমি যদি গ্রামে চলে যেতে পারতাম, যদি মিশে যেতে পারতাম গ্রামের মানুষের সঙ্গে, তাহলে ভালো লাগত।

গ্রামে গিয়ে কী কী করব, তার একটা তালিকা করে নিই সবার আগে। প্রথমেই আমি গ্রামে গিয়ে একটা ছোট বাড়ি বানাব। বাড়ির চারধারে গাছ লাগাব। অদূরেই থাকবে সবজি বাগান। নানা ধরনের দেশি সবজির বাগান করব। নিজের সবজি বাগানের সবজি খেতে খুব ভালো লাগবে আমার।

বাড়ির পেছন দিকে থাকবে একটা পুকুর। পুকুরে থাকবে অনেক রকম মাছ। কোনো একদিন হাটে গিয়ে কিনে আনব সাদা হাঁস। হাঁসগুলো ঘুরে বেড়াবে পুকুরজুড়ে। ডুব দিয়ে তুলে আনবে শামুক।

এরপর আমি চলে যাব জমিতে চাষ করতে। আমার পরিশ্রমে ফলাব ফসল। গ্রাম দেখতে কী সুন্দর! কৃষক হতে পারলে প্রকৃতির কাছাকাছি থাকা যাবে। আমি স্বপ্ন দেখি, মাটির সঙ্গে আমার সম্পর্ক হয়েছে। কৃষকদের মন মাটির মতোই নরম। সহজ-সরল তাঁরা। গ্রামের প্রকৃতির সঙ্গেই মিশে যেতে মন টানে এখন।

# আনন্দ মেলা উপস্থাপনায় জয়া ও ফেরদৌস

**বিনোদন প্রতিবেদক**

এবার কে কে উপস্থাপন করবেন ঈদ আনন্দ মেলা? ঈদ এলেই এই প্রশ্ন ঘুরপাক খায় টেলিভিশন দর্শকদের মনে। দর্শকদের চাওয়া, তাদেরই কোনো প্রিয় তারকাকে দেখবেন আনন্দ মেলার উপস্থাপক হিসেবে। এবারের ঈদুল ফিতরে বৈচিত্র্যময় এ টিভি অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করবেন অভিনয়শিল্পী ফেরদৌস ও জয়া আহসান।

গত দুই দিনে পুরো অনুষ্ঠানটি শুটিং শেষ হয়েছে। রামপুরায় বাংলাদেশ টেলিভিশন মিলনায়তনে ঈদ আনন্দ মেলার শুটিংয়ে অংশ নিয়েছেন চলচ্চিত্র, সংগীত, নৃত্য ও টিভি নাটকের শিল্পীরা। বাংলাদেশ টেলিভিশনের মহাপরিচালক হারুন অর রশীদ শুক্রবার সকালে *প্রথম আলোকে* বলেন, 'ঈদ আনন্দ মেলার মাধ্যমে দেশের মানুষকে একটু আনন্দ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। দেশের মানুষের কাছে ফেরদৌস ও জয়া দারুণ জনপ্রিয়। আমাদের কাছে মনে হয়েছে, এই মুহূর্তে তাঁরা দুজন যদি আনন্দ মেলা উপস্থাপনা করেন তাহলেই ভালো হয়। তাঁরা রুচিশীল, দুজনের জানাশোনাও বেশ ভালো।'

এবারের ঈদ আনন্দ মেলায় গান গেয়েছেন কুমার বিশ্বজিৎ, কনা, ইমরানসহ আরও অনেকে। এ আনন্দ মেলায় কুমার বিশ্বজিৎ নতুন সংগীতায়োজনে গেয়েছেন তাঁর জনপ্রিয় গান 'তোরে পুতুলের মতো করে সাজিয়ে'।

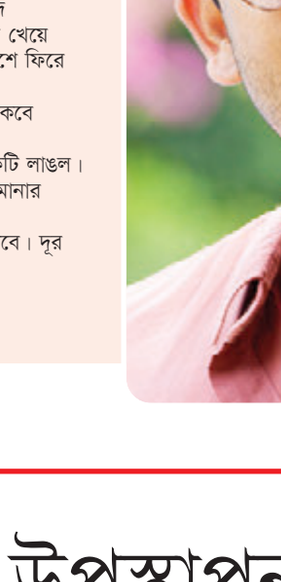

জয়া



ফেরদৌস

# এস ডি রুবেলের অচেনা শহর

**বিনোদন প্রতিবেদক**

অনেক দিন ধরেই এস ডি রুবেলের নতুন কোনো গান নেই। আড়াই বছর আগে তাঁর ৩৬তম একক অ্যালবাম 'বৃষ্টি ছোঁব বলে' প্রকাশিত হয়েছিল। ভক্তদের জন্য সুখবর হচ্ছে, এবারের ঈদে তাঁর নতুন পাঁচটি গান প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। আপাতত জিপি মিউজিক থেকে গানগুলো শোনা যাবে।

রুবেল বলেন, 'শ্রোতারা আমাকে যে ধরনের গানে বরাবর পেয়েছে, এবারের গানগুলোও তেমন। তবে কিছুটা নতুনত্ব অবশ্যই আছে। গান করার সময় সমসাময়িক শ্রোতাদের পছন্দের ব্যাপারও মাথায় রাখা হয়েছে।'

পবিত্র ঈদুল ফিতরের পরই এই পাঁচটি গান সিডি আকারে প্রকাশিত হবে। বোনাস হিসেবে সঙ্গে থাকবে তিনটি গানের ভিডিও। রুবেল বলেন, 'গানের বাজারের চিত্র এখন অনেক পরিবর্তিত হয়েছে। আগে যেমন গান শুধু শোনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, এখন কিন্তু মানুষ দেখছেও। তাই সিডির পাশাপাশি তিনটি গানের ভিডিও প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করেছি। নতুন গানগুলো শ্রোতাদের মনে কিছুটা হলেও আনন্দ দেবে।'

প্রথম আলো

**প্রথম ইউলুপ** রাজধানী ঢাকায় হাতিরঝিলের সড়ক খুলে দেওয়ার পর বাড্ডা ও রামপুরা যেতে এবং রামপুরা বা বাড্ডার মানুষের হাতিরঝিলের সড়ক দিয়ে ঢোকার দুটি মুখে দীর্ঘ যানজট ছিল নিত্যদিনের চিত্র। প্রগতি সরণির এই যানজট কাটিয়ে গন্তব্যে পৌঁছাতে কখনো কখনো ঘণ্টার পর ঘণ্টা গাড়িতে বসে থাকতে হতো নগরবাসীকে। একটি 'ইউলুপ' বদলে দিয়েছে ওই এলাকার যোগাযোগব্যবস্থা। ২৫ জুন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই ইউলুপের উদ্বোধনের পর এটি যান চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয় ● প্রথম আলো



# শিশুদের নিয়ে মুশফিকের হাসি

**রানা আব্বাস** ●

'ভাবি, আপনি সবচেয়ে ভালো কী রান্না করতে পারেন?' সরল প্রশ্নটা শুনে লজ্জার আভা ছড়িয়ে পড়ে জান্নাতুল কিফায়াতের মুখে। পাশের মানুষটিকে দেখিয়ে বলেন, 'ওকে জিজ্ঞেস করো।' স্ত্রীর রান্নার সবচেয়ে ভালো খবর রাখেন স্বামী। মুশফিকুর রহিমও নিশ্চয়ই রাখেন। কিন্তু তাঁর উত্তর দেওয়ার আগেই সম্পূরক প্রশ্ন ভেসে আসে, 'ভাইয়া, আপনি কি রান্না করতে পারেন?' লাজুক মুখে বাংলাদেশের টেস্ট অধিনায়কের উত্তর, 'আমি খেলা ছাড়া কিছুই পারি না!'

আসলেই কি তাই? ২২ গজে অসাধারণ ব্যাটিং করেন, টেস্টে বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দেন—খেলার বাইরে মুশফিক আরও একটি কাজ করেন। সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেন সুবিধাবঞ্চিত, দরিদ্র শিশুদের দিকে। কাল বিকেলেও তাঁর আনন্দময় কিছু মুহূর্ত কাটল সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের সঙ্গে। গুলশানে অ্যাকশনএইড বাংলাদেশের কার্যালয়ে প্রিয় তারকাকে কাছে পেয়ে কত প্রশ্ন তাদের! মুশফিকও হাসিমুখে দিতে থাকেন একের পর এক উত্তর। কখনো তাঁর সঙ্গে যোগ দেন স্ত্রী কিফায়াত।

সমাজের অবহেলিত, সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য ঢাকায় পাঁচটি বাড়িতে ১৫০ জন শিশুকে বাসস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসুবিধা দিচ্ছে অ্যাকশনএইড। এই কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত আছেন মুশফিকও। এসব শিশুর দিকে বিত্তবানদের সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানালেন বাংলাদেশের টেস্ট অধিনায়ক, 'মানুষ হিসেবে তাদের সহায়তা করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। আর্থিকভাবে সচ্ছল অনেকেই হয়তো সহায়তা করেন। যাঁরা করছেন না, তাঁদেরও এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই।'

অ্যাকশনএইডের আয়োজনে ২৫ জুন সন্ধ্যায় সংস্থাটির গুলশান কার্যালয়ে এতিম শিশুদের মধ্যে ইফতারি বিতরণ করেন ক্রিকেটার মুশফিকুর রহিম ও তাঁর স্ত্রী জান্নাতুল কিফায়াত ● ছবি : আশরাফুল আলম

শুধু সুবিধাবঞ্চিত শিশু নয়, মুশফিকের ভালোবাসা বিস্তৃত অটিস্টিক ও দরিদ্র অসুস্থ শিশুদের প্রতিও। শিশু নির্যাতনের বিরুদ্ধেও তিনি ভীষণ সোচ্চার। গত বছর রাজন হত্যাকাণ্ডের পরই প্ল্যাকার্ড নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। ফেসবুকে নিজের অফিশিয়াল পেজে লিখেছিলেন, 'একটি নিষ্পাপ শিশুকে নির্যাতন করে মেরে ফেলার মতো বড় অপরাধ মনে হয় আর নেই। শিশু নির্যাতনকে "না" বলুন।' গত ১৮ ফেব্রুয়ারি *প্রথম আলোর* সংবাদ শিরোনাম ছিল, 'চার শিশুকে মেরে লাশ বালুচাপা।' নিচে ছিল গত পাঁচ বছরে সহিংসতার শিকার শিশুদের পরিসংখ্যান। পেপার কাটিং প্ল্যাকার্ডে সেঁটে সহিংসতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন মুশফিক।

এ ধরনের সামাজিক কার্যক্রমে অংশ নিতে দেখা যায় অনেক খেলোয়াড়কেই। তবে শিশুদের প্রতি মুশফিকের ভালোবাসাটা যেন একটু বেশিই! শিশুদের পাশে দাঁড়ানো তিনি নৈতিক কর্তব্য বলেই মনে করেন, 'শুধু ক্রিকেটার হিসেবে নয়, মানুষ হিসেবে তাদের সহায়তা করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। একটু সময় দিয়ে তাদের অনুপ্রাণিত করার চেয়ে বড় আর কী হতে পারে! অনেক কিছু করতেই ইচ্ছে করে। ব্যস্ততার কারণে অনেক সময় হয়ে ওঠে না। যতটা পারা যায় চেষ্টা করি কিছু করতে।'

শিশুদের জন্য আরও বড় কলেবরে কাজ করতে মুশফিক ভবিষ্যতে একটি ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করতে চান। তবে সে জন্য নিশ্চয়ই সময় লাগবে। ফাউন্ডেশন যখন হয় হবে, শিশুদের জন্য মুশফিকের দুয়ার সব সময়ই খোলা। এ কারণেই বলেন, 'সব সময় আমি তোমাদের পাশে থাকতে চাই।'

# আলাদা ঈদের জামাত চান বাংলাদেশিরা

**তামীম রায়হান,** কাতার ●

কাতারে গত কয়েক বছরের ব্যবধানে প্রবাসী বাংলাদেশির সংখ্যা বেড়ে দ্বিগুণ হয়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্য ও নির্মাণ খাত ছাড়াও নানা পেশায় বাড়ছে বাংলাদেশি অভিবাসীর সংখ্যা। পবিত্র ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহায় বাংলাদেশি কমিউনিটির মানুষ যে যার মতো করে ঈদের জামাতে শরিক হন। বৃহৎ পরিসরে তাঁদের মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ বা ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময়ের সুযোগ হয় না। এসব বিষয় মাথায় রেখে কাতারে বাংলাদেশি কমিউনিটির মানুষের জন্য আলাদা ঈদের জামাত আয়োজনের দাবি উঠেছে।

বাংলাদেশ দূতাবাস ও কাতার সরকারের তথ্যমতে, বর্তমানে কাতারে প্রবাসী বাংলাদেশির সংখ্যা প্রায় তিন লাখ। এ হিসাবে কাতারে অভিবাসীদের সংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান এখন চতুর্থ।

কাতারে বসবাসরত ব্যবসায়ী, পেশাজীবী, রাজনীতিবিদ ও বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের নেতা এবং শ্রেণি-পেশার মানুষ বাংলাদেশিদের জন্য ঈদের জামাত আয়োজনের পক্ষে। প্রবাসীরা বলছেন, বছরের দুই ঈদে বিপুলসংখ্যক বাংলাদেশিদের জন্য কাতারের বাংলাদেশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমএইচএম স্কুল অ্যান্ড কলেজের মাঠে ঈদের নামাজের আয়োজন করা যেতে পারে। এই আয়োজন করা গেলে ঈদের দিন প্রবাসীদের



আনন্দ অনেক গুণ বেড়ে যাবে। সম্প্রতি দূতাবাসে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে এই প্রস্তাব তুলে ধরা হলে দূতাবাস কর্তৃপক্ষ বিষয়টি বিবেচনার আশ্বাস দেন। কিন্তু এরপর দৃশ্যমান আর কোনো উদ্যোগ চোখে পড়েনি।

কাতারের কমিউনিটি নেতা মোহাম্মদ ইসমাইল মিয়া *প্রথম আলোকে* বলেন, 'এটা আমাদের দাবি। আমরা এখন তিন লাখ বাংলাদেশি কাতারে বাস করছি। আমরা একসঙ্গে ঈদের নামাজ আদায় করতে চাই। এতে আমরা ঈদের দিন পরিচিত, বন্ধুবান্ধব এবং বাংলাদেশি অনেকের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময়ের সুযোগ পাব।'

একই দাবি করেছেন কাতারের ব্যবসায়ী ও কমিউনিটি নেতা শফিকুল কাদের। *প্রথম আলোকে* তিনি বলেন, 'আমি যখন কাতারে আসি, তখন এখানে মাত্র কয়েক হাজার বাংলাদেশির বসবাস ছিল। আজ আমরা কয়েক লাখ। শুধু বাংলাদেশি কমিউনিটির জন্য স্কুলমাঠে একটি ঈদের জামাত আয়োজন করা গেলে আমরা খুশি হব।'

কমিউনিটির প্রবীণ নেতা নজরুল ইসলাম বলেন, 'এটা খুব ভালো প্রস্তাব। আমরাও দাবি জানাই, আমরাও আমাদের জন্য একটি আলাদা ঈদের জামাতের আয়োজন করার দাবি জানাচ্ছি। ঈদের ব্যস্ততায় একে একে সবার সঙ্গে দেখা ও কুশল বিনিময় আমাদের জন্য সম্ভব হয় না। কিন্তু একসঙ্গে সবাই একই জায়গায় ঈদের নামাজ আদায় করলে সেটি আমাদের জন্য অপূর্ব সুযোগ তৈরি করে দেবে।'

কাতারের আইনকানুন সম্পর্কে জানেন এমন কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বলেন, কাতারে কোথায়

এরপর পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৮

# বাহরাইনে ১৫ বাসচালকের পদত্যাগ, দুর্ভোগ যাত্রীদের

**প্রথম আলো ডেস্ক** ●

বাহরাইনে সরকারি পরিবহন কোম্পানির ১৫ জন বাসচালক পদত্যাগ করেছেন। এর ফলে বাসে চলাচলকারী যাত্রীদের দুর্ভোগ বাড়তে পারে। নির্দিষ্ট গন্তব্যে যাওয়ার জন্য বাস পেতে আরও বিলম্বের শিকার হতে পারেন তাঁরা।

সম্প্রতি দুই দিনের ধর্মঘট শেষে সরকারি পরিবহন কোম্পানির ওই ১৫ জন বাসচালক পদত্যাগ করেন। ওই ধর্মঘটের কারণে এরই মধ্যে গণপরিবহনের বাসগুলোতে চলাচলকারী যাত্রীদের এক দফা দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে। এবার বাসচালকেরা পদত্যাগ করলেন। জাতীয়তার ভিত্তিতে বেতন-ভাতায় বৈষম্য করার অভিযোগ তুলে এবং কথিত কঠোর নীতিমালা করার প্রতিবাদে চালকেরা এ ধর্মঘট ডেকেছিলেন।

এর আগে যেখানে-সেখানে যানবাহন থামানো ও গাড়ি চালানোর সময় মুঠোফোন ব্যবহার করার জন্য কয়েকজন চালককে নিরাপত্তা বিধিমালা লঙ্ঘনের অভিযোগে সতর্ক করা হয়। এতে ক্ষুব্ধ হন চালকেরা। এ ছাড়া তাঁদের সহকর্মী একজন শ্রীলঙ্কান চালককে পুলিশ ধরে নিয়ে গেলে তাঁদের ক্ষোভ আরও বেড়ে যায়। নকল টিকিট বিক্রি ও অবৈধভাবে অর্থ কামানোর অভিযোগে পুলিশ তাঁকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল।

ওই পরিবহন প্রতিষ্ঠানের বিপণন যোগাযোগ ব্যবস্থাপক আহমেদ আহমেদ বলেন, গত ২০ জুন শুরু হওয়া দুই দিনের বাস ধর্মঘটে ৩০ জনের মতো সরকারি চালক অংশ নেন। তবে চালকেরা দাবি করেন, প্রথম দিনের ধর্মঘটে শতাধিক চালক ও দ্বিতীয় দিন ৭০ জনের মতো অংশ নেন।

আহমেদ আহমেদ বলেন, অননুমোদিত স্থানে গাড়ি থামানো

এরপর পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৫

# ব্যাংক হিসাবে বেতন পাচ্ছেন ১৫ লাখ কর্মী

**কাতার প্রতিনিধি** ●

- মতবিনিময় সভায় কাতারের মন্ত্রীর তথ্য
- দুই লাখ কর্মী এখনো অনলাইন ব্যাংক হিসাবে বেতন পাচ্ছেন না
- ঘোষণা

কাতারে কর্মরত বিদেশি কর্মীদের বেতন-ভাতা প্রদানসংক্রান্ত নিরাপত্তাব্যবস্থা ওয়েজ প্রোটেকশন সিস্টেমের (ওপিএস) আওতায় প্রায় ৯৫ ভাগ বিদেশি কর্মী বেতন-ভাতা পাচ্ছেন। নির্দিষ্ট সময়ে তাঁদের ব্যাংকের অনলাইন সঞ্চয়ী হিসাবে বেতন-ভাতা চলে যাচ্ছে। সম্প্রতি ব্যবসায়ীদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় প্রশাসন উন্নয়ন, জনশক্তি ও সমাজকল্যাণমন্ত্রী ড. ইসা বিন সাদ আলনুলাইমি এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, কাতারে কর্মরত প্রায় ১৭ লাখ বিদেশি কর্মী ও শ্রমিকের মধ্যে ইতিমধ্যে ১৫ লাখ শ্রমিককে অনলাইনে বেতন-ভাতা পরিশোধের ব্যবস্থার আওতায় আনা হয়েছে।

সরকার গত বছরের নভেম্বর থেকে বেসরকারি সব প্রতিষ্ঠানকে তাদের বিদেশি কর্মী ও শ্রমিকদের বেতন-ভাতা অনলাইনে ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে পরিশোধ করা বাধ্যতামূলক করে দেয়। এই ব্যবস্থা চালুর পেছনে উদ্দেশ্য ছিল সব বিদেশি কর্মীর বেতন-ভাতা নির্ধারিত সময়ে প্রাপ্তি নিশ্চিত করা। এ ছাড়া প্রতারণার মাধ্যমে বেতন-ভাতা পরিশোধ থেকে মালিকদের বিরত রাখা ও বেতন থেকে অবৈধ ফি কর্তন বন্ধ করাও ছিল এই নিরাপত্তাব্যবস্থার অন্যতম লক্ষ্য।

কাতার চেম্বারে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় প্রশাসন উন্নয়ন, জনশক্তি ও সমাজকল্যাণমন্ত্রী আরও বলেন, দ্রুততম সময়ের মধ্যে কর্মী ভিসা প্রণয়নের লক্ষ্যে নতুন একটি পদ্ধতি কার্যকর হতে যাচ্ছে। এ বিষয়ে কাতার চেম্বারের মাধ্যমে ব্যবসায়ীদের মতামত নেওয়ার কাজ চলছে।

মন্ত্রী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত বিদেশি শ্রমিকদের তথ্য হালনাগাদ করতে মালিকদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, এর ফলে জনশক্তি মন্ত্রণালয় প্রকৃত কর্মীদের চাহিদা নিরূপণ করে দ্রুত নতুন ভিসা ইস্যু করতে সক্ষম হবে।

মন্ত্রী বলেন, আন্তর্জাতিক নিয়মের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ ও অবকাঠামো নির্মাণে কাতার সরকার যথেষ্ট আন্তরিক। এ লক্ষ্যে কাতার ইতিমধ্যেই শ্রমিকদের কর্মপরিবেশের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও আবাসন উন্নয়নসংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে। কর্মক্ষেত্র ও বাসস্থানে কর্মীদের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা ও পেশাগত নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ব্যাপারে কাতার সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

ছোটখাটো নিয়ম লঙ্ঘনের অভিযোগে বিভিন্ন ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স বাতিলের বিষয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, বেতন-ভাতা নিরাপত্তাসংক্রান্ত ব্যবস্থা কার্যকর না

এরপর পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৫




# তেলের দরপতনে অবকাঠামো উন্নয়নকাজে বিলম্বের আশঙ্কা

**প্রথম আলো ডেস্ক** ●

কাতারের ২০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের অবকাঠামোগত কর্মসূচি বিলম্বিত হতে পারে। পাশাপাশি খরচও প্রত্যাশার চেয়ে অনেক বেড়ে যেতে পারে। বিশ্ববাজারের তেলের দরপতনের পরিপ্রেক্ষিতে এ আশঙ্কা করা হচ্ছে। ২০২২ সালের ফুটবল বিশ্বকাপের আয়োজক দেশটি ১৯ জুন এ বিষয়ে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছে।

কাতারের উন্নয়ন পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যানবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের (এমডিপিএস) এক গবেষণাপত্রে বলা হয়েছে, উপসাগরীয় দেশটি যেসব বিরাট নির্মাণ প্রকল্প হাতে নিয়েছে, তেলের বাজারের এই 'অব্যাহত অস্থিরতা' তার ওপর গুরুতর প্রভাব ফেলতে পারে।

এমডিপিএস ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেছে, কাতার অন্তত তিন বছর বাজেট-ঘাটতির মুখে পড়তে পারে। কারণ ২০১৪ সালের পর থেকে এ পর্যন্ত তেলের দাম পড়তে পড়তে এখন অর্ধেকেরও নিচে নেমে এসেছে। এমন পরিপ্রেক্ষিতে তেল বিক্রির ওপর নির্ভরশীল কাতার তার অর্থনীতিতে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করছে। মন্ত্রণালয় আরও নিশ্চিত করেছে, কাতার ২০১৮ সালে প্রথমবারের মতো মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) প্রথা চালু করবে। এর আওতায় সুনির্দিষ্ট কিছু পণ্যের ওপর ৫ শতাংশ লেভি আরোপ করা হবে। চলতি মাসে উপসাগরীয় সহযোগিতা কাউন্সিলের (জিসিসি) অর্থমন্ত্রীদের এক বৈঠকে এ বিষয়ে সমঝোতা হয়।

'কাতার ইকোনমিক আউটলুক' শিরোনামের ওই গবেষণাপত্রে বলা হয়েছে, 'দেশের অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির ওপরে যেসব ঝুঁকি রয়েছে, তার বেশির ভাগই আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দরে উত্থান-পতনের কারণে। এই দর যদি আরও বেশি সময়ের জন্য নিম্ন পর্যায়ে থেকে যায়, তাহলে অর্থবছরের বাজেট ও অন্য বাহ্যিক হিসাবগুলোর ঘাটতি আরও ঘনীভূত হবে। তখন অর্থায়নের জন্য নানা প্রচেষ্টা করতে হবে।' এতে আরও বলা হয়, এর ফলে যেসব ঝুঁকি তৈরি হবে, তার মধ্যে রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ সব অবকাঠামোগত সংস্কারের ক্ষেত্রে বিলম্ব হওয়া বা খরচ বেড়ে যাওয়া, অথবা উভয়ই।'

বিশ্বের তেল রপ্তানিকারক দেশগুলোর সংগঠন ওপেকের সদস্য কাতার। পাশাপাশি দেশটি তরল

এরপর পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৮

## পাঠকদের প্রতি

কাতার ও বাহরাইন পাঠকদের শুভেচ্ছা। *প্রথম আলোর* উপসাগরীয় সংস্করণে আমরা আপনাদের প্রবাস-জীবনের কথা, আপনাদের ভালো-মন্দ ও আনন্দ-বেদনা-উৎসবের কথা প্রকাশ করতে চাই। আপনারা সব রকমের কথা আমাদের লিখে পাঠান। এ ছাড়া জানান আপনাদের পরামর্শ। লেখা অবশ্যই পাঠাবেন ইউনিকোডে কিংবা পিডিএফ করে।

**যোগাযোগ :**
gulfedition@prothom-alo.info